উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,২৩১.৯২ (-৪০০.৭৬)
নিফটি : ২৬,০৬৮.১৫ (-১২৪.০০)

বাংলাদেশে ভূমিকম্পে মৃত ১০
ভূমিকম্পে কাঁপল বাংলাদেশ। কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও। এখানে তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশে। ৯

ভাঙল তেজস, মৃত্যু পাইলটের
গোটা বিশ্বের সামনে ভূলুণ্ঠিত হল ভারতীয় বায়ুসেনার গর্ব তেজস যুদ্ধবিমান। শুক্রবার দুবাই এয়ার শো-এ কসরত দেখানোর সময় ভেঙে পড়ে বিমানটি। নিহত হন পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন

রিচাকে পরামর্শ সানিয়ার ১৪

৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 22 November 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 183

সন্ধ্যা ঘনাইছে। মাঝি তীরে আও, তীরে আও... গজলডোবায় পড়ন্ত বিকেলে। ছবি : সূত্রধর

দুই শিক্ষকের হাতে ফালাকাটা পুর বোর্ড

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ নভেম্বর : ফালাকাটা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হলেন অভিজিৎ রায় ও ভাইস চেয়ারপার্সন হলেন রুমা রায় সরকার। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ বাছা হলেও বেছে নেওয়ার ধরনটা কিন্তু একই। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্য সেই শিক্ষকতার পেশা থেকেই প্রতিনিধি বেছে নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে নবীন ও অভিজ্ঞতার মিশেলে বোর্ড চালানোর ভাবনা তৃণমূলের।

তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি রাজু মিশ্র বলেন, 'চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুজনেই শিক্ষক এবং একেবারে তরুণ প্রজন্মের। আমাদের আশা, তাঁদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ খুব দ্রুতগতিতে হবে।'

ফালাকাটা পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ছিলেন একজন শিক্ষক। ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন কলেজের শিক্ষাকর্মী। নতুন নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন দুজনেই শিক্ষক। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ ফালাকাটা হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষক। বয়স ৫০ ছুঁইছুঁই। আর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রুমা রায় সরকার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তাঁর বয়স ত্রিশের ঘরে। এদিন দুজনকেই শপথবাক্য পাঠ করান আলিপুরদুয়ারের এসডিও দেবব্রত রায়। নতুনরা দায়িত্ব নিয়েই একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। থমকে থাকা কাজগুলি অগ্রাধিকারের সঙ্গেই করা হবে বলে জানিয়েছেন। এদিন বোর্ড মিটিংয়ে অবশ্য বিদায়ি চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী দুজনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না।

দায়িত্ব পেয়ে এদিন অভিজিৎ বলেন, 'আমার প্রথম কাজ হবে এসডব্লিউএম প্রকল্প দ্রুত চালু করা। সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ, স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড গড়া এবং নাগরিক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের সঙ্গে নিয়ে পুর পরিষেবা উন্নত করা হবে।'

আর নতুন ভাইস চেয়ারপার্সন রুমার কথায়, 'আমি একজন শিক্ষিকা। তাই নাগরিক পরিষেবার পাশাপাশি পুরসভা এলাকার সব স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নত করতে আমি সচেষ্ট হব।'

শুক্রবার ঠিক ১২টা থেকে ফালাকাটা পুরসভার বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা পুরসভায় আসেন। পুরসভার একটি ঘরে তাঁদের সামনে বন্ধ খাম খুলে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে, নিজের নাম তাতে দেখতে না পেয়ে রাগ করে পুরসভা ছেড়ে চলে যান দলনেতা রতন সরকার।

এরপর দশের পাতায়

চিকেন নেকে আতঙ্কের হানি ট্র্যাপ

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা ফাঁদে পড়া প্রভাবশালীদের ব্ল্যাকমেল করে চিকেন নেক সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কালিম্পং, ২১ নভেম্বর : গোপন তথ্য সংগ্রহের পুরোনো পদ্ধতি 'হানি ট্র্যাপ' বা যৌনতার ফাঁদ পেতে চিকেন নেকে ভারতীয় সেনার পরিকল্পনা সহ নানা তথ্য জানতে সক্রিয় হয়েছে জঙ্গিরা। আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং আল-কায়দার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার স্লিপার সেল সেই কাজে উত্তরবঙ্গে সক্রিয় হয়েছে বলেই গোয়েন্দা সূত্রের খবর। শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ে হানি ট্র্যাপের অপারেটররা জাল বিছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। স্লিপার সেলের স্লিপিং পিলে কারা আক্রান্ত হয়েছেন সেই খবর নিতে তাই দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের বিশেষ দল বুধবারই হাজির হয়েছে উত্তরবঙ্গে। তিনদিন ধরে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেয়েছেন তাঁরা।

সেনা জওয়ান বা সেনাকর্তাদের কেউ হানি ট্র্যাপের ফাঁদে পড়েছেন কি না সেখবর নিতে গিয়ে চোখ কপালে উঠেছে গোয়েন্দাদের। সেনা সম্পর্কে তেমন কিছু না মিললেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তথ্য বলছে, যৌনতার রঙিন ফাঁদে ইতিমধ্যেই পা গলিয়েছেন উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিনিয়োগকারী এবং শিক্ষা ব্যবসায়ী। তাঁদের কাছ থেকে মোটা টাকাও আদায় করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় রয়েছেন উত্তরবঙ্গের একটি বড় চা বাগানের এক অন্যতম অংশীদার। সেই অংশীদারের অন্য ব্যবসাও আছে। সেই ব্যক্তির কাছ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হানি ট্র্যাপের কারবারিরা।

ঝুঁকি জাতীয় নিরাপত্তায়

নেপথ্যে জঙ্গি

- উত্তরবঙ্গে যৌনতার ফাঁদ পেতেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি) এবং আল-কায়দার স্লিপার সেল
- শিলিগুড়ি, ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ে হানি ট্র্যাপের অপারেটররা জাল বিছানোর কাজ শুরু করেছে
- উত্তরের হানি ট্র্যাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ওপার বাংলার লালমণিরহাট থেকে
- যৌনতার ফাঁদ পাততে বাংলাদেশের তিন সুন্দরী মডেলকে চোরাপথে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে

যাঁরা ফাঁদে

- একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিনিয়োগকারী এবং শিক্ষা ব্যবসায়ী ফাঁদে পা দিয়ে মোটা টাকা খুইয়েছেন

কীভাবে জাল

- স্লিপার সেল হানি ট্র্যাপের জন্য স্থানীয় কলগার্ল বা যৌনকর্মীদের সহযোগিতা নিচ্ছে
- কলগার্ল সরবরাহকারী এক ফ্রিল্যান্স চিত্রগ্রাহক-এর সাহায্য নিচ্ছে স্লিপার সেল, যাঁর সেনার সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী এবং গবেষক অজান্তেই এসকর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ওই চক্রে জড়িয়ে পড়েছেন

একজন নামকরা চিকিৎসকও ফাঁদে পড়েছেন। সম্প্রতি সেই চিকিৎসক দু'বার হানি ট্র্যাপের কারবারিদের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেই গোয়েন্দারা খবর পেয়েছেন।

কীভাবে খোঁজ মিলল এসবের? গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল, স্লিপার সেল হানি ট্র্যাপের জন্য স্থানীয় কলগার্ল বা যৌনকর্মীদের সহযোগিতা নেবে। সেইমতো শিলিগুড়ি, কালিম্পং এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন ঘাঁটিতে ক্রেতা সেজে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। কালিম্পংয়ের একটি হোটেলে একজন কলগার্লের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পান গোয়েন্দারা।

সেইমতো শিলিগুড়ির একটি সিংগিং বারে আসর জমান তাঁরা। মোটা লোভ দেখিয়ে সেই সিংগিং বার থেকেই এক দালালকে আটক করেন গোয়েন্দারা। তার কাছ থেকেই বহু তথ্য পান তাঁরা। সেইমতো তদন্তের কাজ শুরু করেছেন গোয়েন্দাকর্তারা।

গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সেনার তথ্য সংগ্রহের জন্য কলগার্ল সরবরাহকারী এক দালালের সাহায্য নিচ্ছে স্লিপার সেল, যিনি একজন ফ্রিল্যান্স চিত্রগ্রাহক। বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং অনলাইন পোর্টালে তিনি ছবি, ভিডিও সরবরাহ করেন। চিত্র সাংবাদিক পরিচয়ে তিনি বিভিন্ন এলাকায় সহজেই প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে যান। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে সেনা, আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান, আধিকারিকদের সুসম্পর্কও তৈরি হয়েছে। ওই চিত্র সাংবাদিককে ব্যবহার করেই ফাঁদ পাতার চেষ্টা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, হানি ট্র্যাপের যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে ওপার বাংলায়। মূলত লালমণিরহাট থেকে এই চক্রটি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ফাঁদ পাতার জন্য সীমান্তের ওপার থেকে চোরাপথে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের তিন সুন্দরী মডেল। তারাই রঙিন রাতের মক্ষীরানি। তিনজনই অত্যন্ত প্রশিক্ষিত এবং তাদের কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্রও রয়েছে। যৌনতার মোড়কের গুপ্তচরবৃত্তি চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

শুক্রবার গোয়েন্দাদের একটি দল কালিম্পং এবং সিকিমের কয়েকটি এলাকায় গিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

জাঁকিয়ে প্রোমোটারি, চেয়ারম্যান বদলে কী লাভ

গৌতম সরকার

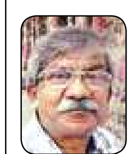

মাত্র ১২.৩৮ বর্গকিলোমিটার আয়তন। ছোট্ট সেই ময়নাগুড়ি শহরটার নিয়ন্ত্রণ যেন প্রোমোটার, ঠিকাদারদের হাতে। নিকাশিনালার ঠিক নেই, সব বাড়িতে জল জোগানোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু শহরের যেখানে যেটুকু জমি আছে, তাতে জাঁকিয়ে চলছে প্রোমোটাররাজ। পুরোনো বাড়ি ভেঙে আবাসন তৈরির জন্য চাপ আসছে মালিকদের ওপর। বয়সে নবীন পুরসভা সেই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া দূরে থাক, কোথাও কোথাও দোসরের ভূমিকায়।

ময়নাগুড়ি উদাহরণ মাত্র। ছোট-বড় প্রায় সব শহরে প্রোমোটার-ঠিকাদাররা যেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কোনও শাসন তাঁদের জন্য নেই। শিলিগুড়িতে ভক্তিনগর থানার পূর্ব রবীন্দ্রনগরে ৬৪৪ নম্বর খতিয়ানের ২১৮/৬৭০ দাগে একখণ্ড জমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে বেআইনি নির্মাণ হয়ে গেল। আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পুরসভা নির্মাণটি বেআইনি বলেছিল। থানায় নালিশ জমা পড়েছিল। বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হয়নি। প্রোমোটারের কাছে যে আইন-আদালত তুচ্ছ।

সব শহরেই মানুষের অসন্তোষ পাহাড়প্রমাণ। নাগরিক সমস্যায় যত না নজর, তার চেয়ে পুরসভাগুলি

এরপর দশের পাতায়

ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে ধৃত ভুয়ো গোয়েন্দা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : নিজেকে আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা তোলার চেষ্টা করেছিলেন এক ব্যক্তি। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামে সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। তিনি বিধাননগরের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে আলিপুরদুয়ার কোর্ট সংলগ্ন আসাম গেট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আলিপুরদুয়ার মনোজিৎ নাগ বাস টার্মিনাস সংলগ্ন একটি হোটেলে প্রায় তিনদিন ধরে ঘাঁটি গেড়েছিলেন বিশ্বজিৎ। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে, পাচারচক্রের তদন্তের কথা বলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার চেষ্টা করছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে সেই চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'অভিযুক্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তোলার চেষ্টা করছিল। তার আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। বিশদে জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

অভিযুক্তের কাছ থেকে একাধিক ভুয়ো আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাঁর মোবাইল থেকেও ভুয়ো আইপিএস আধিকারিক হিসেবে পরিচয়পত্র মিলেছে। শুক্রবার আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তকে আটদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বজিৎ লোকজনের কাছে নিজেকে গোয়েন্দা বিভাগের আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিতেন। লম্বাচওড়া চেহারা থাকায় অনেকে সেই পরিচয় বিশ্বাসও করে নিতেন।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

বিস্ফোরক তৈরিতে আটাকলের যন্ত্রপাতি
নয়ের পাতায়

আতঙ্কে ঘর ছাড়ছেন পরিচারিকারা
সাতের পাতায়

টিফিন পিরিয়ডে হুটোপাটি। বালুরঘাটের কাছে সৈদপুর প্রাথমিক স্কুলে। শুক্রবার সকালে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত শহর

আবার শিরোনামে প্যারেড গ্রাউন্ড। সেই মাঠে কী হচ্ছে? কংক্রিটের নির্মাণে উন্নয়নের দিশা? নাকি মাঠ ধ্বংসের নতুন পরিকল্পনা? প্যারেড গ্রাউন্ডে নির্মাণের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত নিয়ে সরগরম সব মহল।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলতেন, যত মত তত পথ। আর আলিপুরদুয়ার শহরে এখন প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে যত চর্চা তত মত। কেউ বলছেন, যা হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে। কেউ বলছেন, অপরিকল্পিত নির্মাণ মাঠ ধ্বংস করছে। কেউ আবার বলছেন, পুরোটা না জেনে কিছুই বলবেন না। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন, ওমুক ঘটনার সময় যখন মাঠের ক্ষতি হয়েছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন। কেউ চটে যাচ্ছেন। কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে সম্প্রতি খেলার মাঠ তৈরি ও ফেন্সিং দেওয়া নিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ড আবার খবরের শিরোনামে।

একদিকে আলোচনা চলছে, খেলার জন্য পরিকাঠামো কেন তৈরি হবে না। আবার আরেক দিকে প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার প্যারেড গ্রাউন্ডেই বিভিন্ন নির্মাণ হবে? সবুজ ধ্বংসের অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে আন্দোলন। ইস্যু একটাই, প্যারেড গ্রাউন্ড। কিন্তু তা নিয়ে নানা মতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে আলিপুরদুয়ার শহর। আড্ডা চায়ের দোকানে হোক বা সোশ্যাল মিডিয়ায়, সব জায়গায় চর্চা প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে। শুক্রবার যেমন কলেজপাড়ায় এক চায়ের দোকানে এই নিয়েই আলোচনা চলছিল কয়েকজন প্রবীণ বাসিন্দার মধ্যে। সেখানেই মাঠ রক্ষা আর খেলার পরিকাঠামো তৈরির কথা উঠে এল। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শহরের সমাজসেবী রাতুল বিশ্বাস এই ইস্যুতে পোস্ট করে বিতর্ক বাড়িয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে যে কোনও কংক্রিটের নির্মাণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করেছি। তবে এবার আদৌ

দুপুরের গরমে প্যারেড গ্রাউন্ডে ছায়ার খোঁজে অনেকে।

কী ধরনের কংক্রিটের নির্মাণ হচ্ছিল, অর্ধসত্য জেনে আমি সেই আন্দোলনে নেই। মাঠটি খেলার উপযুক্ত করে তোলার উদ্যোগ হলে স্বাগত। তাহলে খুদে খেলোয়াড়দের খেলার আগে মদের বোতল সরিয়ে খেলতে নামতে হবে না। খেলার জায়গায় গবাদিপশুর বিচরণ নিয়ন্ত্রিত হবে।'

সেই পোস্টের কমেন্টবক্স দেখলেই বোঝা যাবে প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে শহর কেমন সরগরম। শহরেরই আরেক সমাজসেবী ল্যারি বসু বলেছেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে বিভিন্ন নির্মাণ অতীতেও হয়েছে। সেগুলোর অনেকগুলো কোনও কাজেই আসছে না। পুরোটা পরিকল্পনাহীনতার জন্য।'

শহরের সাধারণ মানুষ যেমন এই ইস্যুতে ভাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানেই আবার শাসকদল তৃণমূলের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে দুটো ভাগ। প্যারেড গ্রাউন্ডে যে খেলার জায়গা তৈরির জন্য ফেন্সিং দেওয়া হবে, সেটা নাকি শাসকদলের অনেক নেতা জানতেন না। এখন হইচই শুরু হওয়ায় তাঁরা শহরবাসীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না। বারবার প্যারেড গ্রাউন্ডে নির্মাণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তৃণমূল নেতাদের। সেসব নিয়ে অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ। শহরের যে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে প্যারেড গ্রাউন্ড, সেই ওয়ার্ডের এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য মাঠের যে দুরবস্থা হয়,

এরপর দশের পাতায়

ডাইন অপবাদে প্রৌঢ়ের মুখে মল

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২১ নভেম্বর : এ যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা। রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতার জাহির। নাহলে বর্তমান সময়ে ছেলের অসুস্থতার জন্য গ্রামেরই বাসিন্দা দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে ডাইন অপবাদ দিয়ে কেউ মানুষের মল খাওয়ায়?

এমনই মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের পূর্ব বাসইল গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির গোপাল বর্মন এবং তাঁর স্যাঙাতদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালের ১৫ বছরের ছেলে গেদেলু বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। ছেলের অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন ধরে গোপাল গ্রামেরই প্রৌঢ় তারকচন্দ্র রায়কে দায়ী করেন। বুধবার দুপুরে তারককে তাঁর বাড়ি থেকে ঘাড়ে গামছা পেঁচিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসেন গোপাল ও তাঁর দলবল। টানতে টানতে ওই প্রৌঢ়কে নিয়ে যাওয়া হয় বেশ কিছুটা দূরে। তারপর শুরু হয় বেধড়ক মার। চর, লাথি, ঘুসি চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। তাঁর জন্য ছেলে অসুস্থ, এই স্বীকারোক্তি নিতে বাঁশ দিয়েও পেটানো হয় ৫৮ বছরের তারককে। মারাত্মক অভিযোগ, মাটিতে ফেলে তাঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ফাঁপা বাঁশের অংশ। সেই বাঁশ দিয়ে মুখে ঢেলে দেওয়া হয় মানুষের মল। তারকের আর্তনাদে গ্রামের মানুষ ছুটে এলে গোপাল ও তাঁর সঙ্গীরা গা-ঢাকা দেন। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়া তারককে স্থানীয়রা কুশমণ্ডি হাসপাতালে ভর্তি করেন। নিন্দার ঝড় বয়ে যায় এলাকায়। গোপালের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হন গ্রামের মানুষ।

বর্বরতা

- ছেলের অসুস্থতার জন্য দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে ডাইন অপবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি নেতার
- ওই অপবাদে প্রৌঢ় তারকচন্দ্র রায়কে দলবল নিয়ে বেধড়ক মার, জোর করে মুখে মল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ
- বিজেপি নেতা সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ প্রৌঢ়ের, গোপাল সহ দুজনকে গ্রেপ্তার পুলিশের
- ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে বিজেপি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব তৃণমূল, ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ

এরপর দশের পাতায়

জাতীয় হ্যান্ডবলে উত্তরের ৩

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ নভেম্বর : ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের হ্যান্ডবলে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি ও খোয়াডাঙ্গার রাহুল কিসকু, রবি ঘোষ এবং বিকিরণ রায়। আগামী ২৫-২৯ নভেম্বর কর্ণাটকের তুমকুর জেলায় অনুষ্ঠিত হবে এই ন্যাশনাল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ।

রাহুল ও রবি কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। দুজনেই দক্ষিণ নারারথলির বাসিন্দা। অপরদিকে, বিকিরণ রায় খোয়ারডাঙ্গা জলনেশ্বরী হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। বিকিরণের বাড়ি থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে কামাখ্যাগুড়িতে এসে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হয়। অত্যন্ত আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছে রাহুল এবং রবিও। রাহুলের বাবা সমা কিসকু দিনমজুর, সংসার চালাতেই হিমসিম অবস্থা। ছেলের খেলাধুলোর প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। রবির বাবা নেই। মা আলপনা অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান। খেলার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে প্রতিদিনের যাতায়াত সবকিছুই চ্যালেঞ্জ এই দুজনের কাছে। তবু খেলার প্রতি ভালোবাসা তাদের থামিয়ে রাখতে পারেনি।

বিকিরণ রায়, রাহুল কিসকু এবং রবি ঘোষ। -সংবাদচিত্র

রাহুলের কথায়, 'পরিবারে আর্থিক কষ্ট থাকলেও মা-বাবা আমাকে সবসময় খেলাধুলোর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। দুই প্রশিক্ষকও আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছেন। তবে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের পথ আরও সহজ হত।' কার্যত একই কথা শোনা যায় রবির গলাতেও। সে বলে, 'সরঞ্জামের দাম এত বেশি যে অনেক সময় খেলা বন্ধ রাখতে হয়। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম।' রাহুল ও রবি কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে প্র্যাকটিস করে। তাদের প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ ও রূপম রায় ২০২০ সাল থেকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন।

বিকিরণের ক্ষেত্রেও ঘটনা খানিক একই। হ্যান্ডবলে তার প্রতিভা ও একাগ্রতা নজরে পড়ে কামাখ্যাগুড়ির প্রশিক্ষকদের। প্রায় এক বছর ধরে অনুশীলন করছে সে। বিকিরণের কথায়, 'কামাখ্যাগুড়ি সহ আশপাশের এলাকাগুলোতে খেলোয়াড়দের উপযুক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়ন খুব জরুরি।'

রবির বাবা জানান, সরকারি সহযোগিতা পেলে ছেলেটা খেলা চালিয়ে যেতে পারবে, নইলে একসময় হয়তো থেমে যেতে হবে। অন্যদিকে রবির মা জানান, একাই লড়াই করছি। যেটুকু পারি সমর্থন করি। সরকারি সহযোগিতা পেলে ওর খেলার স্বপ্নটা সত্যি হবে। বিকিরণের বাবা সুভাষ রায় বলেন, 'আলিপুরদুয়ার জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল তালুকদার বিকিরণকে সহায়তা করেছেন বলেই আজ ও জাতীয় স্তরে।' জেলার হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি অনিল তালুকদার বলেন, 'এই তিন কিশোরই আমাদের জেলার গর্ব। ওদের মধ্যে একাগ্রতা ও পরিশ্রম অনন্য। ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে এটাই প্রত্যাশা।'

> পরিবারে আর্থিক কষ্ট থাকলেও মা-বাবা আমাকে সবসময় খেলাধুলোর জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। দুই প্রশিক্ষকও আমাকে ভীষণভাবে সহায়তা করেছেন। তবে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের পথ আরও সহজ হত।
>
> **রাহুল কিসকু**

> সরঞ্জামের দাম এত বেশি যে অনেক সময় খেলা বন্ধ রাখতে হয়। সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম।
>
> **রবি ঘোষ**

রেলের পণ্য খালাস বাড়ল

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : পণ্যসামগ্রী খালি করার ক্ষেত্রে রেকর্ড বৃদ্ধি হল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে। ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৯২১টি রেক থেকে পণ্য নামিয়েছিল রেল। এ বছর অক্টোবর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটি ১,০৩৫টি। গত বছরের তুলনায় এ বছর পণ্যসামগ্রী খালির হার বৃদ্ধি ১২.৩৮ শতাংশ। পণ্য পরিবহণে দ্রুত পরিষেবা দিতে লোডিং ও আনলোডিং উন্নতি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

ভোটার ID কার্ড নং LZL 1405315, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 1995 0945062 আমার নাম ভুল থাকায় গত 20.11.25, J.M 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sankar Bal, Shankar Ball এবং Sankar Ch. Bal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Sankar Bal হিসেবে ঘোষণা করতে আমি এই হলফনামা পেশ করলাম। ক্যান্সার সেন্টারের নিকট, খাগড়াবাড়ী, পো : খাগড়াবাড়ী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/118902)

অ্যাফিডেভিট

আমি Gayatri Devi Gupta স্বামী Uma Shankar Prasad Gupta ঠিকানা বারোদিয়া হাতোয়ার উত্তর দিনাজপুর- 733209(প:ব:) গত 17-11-2025 তারিখে নোটারি পাবলিক শিলিগুড়ি দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে Gayatri Devi Gupta, Gayatri Debi Gupta এবং Gaytri Devi প্রত্যেকেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি যথা আমি।

●

আমার আসল নাম Lalita Agarwal গ্রাম- রতুয়া, পোস্ট- রতুয়া, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার এই নামে আধার কার্ড রয়েছে যার নাম্বার 540071338015 এবং পেন আইডি কার্ড নাম্বার BAQPA0316Q যাহা সঠিকভাবে রয়েছে। কিন্তু আমার ছেলে Dinanath Agarwalla এর পাসপোর্টে Lalita Agarwal এর পরিবর্তে Lalita Devi Agarwalla হয়ে গেছে। গত ইংরেজি 29/10/2025 তারিখে চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করিয়েছি। প্রকাশ থাকে যে Lalita Agarwal এবং Lalita Devi Agarwalla একই ব্যক্তি। (C/119385)

আমার আসল নাম Ritu Agarwal গ্রাম- রতুয়া, পোস্ট- রতুয়া, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার এই নামে আধার কার্ড রয়েছে যার নাম্বার 749297236431 এবং ভোটার আইডি কার্ড CHQ2862688 সঠিকভাবে রয়েছে। কিন্তু আমার স্বামী Dinanath Agarwalla এর পাসপোর্টে Ritu Agarwal এর পরিবর্তে Ritu Agarwalla হয়ে গেছে। গত ইংরেজি 29/10/2025 তারিখে চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট করিয়েছি। প্রকাশ থাকে যে Ritu Agarwal এবং Ritu Agarwalla একই ব্যক্তি। (C/119385)

কর্মখালি

Required Siliguri Bengali Male (X pass min.) For Office work. (Age 25-40). M - 8637372499. (C/119147)

বিক্রয়

Sale of Vehicle Tata LPT 1512-2022 - WB-73-G-2621. (C/119377)

অ্যাফিডেভিট

১১/১১/২০২৫ -এ জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি Bharti Sahu, থেকে Mahira Khatun নামে পরিচিত হলাম। আমি নিজ ইচ্ছায় Karim Ansari সাথে বিয়ে করিলাম। (C/119384)

●

আমি Bishwajit Das আমার পুত্রের জন্মশংসাপত্রে Biswajit Das থাকায় গত ইং 18/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Bishwajit Das ও Biswajit Das উভয় এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। ধূপগুড়ি, মধ্যপাড়া ওয়ার্ড নং - 5 জেলা - জলপাইগুড়ি। (A/B)

●

আমি Abul Kalam Azad. আমার আধার কার্ডে Abul Kalam Ajad এবং পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে Abul Hossain থাকায় গত ইংরাজী 14/10/25 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Abul Kalam Azad, Abul Kalam Ajad ও Abul Hossain এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। পূর্বডাঙ্গাপাড়া, পো: ঝাড় শালবাড়ী জেলা - জলপাইগুড়ি। (A/B)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৫/ওসিটি/০৬, তারিখ : ৩১-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী - ১

টেন্ডার নং.: সিই/সিওএন/কেজেজি/বিএলডি/২০২৫/০২ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৫/ওসিটি/০৬ -এর সংশোধনী নং - ১ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/মেঘালয় প্রজেক্ট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

E-NIeT No:- 19(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Dtd- 19/11/2025 & E-NIeT No:- 20(e)/CHAN-II/APAS/2025-26, Date-19/11/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours in the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/09/2025-26, Dt. 18/11/2025,

Last date and time for bid submission- 17/12/2025 at 18.00 Hrs. For more information please visit : www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

Quotation

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation: APAS Quotation no: 09/2025-26 Memo: 3810/M Date: 21/11/2025 Last date of bidding dated: 28/11/2025 at 3.00 P.M. Details which are available in the official notice board.

Chairman
Jalpaiguri Municipality

Government Of West Bengal
Department of Health & Family welfare
Malda Medical College & Hospital, Malda

NOTICE INVITING E-TENDER

Malda Medical College & Hospital inviting E-Tender Notice No- MSVP/E-NIT- 02/MLDMCH 25-26 Dated- 08/11/2025 purchase and installation equipment items at Malda Medical College & Hospital, Malda. www.wbhealth.gov.in/www.maldamedicalcollege.com/www.malda.gov.in Or Office of the Undersigned MSVP, Malda MCH

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
171	WBMAD/DHUPGURI/29/2025-26
	2025_MAD_946286_1
	2025_MAD_946286_2
208	WBMAD/DHUPGURI/30/2025-26
	2025_MAD_946575_1
	2025_MAD_946575_2
209	WBMAD/DHUPGURI/31/2025-26
	2025_MAD_947098_1
	2025_MAD_947098_2
210	WBMAD/DHUPGURI/32/2025-26
	2025_MAD_947124_1
	2025_MAD_947124_2
205	WBMAD/DHUPGURI/33/2025-26
	2025_MAD_947200_1
	2025_MAD_947200_2
206	WBMAD/DHUPGURI/34/2025-26
	2025_MAD_947228_1
207	WBMAD/DHUPGURI/35/2025-26
	2025_MAD_947240_1
	2025_MAD_947240_2
178	WBMAD/DHUPGURI/36/2025-26
	2025_MAD_947251_1
	2025_MAD_947251_2
179	WBMAD/DHUPGURI/37/2025-26
	2025_MAD_947255_1
	2025_MAD_947255_2
188	WBMAD/DHUPGURI/38/2025-26
	2025_MAD_947406_1
	2025_MAD_947406_2
189	WBMAD/DHUPGURI/39/2025-26
	2025_MAD_947473_1
	2025_MAD_947473_2
177	WBMAD/DHUPGURI/40/2025-26
	2025_MAD_947611_1
	2025_MAD_947611_2
	2025_MAD_947611_3
193	WBMAD/DHUPGURI/41/2025-26
	2025_MAD_948028_1
	2025_MAD_948028_2
194	WBMAD/DHUPGURI/42/2025-26
	2025_MAD_948222_1
	2025_MAD_948222_2
	2025_MAD_948222_3
195	WBMAD/DHUPGURI/43/2025-26
	2025_MAD_948510_1
	2025_MAD_948510_2
176	WBMAD/DHUPGURI/44/2025-26
	2025_MAD_948782_1
	2025_MAD_948782_2
	2025_MAD_948782_3
	2025_MAD_948782_4
183	WBMAD/DHUPGURI/45/2025-26
	2025_MAD_948792_1
	2025_MAD_948792_2
	2025_MAD_948792_3
184	WBMAD/DHUPGURI/46/2025-26
	2025_MAD_948801_1
	2025_MAD_948801_2
	2025_MAD_948801_3
	2025_MAD_948801_4
173	WBMAD/DHUPGURI/47/2025-26
	2025_MAD_948819_1
	2025_MAD_948819_2
	2025_MAD_948819_3
	2025_MAD_948819_4
	2025_MAD_948819_5
	2025_MAD_948819_6
174	WBMAD/DHUPGURI/48/2025-26
	2025_MAD_948913_1
	2025_MAD_948913_2
	2025_MAD_948913_3
	2025_MAD_948913_4
	2025_MAD_948913_5
	2025_MAD_948913_6
	2025_MAD_948913_7
187	WBMAD/DHUPGURI/49/2025-26
	2025_MAD_949017_1
	2025_MAD_949017_2
	2025_MAD_949017_3
	2025_MAD_949017_4
	2025_MAD_949017_5
	2025_MAD_949017_6
	2025_MAD_949017_7
	2025_MAD_949017_8

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
172	WBMAD/DHUPGURI/50/2025-26
	2025_MAD_950219_1
	2025_MAD_950219_2
	2025_MAD_950219_3
	2025_MAD_950219_4
	2025_MAD_950219_5
	2025_MAD_950219_6
	2025_MAD_950219_7
	2025_MAD_950219_8
198	WBMAD/DHUPGURI/51/2025-26
	2025_MAD_950858_1
203	WBMAD/DHUPGURI/52/2025-26
	2025_MAD_950869_1
	2025_MAD_950869_2
204	WBMAD/DHUPGURI/53/2025-26
	2025_MAD_950917_1
	2025_MAD_950917_2
199	WBMAD/DHUPGURI/54/2025-26
	2025_MAD_950976_1
	2025_MAD_950976_2
	2025_MAD_950976_3
200	WBMAD/DHUPGURI/55/2025-26
	2025_MAD_951068_1
	2025_MAD_951068_2
	2025_MAD_951068_3
201	WBMAD/DHUPGURI/56/2025-26
	2025_MAD_951096_1
	2025_MAD_951096_2
202	WBMAD/DHUPGURI/57/2025-26
	2025_MAD_951098_1
	2025_MAD_951098_2
	2025_MAD_951098_3
180	WBMAD/DHUPGURI/58/2025-26
	2025_MAD_951278_1
181	WBMAD/DHUPGURI/59/2025-26
	2025_MAD_951307_1
	2025_MAD_951307_2
182	WBMAD/DHUPGURI/60/2025-26
	2025_MAD_951433_1
	2025_MAD_951433_2
190	WBMAD/DHUPGURI/61/2025-26
	2025_MAD_952487_1
	2025_MAD_952487_2
	2025_MAD_952487_3
	2025_MAD_952487_4
	2025_MAD_952487_5
	2025_MAD_952487_6
	2025_MAD_952487_7
	2025_MAD_952487_8
175	WBMAD/DHUPGURI/62/2025-26
	2025_MAD_952884_1
	2025_MAD_952884_2
	2025_MAD_952884_3
	2025_MAD_952884_4
185	WBMAD/DHUPGURI/63/2025-26
	2025_MAD_953452_1
	2025_MAD_953452_2
	2025_MAD_953452_3
	2025_MAD_953452_4
	2025_MAD_953452_5
186	WBMAD/DHUPGURI/64/2025-26
	2025_MAD_953638_1
	2025_MAD_953638_2
191	WBMAD/DHUPGURI/65/2025-26
	2025_MAD_954385_1
	2025_MAD_954385_2
	2025_MAD_954385_3
192	WBMAD/DHUPGURI/66/2025-26
	2025_MAD_954457_1
	2025_MAD_954457_2
196	WBMAD/DHUPGURI/67/2025-26
	2025_MAD_954846_1
	2025_MAD_954846_2
197	WBMAD/DHUPGURI/68/2025-26
	2025_MAD_954898_1
	2025_MAD_954898_2
	2025_MAD_954898_3
	2025_MAD_954898_4
	2025_MAD_954898_5
	2025_MAD_954898_6

Sd/-
Executive Officer

সাতদিনের মেলা চাঁদগঞ্জে

কুমারগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর পঞ্চায়েতের চাঁদগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী সাড়ে চোদ্দো হাত কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে সাতদিনব্যাপী মেলা। বুধবার রাতে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়, যেখানে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পুজো পর্ব শেষ হতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত মেলা।

এলাকাজুড়ে উৎসবের আমেজ, চারদিকে আলো, রঙিন প্যান্ডেল আর লোকসমাগমে জমে উঠেছে পরিবেশ। মেলায় নানা ধরনের দোকানপাট বসেছে—খাদ্যদ্রব্য, পোশাক, খেলনা থেকে শুরু করে স্থানীয় হস্তশিল্পের স্টলও নজর কেড়েছে দর্শনার্থীদের। বিনোদনের জন্য রয়েছে নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স সহ একাধিক রাইড, যেখানে ছোট-বড় সবাই ভিড় জমাচ্ছে।

চাঁদগঞ্জের এই মেলা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সামাজিক মিলনমেলা হিসেবেও পরিচিত। আগামী ছয়দিন ধরে ওই উৎসব চলবে, যার প্রত্যাশায় মুখিয়ে আছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও আশপাশের গ্রামের মানুষজন।

রঙ্গিয়া মণ্ডলে এইচভিএস নিযুক্তির জন্যে অধিসূচনা

সংখ্যা. এইচ/১৮/আরএনওয়াই/৩৩ (এইচভিএস) তারিখ: ১৭-১১-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলের মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক অনারেরি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদের জন্যে মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয় (ডিআরএইচ), নিউ বঙ্গাইগাঁওএ ৪ (চার) এইচভিএস, (০১ জন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন নেত্র রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন), রেলওয়ে চিকিৎসালয়, রঙ্গিয়াতে ১ (একজন) এইচভিএস, (০১ জন চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন) উপ-মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয় (এসডিআরএইচ), রঙ্গাপারা নর্থে ২ (দুজন) এইচভিএস (০১ জন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, ০১ জন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ) এর প্রত্যেকের জন্যে আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হল:

১। **শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা:**

ক) বিশেষজ্ঞের জন্যে- স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকা প্রার্থী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৃত্তিতে ন্যূনতম ৩ (তিন) বৎসরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২। **বয়েসের সীমা:** প্রথমবার নিযুক্তির সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বয়স ৩০ বৎসর থেকে ৬৪ বৎসর ভেতরে। নিযুক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়েসের সীমা ৬৫ বৎসর।

৩। **বর্তমান প্রদেয় সম্মানীর হার:**

ক্রমিক সং.	কর্মের সময়-সীমা	চিকিৎসালয় যেখানে প্রয়োজন হবে	সম্মানীর পরিমাণ	আবশ্যক বিশেষজ্ঞ
১	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	ডিআরএইচ / নিউ বঙ্গাইগাঁও	৬১,০০০.০০ টাকা (প্রতি মাস) (রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি/ই তারিখ ২২-১০-২০২৫ অনুসারে সংশোধিত)	০১ - শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - নেত্র রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন)
২	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	এসডিএইচ / রঙ্গাপারা নর্থ		০১ - শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ০১ - স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ
৩	৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা	রেলওয়ে চিকিৎসালয়/ রঙ্গিয়া		০১ - চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নেল মেডিসিন)

৪। **কার্যকালের সময়সীমা:** প্রতিবার প্রস্তাব কেবলমাত্র এক বছরের জন্য দেওয়া হবে। এক বছর পূর্ণ হলে বয়সসীমার উপরে ভিত্তি করে প্রতি বছর নবায়ন করা যেতে পারে।।

৫। বিস্তৃত শর্তাবলি রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি তারিখ ১৯-০৬-২০১৮ অনুযায়ী মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষকের কার্যালয়, রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কামরূপ (গ্রা.)-৭৮১৩৫৪ (অসম) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। বিস্তৃত প্রপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সরকারী ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in উপলব্ধ আছে।

৬। নির্বাচিত চিকিৎসকগণের সাথে উপযুক্ত প্রাধিকারী থেকে অনুমোদনের পরে যথা সময়ে যোগাযোগ করা হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট বিন্যাসে ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ এবং এমবিবিএস প্রমাণপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রমাণপত্র, পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রির প্রমাণপত্র (যেখানে প্রযোজ্য হবে), পঞ্জীয়ন প্রমাণপত্র, অতিরিক্ত শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যায়িত প্রতিলিপি, ই-মেইল আইডি এবং ফোন নম্বর আবেদন পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

৮। পত্রালাপের ঠিকানা: মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কামরূপ (গ্রা)-৭৮১৩৫৪ (অসম)।

৯। **আবেদন পত্র প্রাপ্ত করার অন্তিম তারিখ:** ১৬-১২-২০২৫ তারিখের ০১.০০ ঘণ্টায়।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_ডিএস_টিআরডি _৫০_২৫-২৬ তারিখ: ২০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে কাজের নাম: সূচী এ র সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ- "মুকুরিয়া-আজমনগর রোড স্টেশনের মধ্যে ১৫৩/৬-৭ কিলোমিটারস্থিত এলসি নং. এলসি-৬৩ র পরিবর্তে আরওবি নির্মাণ," সূচী বি- "টেল্টা-সুধানি খণ্ডের মধ্যে ১২৪/২-৩ কিলোমিটারে স্থিত এলসি নং. এসকে-৩৫১ এর পরিবর্তে আরওবির নির্মাণ"। টেন্ডার রাশি: ১,৩৮,১৫,৬০০.৫৪/- টাকা। বায়না রাশি: ২,১৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৫-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LEGAL NOTICE

This is for information of all that my client Sri Nitash Chandra Roy S/o Late Hiralal Roy and Smt. Krishna Das Roy wife of Sri Nitash Chandra Roy, resident of Durgadas Banerjee Road, Ward No. 39 of S.M.C, P.O. Haiderpara, P.S- Bhakti Nagar Dist- Jalpaiguri are going to purchase the below scheduled vacant Land from (1) Sri Prasanta Roy, (2) Sri Siddharta Roy, (3) Sushanta Roy all are Son of Late Jiban Kumar Roy and (4) Smt. Pratibha Roy, daughter of Late Jiban Kumar Roy of Meghlal Roy Road, P.O. Haider Para, P.S. Bhaktinagar, Dist - Jalpaiguri. If any person or institution is having any claim/objection in this respect should contact the undersigned within 15 fifteen days with relevant documents from the date of publication of this notice and thereafter no claim/objection shall be entertained any way in future.

SCHEDULE

All that piece or percel of land measuring 2 katha 11 Chattak 29 Sq.ft. recorded in R.S. Khatian No- 745/3, corresponding to L.R. Khatian No. 1036, 1038 & 1161, comprised in R.S. Plot No- 315 Corresponding to L.R. Plot No- 523 & 524, Sheet No- R.S. 12 L.R. 62, Mouza- Dabgram, Pargana- Baikunthapur, within Siliguri Municipal Corporation Ward No- 40, P.O. Haider Para, Dist. Jalpaiguri.

Pradip Kumar Saha
Advocate, Siliguri.
E. No- WB/1988-A/1995
Mobile No.- 9832063132

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের মালদা টাউন (এমএলডিটি), অভয়পুর (এএইচএ), সুজনীপাড়া (এসপিএলই), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি) এবং রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পার্কিং-১৪-২০২৫। নিলাম শুরু ঃ ০৫.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। ক্র. নং.; লট নং. এবং স্টেশনের নাম নিম্নরূপ। (১) পার্কিং-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমএক্স-৭৫-২৫-১ এবং মালদা টাউন। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এএইচএ -এমএক্স-৪৭-২৫-১ এবং অভয়পুর। (৩) পার্কিং -এমএলডিটি-এসপিএলই -এমএক্স-৫৩-২৩-১ এবং সুজনীপাড়া। (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এসভিআরপি -এমএক্স-৩২-২৫-১ এবং শিবনারায়ণপুর। (৫) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-এমএক্স-৭০-২৫-৪ এবং রাজমহল। (৬) পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিভি-৭৪-২৫-১ এবং রাজমহল। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-239/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

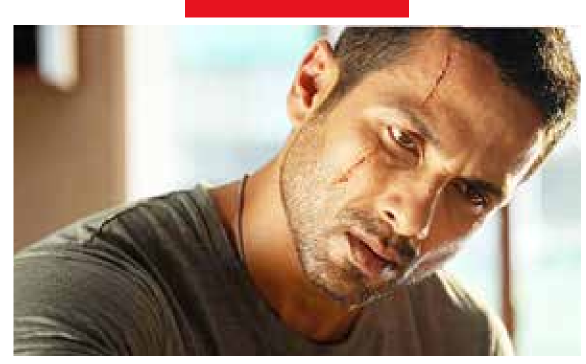

দেবা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৯.০০ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ হিম্মত (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩০ দেবী, সন্ধে ৭.৪৫ বাংলার বধূ, রাত ১১.০০ জিও পাগলা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রতিকার, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৩০ গল্প হলেও সত্যি, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.১৫ খিলাড়ি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুখ দুঃখের সংসার, দুপুর ১২.০০ রূপবান, ২.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, বিকেল ৫.০০ টক্কর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ হাসি খুশি ক্লাব, সন্ধে ৭.৩০ পরদেশীবাবু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্দিনী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৫ মক্ষী, দুপুর ১.২৩ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৪ কল্কি ২৮৯৮ এডি, সন্ধে ৭.৩০ অরনমনাই ফোর, রাত ১০.১৫ অন্তিম দ্য ফাইনাল ট্রুথ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ বম বম বোলে, বিকেল ৩.৫০ গুলাম-ই-মোস্তাফা, সন্ধে ৬.৫০ ইশক, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০০ সেলফি, দুপুর ১.৩০ মেরি কম, বিকেল ৩.৩০ জলি এলএলবি, ৫.৪৫ মিশন মঙ্গল, সন্ধে ৭.৫৯ অন্ধাধুন, রাত ১০.১৫ মস্তি

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০০ বিজনেসম্যান-টু, দুপুর ১.৩১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, বিকেল ৪.২০ কুলি, সন্ধে ৭.৩০ জঙ্গ, রাত ১০.০৯ গুনাহ ৩৬৯

মেরি কম দুপুর ১.৩০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

হিরোগিরি দুপুর ১.৩০
জলসা মুভিজ

ল্যান্ড অফ দ্য আইবেরিয়ান লিঙ্কস সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। বৃষ : বহুদিনের পড়ে থাকা কোনও সম্পদ নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে তর্কাতর্কি হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। মিথুন : শারীরিক কোনও সমস্যা নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। ব্যবসায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্কট : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে ভাটা পড়বে। কর্মক্ষেত্রে গুপ্তশত্রু থেকে সাবধান। সিংহ : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাইরের খাবার খেয়ে পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা। তুলা : সংসারে কোনও কোনও ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। বৃশ্চিক : পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। ধনু : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব ভালো। জমি কেনাবেচায় বিপুল টাকা লাভ করতে পারবেন। কুম্ভ : অত্যন্ত কোনও খবর পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মীন : পরিবারে কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসার খরচ বাড়বে। নাক, কান, গলার সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ৫ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ বদি, ৩০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।০, অঃ ৪।৪৮। শনিবার, দ্বিতীয়া দিবা ৩।১১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৩।৫৬। সুকর্ম্মাযোগ দিবা ১১।৩৮। কৌলবকরণ দিবা ৩।১১ গতে তৈতিলকরণ শেষরাত্রি ৪।৩ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৩।৫৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।১১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ৩।১১ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২১ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।২১ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, দিবা ১১।৩৫ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ৩।১১ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট। সৎসঙ্গের শ্রীশ্রীবড়দার শুভ আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৪৮ মধ্যে ও রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয়
ভারত সরকার
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
GOVERNMENT OF INDIA

দেশের কর্মশক্তির জন্য এক নতুন যুগ

"কর্মশক্তির জন্য দেশ গর্বিত। সত্যমেব জয়তে!"
প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদি

চার শ্রম আইন কার্যকর হল

- মজুরি বিষয়ক আইন, ২০১৯
- সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক আইন, ২০২০
- শিল্প সংক্রান্ত আইন, ২০২০
- পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ আইন, ২০২০

মোদি সরকারের গ্যারান্টি

- সকলের জন্য ন্যূনতম এবং সময়মতো মজুরি
- নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- সব মহিলার জন্য সমান সুযোগ ও সমান বেতন
- ৪০ কোটি শ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা
- ১ বছর চাকরি করার পর নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্মচারীদের জন্য গ্র্যাচুইটি
- শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা
- বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ১০০% স্বাস্থ্য সুরক্ষা

CBC 23101/13/0002/2526

আত্মনির্ভর ভারতের জন্য শ্রম সংস্কার

কিউআর স্ক্যান করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন

বিচারকের মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার আদালতের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) মেঘ দোর্জি মোকতানের (৬৫) শুক্রবার ভোররাতে দিল্লিতে মৃত্যু হয়। আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন ও পুলিশ কোর্ট সূত্রে খবর, দিল্লিতে প্রায় দেড় মাস আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বিচারক। তারপরে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। দিল্লিতে তাঁর দাহকাজ সম্পন্ন করা হয়। বাড়িতে তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী রয়েছেন। তাঁর স্ত্রীও বিচারকের দায়িত্বে রয়েছেন। সহজ-সরল ও সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের জন্য সুনাম ছিল বিচারকের।

তৃণমূলের সভা

পলাশবাড়ি, ২১ নভেম্বর : ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কিষান ও খেতমজদুর কংগ্রেসের বুথ চলো কর্মসূচি চলছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় পলাশবাড়িতে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক সভা করে তৃণমূল। সেখানে কৃষক সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, তৃণমূলের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি অঞ্চল চেয়ারম্যান নিত্যানন্দ দাস, অঞ্চল সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় কর্মসূচি প্রতিটি বুথে কীভাবে করা সম্ভব, সেসব নিয়েই এদিনের সভায় আলোচনা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত

সোনাপুর, ২১ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক তরুণের। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়িতে। সেই তরুণের বাড়িও ওই গ্রামেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত ওই তরুণের নাম প্রকাশ রায় (৩১)। প্রকাশ রাতে ঘরঘরিয়া থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনার মুখে পড়েন। তাঁকে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্ত হয় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে।

আলোচনা সভা

বারবিশা, ২১ নভেম্বর : বাংলা সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, একাল-সেকাল নিয়ে শুক্রবার বিশেষ বক্তৃতার আসর বসেছিল কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি শহিদ ক্ষুদিরাম মহাবিদ্যালয়ে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণবকুমার ভট্টাচার্য। কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্মৃতিকান্ত বর্মন বলেন, 'বাংলা সাহিত্য পাঠের একাল-সেকাল শীর্ষক বক্তৃতা শুনে পড়ুয়ারা ভীষণ উপকৃত হয়েছে। সাহিত্যচর্চার প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পারাপার।। আলিপুরদুয়ারে রাজাভাতখাওয়ার শিকারিগেটে ছবিটি তুলেছেন অনুপম চৌধুরী।

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির চা বলয়ে

সমীর দাস

হাসিমারা, ২১ নভেম্বর : গ্রামীণ হাসপাতাল বা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনেকটা দূরে। তাই অনেক প্রান্তিক এলাকার চা বাগান ও বনবস্তির মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে সমস্যায় পড়েন। এবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে প্রান্তিক এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির।

শুক্রবার শিবিরের প্রথম দিনে কালচিনি বিধানসভার সুভাষিণী চা বাগানের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ওই ভ্রাম্যমাণ গাড়ি পৌঁছায়। বাগানের শ্রমিকরা শিবিরে এসে চিকিৎসা করান। কালচিনি বিধানসভা ক্ষেত্র ছাড়াও কুমারগ্রাম ও মাদারিহাট বিধানসভা এলাকাতেও এই শিবির চালু করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এনিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় যতদূর গাড়িটি যেতে পারবে সেসব জায়গায় গিয়ে মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। শিবিরে মূলত স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা পরিষেবা দেবেন।'

এছাড়া তিনি জানান, হাসপাতালে গিয়ে যে ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবিরে পাওয়া যাবে। রক্তের রুটিন পরীক্ষা, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবস্থা থাকবে। তবে ইউএসজি পরিষেবা সব দিন পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে কালচিনি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মণ্ডল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই পরিষেবা চালু করা হল। রোগ নির্ণয় ছাড়াও শিবির থেকে রোগীরা প্রয়োজনীয় ওষুধ, চশমা সহ সবকিছুই বিনামূল্যে পাবেন। ভ্রাম্যমাণ গাড়িটিতে একজন চিকিৎসক ছাড়াও নার্স, ল্যাব টেকনিসিয়ানও থাকবেন। এই পরিষেবা এখন থেকে নিয়মিত চলবে।' এদিকে, সুভাষিণী চা বাগান তেমন প্রত্যন্ত না হলেও কিছুদিন আগে বাগানের নদী লাইনের শ্রমিকরা বানভাসি হয়েছিলেন। সেজন্য ওই বাগান থেকেই নতুন পরিষেবা চালু করা হল বলে মনে করা হচ্ছে।

কী কী পরিষেবা

- অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা
- রক্তের রুটিন পরীক্ষা, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা
- রোগ নির্ণয় ছাড়াও বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ, চশমা
- একজন চিকিৎসক ছাড়াও থাকবেন নার্স, ল্যাব টেকনিসিয়ান

কালচিনি ব্লকে এমন বহু চা বাগান ও বনবস্তি রয়েছে যেখান থেকে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের দূরত্ব অনেক। ফলে প্রত্যন্ত এলাকার রোগীরা সমস্যায় পড়েন। আবার গ্রামীণ হাসপাতাল হওয়ায় সব পরিষেবা সেখানে পাওয়াও যায় না। তখন জেলা হাসপাতালে ছুটতে হয়। এতে মানুষের প্রচুর অর্থও খরচ হয়। নতুন এই পরিষেবায় এক ছাতার তলায় চিকিৎসা পাবেন মানুষ। এদিন সুভাষিণী চা বাগানের শ্রমিক নীলিমা কুজুর শিবিরে তাঁর কানের সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন।

আরেক শ্রমিক কিশোরী কেরকেট্টা বললেন, 'কয়েকদিন ধরে জ্বর-সর্দি-কাশিতে ভুগছিলাম। এদিন বাগানেই রক্ত পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে গেলাম।' অনেকে আবার চোখ পরীক্ষা করে বিনামূল্যে চশমা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এমন পরিষবায় শ্রমিকরা উপকৃত হবেন বলে জানান বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস। এদিন জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ছাড়াও শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব।

ডুবে মৃত্যু কিশোরের

কালকূটে নামাই কাল হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : পরীক্ষার পর নদীতে স্নান করতে নেমেছিল বন্ধু এবং যমজ ভাইয়ের সঙ্গে। সেটাই কাল হল। ডুবে মৃত্যু হল দশম শ্রেণির পড়ুয়ার। মৃতের নাম গৌরব পাসোয়ান। বাড়ি ভোলারডাবরি নবীন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়।

এদিন কী ঘটেছিল? দশম শ্রেণির টেস্ট চলছে সব স্কুলেই। গৌরবেরও শুক্রবার পরীক্ষা ছিল। সে আলিপুরদুয়ার দমনপুর নর্থ পয়েন্ট এলাকায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ পরীক্ষা শেষ হয়। তারপর সকলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। ইতিহাস পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার আগে সহপাঠী এবং যমজ ভাই সৌরভের সঙ্গে কালকূট নদীতে স্নান করতে যায় গৌরব। কিশোরের সঙ্গে বাকিরাও নদীতে নেমেছিল। কিন্তু সৌরভ এবং বাকিরা এগিয়ে গেলেও গৌরবকে দেখা যাচ্ছিল না। বন্ধু জলে তলিয়ে যেতে পারে, এই ভেবে স্থানীয়দের ডেকে আনে বাকিরা।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় গৌরবের খোঁজ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য জল থেকে গৌরবকে উদ্ধারও করা হয়। সকলে মিলে পেট থেকে জল বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ মিলছিল না। গুরুতর পরিস্থিতি দেখে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা গৌরবের মৃত্যুর খবর দিতেই হতভম্ব হয়ে পড়ে সৌরভ এবং বন্ধুরা। গৌরবদের বাবা, মা এবং পরিজনদের খবর দেওয়া হয়। মৃত কিশোরের বাবা দেবানন্দ পাসোয়ান কালচিনি ব্লকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মা সবিতা পাসোয়ান গৃহবধূ।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতের পরিবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

এক ছেলের অসুস্থতার খবর শুনে দুজনেই হাসপাতালে ছুটে আসেন। জরুরি বিভাগের পাশে স্ট্রেচারে গৌরবকে দেখে তাঁরা অসুস্থ বলে মনে করেন। সেসময় আরেক ছেলে সৌরভের মুখে গৌরবের মৃত্যুর খবর শুনেও বিশ্বাস করেননি। চিকিৎসকদের পুনরায় পরীক্ষা করার আর্জি জানান।

সৌরভ বলল, 'পরীক্ষার পর সবাই মিলে নদীতে নেমেছিলাম। নদীতে খুব বেশি জল ছিল না। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি, ভাই নেই। বিপদ একটা হয়েছে বুঝতে পেরে খোঁজ শুরু করি। ভাইকে পেয়েওছিলাম, কিন্তু শেষরক্ষা হল না।' স্কুলের পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর শুনে বিদ্যালয়ের তরফেও হাসপাতালে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল সতীশচন্দ্র ঝা বলেন, 'সাড়ে এগারোটা নাগাদ পরীক্ষা শেষে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যায়। একজন ছাত্রের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরে বিদ্যালয়ের সিসিটিভি দেখা হয়। তিনজন শিক্ষক হাসপাতালে গিয়েছিলেন ওই পড়ুয়াকে দেখতে।'

বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির ওসি সোনা লামা।

মর্মান্তিক

- ইতিহাস পরীক্ষা শেষে কালকূট নদীতে নেমেছিল গৌরব, তার যমজ ভাই এবং বন্ধুরা
- বাকিরা এগিয়ে গেলেও গৌরবকে পেছনে দেখতে পায়নি কেউ
- স্থানীয়দের ডেকে এনে গৌরবকে জল থেকে তুলে আনলেও তার জ্ঞান ছিল না
- পরে হাসপাতালে চিকিৎসকরা কিশোরকে মৃত বলে ঘোষণা করেন

রবীন্দ্রনগরে ফের চিতাবাঘের আতঙ্ক

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২১ নভেম্বর : শীত পড়তে না পড়তেই হ্যামিল্টনগঞ্জের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দাদের চিতাবাঘের আতঙ্ক গ্রাস করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কয়েকদিন ধরে এলাকা সংলগ্ন ডিমা চা বাগানের ফেন্সিং টপকে চিতাবাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। ইতিমধ্যে তিন-চারটি চিতাবাঘকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তৈরি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ।

আতঙ্ক এতটাই যে কয়েকদিন ধরে গৃহপালিত গোরু, ছাগল রাতে ঘরের ভেতরে রাখতে হচ্ছে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস বলেন, 'ডিমা চা বাগান নিমাতি রেঞ্জের অধীনে পড়ে। ডিমা বাগান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জে খাঁচা বসানোর আবেদন জানালে চা বাগানে খাঁচা বসানো হতে পারে। তবে লোকালয়ে খাঁচা বসালে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেজন্য বন দপ্তরের লোকালয়ে খাঁচা বসানোর পরিকল্পনা নেই। তবে বনকর্মীরা নিয়মিত এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছেন।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় হরিশ সরকারের দোকানের পেছনে একটি চিতাবাঘ ঘাপটি মেরে বসেছিল। হরিশের কথায়, 'চিতাবাঘের ভয়ে সন্ধ্যার পর খুব প্রয়োজন না হলে বাড়ি থেকে কেউ বের হচ্ছে না। দিনেরবেলাতে অভিভাবকরা বাচ্চাদের একা রাস্তায় বের হতে দিচ্ছে না।'

তাঁর সংযোজন, 'রবীন্দ্রনগর মোড়ে একটি হাইমাস্ট বাতি বসানো রয়েছে। তবে সেটি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও বাতি মেরামত করা হয়নি। এর ফলে সন্ধ্যার পর এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।' এমন পরিস্থিতিতে বাসিন্দারা এলাকায় খাঁচা পাতা ও নিয়মিত বনকর্মীদের টহলদারির দাবি তুলেছেন।

দু'মাস আগেও এলাকায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। একটি চিতাবাঘ স্থানীয় টিনা কিরণের ছাগলের ওপর হামলা চালানোয় সেটি জখম হয়। দু'মাস বাদে ফের এলাকায় আতঙ্ক।

বন্ধ রামঝোরা চা বাগানের ফ্যাক্টরি।

জেলা শাসকের অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি শ্রমিকদের

বীরপাড়া, ২১ নভেম্বর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বন্ধ রামঝোরা চা বাগান খুলতে শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্সকন্যায় অষ্টম বৈঠক ডেকেছিল শ্রম দপ্তর। তবে মালিকপক্ষ অনুপস্থিত থাকায় বৈঠক ভেস্তে যায়। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিক সংগঠনগুলি। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস বলেন, '৫ ডিসেম্বর ফের বৈঠক ডাকা হয়েছে।' এদিকে, ৫ ডিসেম্বর মালিকপক্ষ বৈঠকে গরহাজির থাকলে জেলা শাসকের অফিস ঘেরাওয়ের হুমকি দিয়েছে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিটিডব্লিউইউ।

বিটিডব্লিউইউয়ের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, 'একেবারে শেষমুহূর্তে বৈঠকে অনুপস্থিতির কথা জানায় মালিকপক্ষ। বারবার বৈঠকে অনুপস্থিতি বরদাস্ত করা যায় না। ৫ ডিসেম্বর ডাকা বৈঠকে মালিকপক্ষ গরহাজির থাকলে শ্রমিকদের নিয়ে জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করা হবে। প্রয়োজনে ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নিতে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নকেও আহ্বান জানানো হবে।'

বোনাস নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর রামঝোরা ছাড়ে মালিকপক্ষ। ৬ নভেম্বর সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ জারি করা হয়। ওই বছরের ৯ নভেম্বর শ্রম দপ্তর রামঝোরা নিয়ে প্রথম ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে। ৩০ নভেম্বর দ্বিতীয় বৈঠক ডাকা হয়। তবে মালিকপক্ষ গরহাজির থাকায় দুটি বৈঠকই ভেস্তে যায়। তারপর থেকে এদিনের বৈঠক সহ মোট ছয়টি বৈঠক ডাকা হয়েছে। মোট আটবার বৈঠক ডাকার পরেও খুলল না রামঝোরা। এর জন্য বেশিরভাগ বৈঠকে মালিকপক্ষের অনুপস্থিতিকেই দুষেছে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব।

খাতায়-কলমে মোট ১১০৩ জন শ্রমিক ও কর্মচারী থাকার কথা থাকলেও বাগানটি বন্ধ থাকার সময় কর্মরত ছিলেন প্রায় ৭৫০ জন। বাগান বন্ধ থাকায় দু'বছর ধরে আর্থিক অনটনে ভুগছেন কর্মহারা শ্রমিক ও কর্মচারীরা। শুক্রবার বন্ধ চা বাগান ফের খোলার আশা নিয়ে আলিপুরদুয়ারে বৈঠক করতে গিয়েছিলেন একাধিক শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাঁদের হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে।

এখনও বন্ধ রামঝোরা বাগান

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে রামঝোরা বাগানে এসওপি কার্যকর করার জন্য শ্রম দপ্তরের ওপর চাপ বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। সংগঠনের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলেন, 'রামঝোরা বাগান খোলার জন্য ডাকা ৮টি বৈঠকের বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে মালিকপক্ষের অনুপস্থিতির জন্য। ৫ ডিসেম্বর মালিকপক্ষ বৈঠকে যোগ না দিলে ওই বাগানে এসওপি কার্যকর করতে শ্রম দপ্তরের ওপর চাপ বাড়ানো হবে।'

সবজিবোঝাই টোটো দুর্ঘটনার কবলে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২১ নভেম্বর : জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় ফালাকাটা থেকে শিশাগোড় পর্যন্ত আট কিমি রাস্তায় থমকে রয়েছে মহাসড়কের কাজ। ফলে রাস্তার অবস্থা দিন-দিন আরও বেহাল হয়ে পড়ছে। এদিকে, এই রাস্তা দিয়েই আশপাশের এলাকার চাষিরা সকাল এবং বিকেল টোটোয় করে সবজি নিয়ে ফালাকাটা কৃষক বাজারে যান। শুক্রবার এরকমই দুটি সবজিবোঝাই টোটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। একইদিনে পরপর ঘটনাগুলো ঘটায় সবজিচাষিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

এদিন প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে বিকেল তিনটায় কৃষক বাজার মোড়ে। গর্তে পড়ে গিয়ে ফুলকপিবোঝাই একটি টোটোর টায়ার ফেটে যায়। মুকুলডাঙ্গা গ্রামের চাষি নজরুল আলির কথায়, 'অল্পের জন্য কপির বস্তার কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বেহাল রাস্তা দ্রুত ঠিক করা না হলে কৃষক বাজারে যাতায়াত করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।'

এই ঘটনার আধ ঘণ্টা পর বালুরঘাটে একটি টোটো খারাপ

টোটো থেকে বেগুন নামিয়ে অন্য গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

> অল্পের জন্য কপির বস্তার কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু বেহাল রাস্তা দ্রুত ঠিক করা না হলে কৃষক বাজারে যাতায়াত করাই মুশকিল হয়ে পড়বে।
>
> **নজরুল আলি**
> *চাষি*

হয়ে যায়। টোটোটিতে বেগুন নিয়ে যাচ্ছিলেন পুঁটিমারির এরশাদ আলি। পরে তাঁকে অন্য ছোট গাড়ি ভাড়া করে বাজারে যেতে হয়। এরশাদ বললেন, 'দু'বস্তা বেগুন রাস্তায় পড়ে যায়। রাস্তার গর্তের জন্যই ক্ষতিটা হল।'

এখন বাজারে সবজির দাম ভালো। কিন্তু রাস্তার এমন পরিস্থিতিতে পরিবহণ খরচ বেশি লাগছে চাষিদের। ফলে লাভ তেমন হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। অনেক সময় টোটো থেকে ভাঙা রাস্তায় সবজি পড়ে নষ্টও হচ্ছে। টোটোচালক নৃপেন বর্মন এরশাদের বেগুন নিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে টোটোর যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যায়। তাঁর আক্ষেপ, 'খারাপ রাস্তার জন্য গাড়ির যন্ত্রাংশ নষ্ট হল। পরে ভাড়াও নিয়ে যেতে পারিনি। মাঝেমধ্যেই এরকম ক্ষতি পোহাতে হচ্ছে।' যদিও মহাসড়কের সাইট ইনচার্জ বিজয় গুপ্ত জানালেন, দুর্গাপুজোর আগে ওইসব এলাকায় রাস্তা সংস্কার করা হয়েছিল। এখন ফের গর্তগুলি বুজিয়ে ফেলা হবে। আর জমি অধিগ্রহণের জট কাটলে মূল রাস্তার কাজও শুরু হবে।

বালি তোলা নিয়ে তৃণমূলে কোন্দল

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ২১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া এলাকায় আবার বাড়ছে কোন্দল। আবার কেন্দ্রবিন্দুতে সেই শিলতোর্ষা নদী। নদী থেকে মাটি তোলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়েছে কোন্দল। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে মদত করেছে বিজেপিও। চারদিন ধরে সেখানে বন্ধ রয়েছে বালি তোলা।

মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থা স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদারদের দিয়ে নদী থেকে মাটি তুলে আনার কাজ করাচ্ছেন। এই স্থানীয় ঠিকাদারদের বেশিরভাগই তৃণমূল নেতা এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র অনুগামী। অন্যদিকে রয়েছে মনোরঞ্জন দে'র বিরোধী গোষ্ঠী। রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে বাধা দেওয়ায় নদীর পাশেই আটকে রয়েছে ডাম্পার এবং মাটি তোলার আর্থমুভার। বৃহস্পতিবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এ নিয়ে আলোচনাও হয়। তবে কোনও সুরাহা বের হয়নি।

মহাসড়কের কাজের মাটি উত্তোলন বন্ধ

শিলতোর্ষা নদীর এই অংশে মাটি তোলা নিয়ে শুরু হয়েছে সমস্যা।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অভিযোগ, চিলাপাতা জঙ্গল লাগোয়া বন দপ্তরের জমি থেকে মাটি কাটা হচ্ছে বাঁধ দিয়ে। একদিকে যেমন মাটি মহাসড়কের জন্য নেওয়া হচ্ছে। তেমনই বালিবজরি তুলে অন্য জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। কয়েক জায়গায় সেগুলো জমিয়ে রাখা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এদিন স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'এই নদী থেকে বালি, বজরি অবৈধভাবে তুলে বিক্রি করে মুনাফা তোলা হচ্ছে। কয়েকজনকে সেই টাকার কিছু ভাগও দেওয়া হচ্ছে। এতে যে নদী, রাস্তার ক্ষতি হচ্ছে, সেটা কেউ দেখছে না।' তাঁর সংযোজন, 'এদিকে নদী থেকে অন্য কেউ বালি-পাথর তুলতে গেলে ২০০ টাকা দিতে হয়। সেই টাকা কোথায় যায়, সেটা কেউ জানে না।'

বিজেপির আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ক্ষিতীশ বর্মন বললেন, 'গাড়ি আটকানো হয়েছে কি না, সেটা শুনিনি। তবে রাস্তার যে একটা সমস্যা রয়েছে, সেটা অনেকেই জানিয়েছেন।' যদিও এই পুরো বিষয়টি মিথ্যা বলে দাবি মনোরঞ্জন দে'র গোষ্ঠীর নেতাদের। পশ্চিম শিমলাবাড়ির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নুরজামাল মিয়াঁ বললেন, 'মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ মাটি নিয়ে যাচ্ছে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই। ওরা রয়্যালটি দিয়ে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। তবে কেউ কেউ ওই গাড়ি আটকে টাকা চাইছেন। এভাবে একজনকে টাকা দিলে তো আরও অনেকে টাকা চাইবেন।' একই কথা বললেন মনোরঞ্জন দে'ও। তাঁর কথায়, 'মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ রয়্যালটি দিয়ে মাটি আনছে শুনেছি। সেই কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না। প্রশাসন বিষয়টি দেখবে।'

ঠিকাদারি সংস্থার ইনচার্জ বিবেক কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর মোবাইল বন্ধ থাকায় বক্তব্য মেলেনি। এনএইচএআইয়ের ডেপুটি ম্যানেজার অজয় কুমার বললেন, 'বিষয়টি শুনিনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।' অন্যদিকে বন দপ্তরের জমি থেকে মাটি কাটার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে বলে জানান চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ।

ফুলকপি, বাঁধাকপির চাষে আশার আলো

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২১ নভেম্বর : বাজারে দাম মেলে বেশ ভালো। তাই ফলনে খরচ হলেও, শীতের মরশুমে ফুলকপি এবং বাঁধাকপি বিক্রি করে লক্ষ্মীলাভের দিকেই ঝোঁক ফালাকাটার সবজিচাষিদের। অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ফালাকাটায় খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। এজন্য বেগুনচাষিরাও লাভ করেছেন। এখন কপিচাষিদের মুখেও চওড়া হাসি। কারণ, গতবার এই সময়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপির দাম এবারের মতো ছিল না। চাষিরা বলছেন, গতবার দাম ছিল অর্ধেক। এবার অক্টোবরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সবজি বাজার চাঙ্গা। এদিকে, ফালাকাটায় কৃষক বাজার থাকায় রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবেশী অসম, নেপাল এবং ভুটানেও এখান থেকে সবজি যাচ্ছে। রপ্তানিতে চাহিদা থাকায় বাজারের অবস্থা ভালো।

রাইচেঙ্গায় ফুলকপিখেতের পরিচর্যায় চাষিরা।

ফালাকাটা কৃষক বাজার রাজ্যের মডেল। কৃষক বাজার কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি চন্দন সরকার বলেন, 'এখানকার কপি বিহার, অসম, জয়গাঁ হয়ে ভুটান ও নেপালে রপ্তানি হচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসল নষ্ট হওয়ায় চাহিদা বেড়েছে। তাই চাষিরা লাভবান হচ্ছেন।' পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি ফুলকপি ৩২-৩৩ টাকা ও বাঁধাকপি ২১-২২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের কপি চাষ হয় ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীপুর, বংশীধরপুর, আসাম মোড়, রাইচেঙ্গা, হরিনাথপুর, কুঞ্জনগরের মতো গ্রামে। এই গ্রামগুলির মাঝবরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে বইছে চরতোর্ষা, বুড়িতোর্ষা ও মুজনাই নদী। ১৫-২০ বছর আগেও নদী সংলগ্ন চর জমিতে চাষাবাদ হত না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই জমিতে সবজির চাষ বাড়ে। অধিকাংশ জমিতে ফুলকপি ওঠে পুজোর পর। প্রথম ধাপে মূলত ফুলকপি বিক্রি হয়। তারপর শুরু হয় বাঁধাকপির বিক্রি। কয়েক হাজার মানুষ এই সবজি চাষের সঙ্গে যুক্ত।

এবার ফুলকপি ও বাঁধাকপি বিক্রি করে চাষিদের ঠিক কতটা লাভ হচ্ছে? চাষিদের হিসেব অনুযায়ী, এক বিঘা জমিতে ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষে সব মিলিয়ে খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। সার বাবদ আরও ৫ হাজার টাকা করে খরচ হয়। এবার শুরু থেকে বাজারদর ভালো থাকায় চাষিদের কেউ কেউ এক বিঘা জমির কপি ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেছেন। এখনও বিক্রি চলছে। যেমন রাইচেঙ্গার কৃষ্ণ বর্মন দু'দিন অন্তর বাজারে কপি নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'এক বিঘা জমিতে ফুলকপি ও এক বিঘাতে বাঁধাকপি চাষ করেছি। দু'বিঘায় খরচ হয়েছে প্রায় ৭০ হাজার টাকা। সেই টাকা আগেই উঠেছে। এখন লাভ হচ্ছে।' কালীপুরের চাষি দুলাল মণ্ডল বলেন, 'আমি এক বিঘা জমিতে ফুলকপির চাষ করেছি। ইতিমধ্যে ৬০ হাজার টাকা উঠে এসেছে। আরও বিক্রি হবে।' আসাম মোড়ের বাঁধাকপিচাষি নিমাই দাসও এক বিঘা জমি থেকে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা আয় করেছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ঋণ প্রদান অনুষ্ঠান। ছবি : জয়দেব দাস

ঋণ সচেতনতা

কোচবিহার, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার ক্ষেত্রীয় কার্যালয়ের তরফে এবং ক্ষেত্রীয় প্রমুখ কৃষ্ণ মাধব-এর নেতৃত্বে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সর্বত্র এমএসএমই ঋণ আউটরিচ কর্মসূচি আয়োজিত হল। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নে ব্যাংকিং সহায়তা জোরদার করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। জেলার বিভিন্ন বাজার, শিল্পাঞ্চল ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বিশেষভাবে প্রস্তুত মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাছে এমএসএমই ঋণের সুবিধা সহ বিভিন্ন ব্যবসা সমর্থনকারী আর্থিক পণ্যের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টার্ম লোন, ক্যাশ ক্রেডিট, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট সহ নানান সুবিধা, যোগ্যতা ও আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন।

পুলিশকর্মীর মৃত্যু এখনও রহস্যে ঢাকা

কোথায় ছিলেন রাজেন?

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর দমনপুর জঙ্গলে বৃহস্পতিবার দেহ উদ্ধার হয় কনস্টেবল রাজেন মার্ডির। গলায় ফাঁস দেওয়া দেহ উদ্ধারের পর থেকে একাধিক প্রশ্ন দানা বাঁধছে। রাজেনের সঙ্গে ১০ নভেম্বর স্ত্রীর শেষ কথা হয়। তারপর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। তাঁকে ১৩ নভেম্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় শেষ দেখা যায়। তাঁর মৃত্যু যদি ১৩ নভেম্বরের পরে হয়, তাহলে বাকি দিনগুলি তিনি কোথায় ছিলেন?

রাজেনের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে রতন করের কথা। ২০২১ সালে ডিসেম্বর মাসে জয়গাঁ ট্রাফিক পুলিশের এএসআই রতন করের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। দেহ মিলেছিল রাস্তার পাশে। সেক্ষেত্রেও মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। রাজেনের ঘটনার ক্ষেত্রেও যেমন অনেক প্রশ্ন উঠছে। দিনে একাধিকবার স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতেন রাজেন। সাড়ে তিন বছরের ছেলেকে ভিডিও কলে পড়াশোনা করাতেন বলে স্ত্রী বাবলি মুর্মু জানিয়েছেন। বেশি রাত পর্যন্ত স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে কথা বলতেন তিনি। একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠতেন, তাই সকাল নয়টার পর ফের ফোন করতেন রাজেন। বাবলি জানিয়েছেন, ১০ নভেম্বর বিকেলে কয়েকবার ফোন করার পর রাজেন ফোন তোলেন। কেন ফোন তুলতে দেরি হল জানতে চাইলে রাজেন জানিয়েছিলেন, শরীর ভালো না। তারপর সেদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ফোন ফের কথা হয় দুজনের। তারপর থেকেই বেপাত্তা হয়ে যান রাজেন। বাবলির কথায়, 'ডিউটির সময় বাদে দিনে একাধিকবার ভিডিও কলে কথা হত। সামান্য কথাকাটাকাটি কখনো-কখনো হত। কিন্তু আত্মহত্যা করার মতো কোনও কারণ ছিল না।'

রাজেনের পরিবারের লোকজনও মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন। রাজেনের ভাই নির্মল মার্ডি বলছেন, 'কী কারণে দাদা এমনটা করল আমরা বুঝতে পারছি না।'

মৃত এই পুলিশকর্মীর বাড়ি মালদায়। চাকরি সূত্রে রায়গঞ্জে ১০-১২ বছর ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও সেখানেই থাকতেন। বদলি হওয়ার পর গত কয়েক বছর ধরে আলিপুরদুয়ারে রয়েছেন। স্ত্রী থাকতেন রায়গঞ্জে। গত ১১ নভেম্বর রায়গঞ্জ ও আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ জানান পরিবারের লোকজন। তারপরেই খোঁজখবর শুরু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, রাজেন অন্তত ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে ছিলেন। তাহলে মৃত্যুর ঘটনা তারপরেই ঘটেছে। তবে পুলিশলাইন থেকে দমনপুর প্রায় ১২ কিলোমিটার দূর। সেই জঙ্গলে একটি গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। সেখানে তাঁর আসার কথাই নয়। কীভাবে সেখানে তিনি পৌঁছোলেন?

স্ত্রীর সঙ্গে মান-অভিমান নাকি কাজের চাপে মৃত্যু তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অবশ্য খুনের বিষয়ে কোনও প্রমাণ পায়নি বলে জানিয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খানের কথায়, 'পরিবারের তরফে কোনও গুরুতর অভিযোগ পাইনি। ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। সেই রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

রাজেন শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিলেন বলেই খবর। তাঁর মৃত্যুর খবরে স্ত্রী সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা আলিপুরদুয়ারে চলে এসেছেন। এদিন রাজেনের দেহের ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তদন্ত চলছে

- সাতদিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার দমনপুর জঙ্গলে দেহ উদ্ধার হয় কনস্টেবল রাজেন মার্ডির
- রাজেনের সঙ্গে ১০ নভেম্বর স্ত্রীর শেষ কথা হয়, তারপরেই পুলিশলাইনে ফিরে আসেন
- ১৩ নভেম্বর সিসিটিভি ক্যামেরায় শেষ দেখা যায় রাজেনকে, বাকি দিনগুলি তিনি কোথায় ছিলেন
- ২০২১ সালে ডিসেম্বর নাগাদ জয়গাঁ ট্রাফিক পুলিশের এএসআই রতন করের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়

নিখোঁজের সাতদিন পরে দাদার দেহ জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। কী কারণে দাদা এমনটা করল আমরা বুঝতে পারছি না।
নির্মল মার্ডি
মৃত রাজেনের ভাই

- সেই ঘটনাও রাজেনের দেহ উদ্ধারের পর নতুন করে উঠে এসেছে
- ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, সেই রিপোর্ট এলেই সবটা জানা যাবে, বলছে পুলিশ

মোষ পাচার রুখতে ফের সরব মনোজ

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২১ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুট দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সহ বাংলাদেশে মোষ পাচার চলছে। এই কারবার রুখতে ফের সরব হলেন কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। শুক্রবার মোষ পাচারের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন তিনি। সেই চিঠিতে তৃণমূলের নেতাদের নামও রয়েছে পাচারের কারবারি হিসেবে।

মনোজের কথায়, 'মোষ পাচারে তৃণমূলের লোকজন জড়িত। সমস্ত তথ্য দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। সাতদিনের মধ্যে পদক্ষেপ করা না হলে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব।' তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের পালটা মন্তব্য, 'বিজেপির বিধায়ক নিজেই মোষ পাচারে যুক্ত। নাহলে এত তথ্য তিনি জানলেন কীভাবে?'

চিঠির প্রতিলিপি দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, কুমারগ্রাম থানার আইসি এবং বারবিশা পুলিশ আউটপোস্টের ওসিকে। মোষ পাচারের কারবারের

সাজিদ, কৃষ্ণ সহ নয়জনের নাম চিঠিতে

সঙ্গে জড়িত মোট নয়জনের নাম রয়েছে চিঠিতে। বিধায়কের অভিযোগ, কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা মাম্পি সাহার স্বামী কৃষ্ণ সাহা, কৃষ্ণর ভাই বলরাম সাহা, বীরপাড়া-মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলম, হলদিবাড়ির আশরাফুলদের মতো কয়েকজন উত্তরবঙ্গে মোষ পাচারে কোটি কোটি টাকার কারবার সামলাচ্ছেন। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই শাসকদলের সঙ্গে জড়িত। বৃহস্পতিবার রাতেও বারবিশার উপর দিয়ে মোষবোঝাই ৩০-৩৫টা গাড়ি পার হয়েছে বলে মনোজের দাবি।

এদিকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে সাজিদ বললেন, 'বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। ফলে ওঁদের মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ভুলভাল কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধে কোনও তথ্যপ্রমাণ থাকলে সেটা প্রকাশ্যে আনা হোক। তদন্ত করা হবে।' একইভাবে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাম্পি সাহার স্বামী কৃষ্ণ সাহা।

ওরা কাজ করে... কোচবিহারের মরাডাঙ্গা ইটভাটায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

অসমের মদ সস্তা, রমরমা ব্যবসা বাংলায়

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২১ নভেম্বর : দামে সস্তা, তাই অসম-বাংলার সীমানায় চোরাপথ দিয়ে প্রতিদিন তুফানগঞ্জ মহকুমায় ঢুকছে অসমের মদ। সব মিলিয়ে অসম-বাংলা সীমানা যেন হয়ে উঠেছে মদের অবৈধ কারবারের ঘাঁটি। অবস্থা এমনই যে অবৈধ কারবারের চাপে এলাকায় সরকার অনুমোদিত মদের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রতিদিন দুই রাজ্যের সীমানা এলাকায় হাজার হাজার টাকার মদ বিক্রি হলেও তার থেকে কোনও রাজস্ব ঘরে তুলতে পারছে না রাজ্য সরকার।

সাইকেল, বাইক ও টোটোয় করে অসম-বাংলা সীমানার বিভিন্ন চোরাপথ দিয়ে প্রতিদিন তুফানগঞ্জ মহকুমার চা, পান-সিগারেটের দোকান বা হোটেলে ও ধাবায় পৌঁছে যায় অসমের মদ। সন্ধ্যা হলেই অসম-বাংলা সীমানা এলাকায় দুই রাজ্যের চায়ের দোকানে ভিড় জমতে শুরু করে। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখলে মনে হবে সবাই লিকার চা খাচ্ছে। অভিযোগ, আসলে চায়ের দোকানদারই গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছেন অসমের মদ। এমনকি পানের দোকানেও মেলে অসমের মদের বোতল। আবার দোকান পর্যন্ত আসার দরকারও নেই। ঘরে বসেও মিলে যেতে পারে মদ। অসমের মদ বাড়িতে পৌঁছে দিতে দুই রাজ্যের শতাধিক তরুণ ডেলিভারি বয় হিসেবে কাজ করেন। ফোন করলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে অসমের মদ।

দামের বিস্তর পার্থক্যের জন্য অসম থেকে আসা ইন্ডিয়া মেড ফরেন লিকারের (আইএমএফএল)-এর চাহিদা ব্যাপক সীমানা এলাকায়। মদের বৈধ কারবারিরা বলছেন, এজন্য দায়ী দুই রাজ্যের দু'রকম শুল্ক। অসমের এক ক্রেতা জানালেন, রাজ্যে যে মদ বোতল প্রতি ৬৩০ টাকায় বিক্রি হয়, সেই মদেরই অসমে দাম ৩৪০ টাকা। ডেলিভারি চার্জ নিয়ে দাম পড়ে ৪৫০ টাকা। আবার ছোট বোতলের যে মদ ১৫৫ টাকায় এই রাজ্যে বিক্রি হয়, অসমে সেই মদের দাম পড়ে ৬০ টাকা।

অসম-বাংলা সীমানায় নাকা চেকিংয়ের সময় অসম থেকে আনা মদ বাজেয়াপ্ত।

আর ডেলিভারি বয়রা তা বিক্রি করে ১০০ টাকায়। আর এ জন্যই সাত কিলোমিটার দূরে তল্লিগুড়িতে সরকার অনুমোদিত মদের দোকান কয়েক মাস ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে। ওই বন্ধ দোকানের এক কর্মী জানান, ক্রেতার অভাবে লোকসান সামলাতে মালিকপক্ষ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে।

রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে জেনেও কেন অসমের মদ কিনছেন ক্রেতারা? এক ক্রেতার পালটা প্রশ্ন, অসম কি ভারতের বাইরে? পেট্রোল-ডিজেলের দাম কম হওয়ায় যদি এই রাজ্যের সরকারি গাড়ি নিয়ে অসম থেকে তেল কিনে আনা বৈধ হয়, তাহলে অসম থেকে মদ কিনে আনা কেন অন্যায়?

রাজ্যের কোষাগারে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির কথা মাথায় রেখে নড়েচড়ে বসেছে আবগারি দপ্তর। বক্সিরহাট আবগারি দপ্তরের ওসি হিমাদ্রি রায় বলেছেন, 'অসমের মদের আমদানি রুখতে সীমানা এলাকায় নিয়মিত অভিযান চলছে। সম্প্রতি কয়েকশো লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া সীমানা এলাকায় একটি সরকার অনুমোদিত মদের দোকান খোলা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, অন্য রাজ্য থেকে মদ আনলে যে রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে, সেই বিষয়টিও মানুষকে বোঝানো হচ্ছে। অভিযানের ফলে অসমের মদ আমদানি অনেকটা কমেছে বলে দাবি তাঁর।

চার বাইসনের দাপাদাপি মথুরা, চিলাপাতায়

সোনাপুর, ২১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত চারটি বাইসনের আতঙ্ক থাকল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে। রাতে বাইসনগুলি চিলাপাতা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে এসে পড়ে। রাতে উত্তর চকোয়াখেতি গ্রামে আস্তানা গাড়ে বাইসনগুলি। ঘটনার খবর পেয়ে চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরা ওই এলাকায় পৌঁছান। রাতভর বাইসনের পেছনে ছুটেছিলেন বনকর্মীরা। সকালে বাইসনগুলি চলে আসে মথুরা চা বাগানে। এদিন মথুরা চা বাগানেও সকাল থেকেই আতঙ্ক ছড়ায়। বাগানের কাজেও কিছুটা সমস্যা হয়। সকাল এগারোটা নাগাদ সেখান থেকে বাইসনগুলি আবার উত্তর চকোয়াখেতি হয়ে চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় আশ্রয় নেয়।

এদিন মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলচান ওরাওঁ বলেন, 'সকাল থেকেই আতঙ্ক ছিল বাইসন বের হওয়ার খবরে। চা বাগানের কাজেও কিছুটা সমস্যা হয়। যেদিক দিয়ে বাইসন গিয়েছিল সেখানে কাজে কিছুটা সমস্যা হয়। জায়গা পালটে কাজ করতে হয়েছে শ্রমিকদের। তবে কোনও জায়গায় কোনও ক্ষতি হয়নি।' অন্যদিকে চিলাপাতা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায়। তবে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল এলাকায় বনকর্মীরা থাকায়। বন দপ্তর জানিয়েছে, অন্ধকারে জঙ্গলের সীমানা বুঝতে না পেরে বাইসন চারটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসে। চিলাপাতার রেঞ্জ অফিসার সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, 'পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে। রাতে বাইসনগুলিকে জঙ্গলে ফেরানো হবে।'

জখম ১

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ নভেম্বর : পিছন থেকে একটি ট্রাককে ধাক্কা অপর একটি ট্রাকের। শুক্রবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন এক ট্রাকের চালক। তাঁকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। তদন্ত করছে পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্যারগান্ডা সেতুর কাছে এশিয়ান হাইওয়েতে যানজট। -সংবাদচিত্র

আইনকে বুড়ো আঙুল, যানজট মহাসড়কে

বেহাল গ্যারগান্ডা সেতুতে সমস্যা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ নভেম্বর : সবাই সবার আগে যেতে চান! সে কারণে ট্রাফিক আইন শিকেয়! বেপরোয়া হয়ে পড়েছেন গাড়িচালকরা। এতে বীরপাড়ার কাছে বেহাল গ্যারগান্ডা সেতুর দুই মুখে যানজট সমস্যা আরও বেড়েছে, অভিযোগ ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশের।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ফের সেতুর দুই মুখে যানজট তীব্র আকার ধারণ করে। ছোট গাড়ি, এমনকি ট্রাক, ট্রেলারের চালকরাও ভুল দিক দিয়ে গাড়ি বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। একসময় এমন পরিস্থিতি হয় যে, মোটরবাইকও এগোতে পারছিল না। একদিকে, বীরপাড়া চৌপথি এবং আরেকদিকে শিশুবাড়ির মিল চৌপথি পর্যন্ত যানবাহনের প্রায় চার-পাঁচ কিমি লম্বা লাইন পড়ে যায়। যানজটে আটকে থাকতে দেখা গিয়েছে অ্যাম্বুল্যান্সও।

হড়পায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবছরের ১ জুন থেকে গ্যারগান্ডা সেতুতে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন পারাপার করাচ্ছে পুলিশ। একদিক দিয়ে যানবাহন ছাড়ার সময় আরেকদিকের গাড়িচালকরা অপেক্ষা করছেন। ফলে প্রতিদিন এমনিতেই যানজট তৈরি হচ্ছে সেতুর দুই মুখে। বৃহস্পতিবার সেতু মেরামতের জন্য কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। দিনভর যানজট-যন্ত্রণায় ভোগেন হাজার হাজার মানুষ। শুক্রবারও ছবিটা একই ছিল।

মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান বলছেন, 'শুক্রবার আমিও বেশ কিছুক্ষণ যানজটে আটকেছিলাম। সবচেয়ে খারাপ লাগছে রোগী সহ অ্যাম্বুল্যান্স আটকে থাকতে দেখে। গাড়িচালকদের অনেকেই ট্রাফিক আইন ভাঙছেন। এতে সমস্যা বাড়ছে।' তাঁর সংযোজন, 'ওই সেতুতে কর্তব্যরত পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বাড়াতে বীরপাড়া থানার ওসিকে অনুরোধ করেছি। এছাড়া ট্রাফিক আইন ভাঙলে চালকের বিরুদ্ধে পুলিশের উচিত কড়া পদক্ষেপ করা।'

বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানালেন, সেতুর দুই মুখে প্রতিদিন তিনটি শিফটে কমপক্ষে ৩০ জন পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ার ডিউটি করছেন। গাড়িচালকদের একাংশ ট্রাফিক আইন ভাঙছেন। ইতিমধ্যে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে বলে আশ্বাস দিলেন তিনি।

খয়েরবাড়ির মুন্সিপাড়ার মইজুল হকও শুক্রবার সন্ধ্যায় যানজটে আটকে পড়েছিলেন। ক্ষোভের সুরে বললেন, 'রুজির সংস্থানে প্রতিদিন বীরপাড়া যাতায়াত করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে কাজের জায়গায় পৌঁছাতে পারছি না। হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময়ও সেতুর মুখে যানজটে আটকে থাকতে হচ্ছে।'

মাদক সহ গ্রেপ্তার তরুণ

দিনহাটা, ২১ নভেম্বর : গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে দিনহাটা থানার পুলিশ সাহেবগঞ্জ এলাকার বালাকুড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করে। পুলিশের সন্দেহ ছিল, অভিযুক্ত সাহিদার রহমান দীর্ঘদিন ধরে নিজের বাড়ি থেকেই মাদক সরবরাহ করতেন। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাতে এদিন সাহিদার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশের একটি বিশেষ দল।

দুজন স্থানীয় সাক্ষী এবং ম্যাজিস্ট্রেট (বিডিও, দিনহাটা-২)-এর উপস্থিতিতে ওই ব্যক্তির শোয়ার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৫০ বোতল কাফ সিরাপ এবং ৪ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই মাদকগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : মাড়োয়ারিপট্টি সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উৎসাহ প্রদান ও আগ্রহী করে তুলতে লোন সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতি ও সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার এই আলোচনা সভা হয়। এদিন এই সভা দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টো পর্যন্ত চলে। মূলত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন জায়গা সহ এদিন আলিপুরদুয়ারের দুই জায়গায় এই আলোচনা সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে, সভাপতি রানা চক্রবর্তী, ব্যাংকের ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার অশোক কুমার প্রমুখ। শিবিরের দ্বিতীয় ধাপে জিএসটি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন সেলস ট্যাক্স, ভ্যাট, সেন্ট্রাল ট্যাক্স, এন্ট্রি ট্যাক্স নিয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নানা আলোচনা করা হয়।

কেনরা বैंक Canara Bank
A Govt. of India Undertaking
সিন্ডিকেট Syndicate

দাবির বিজ্ঞপ্তি
ধারা ১৩(২)

আঞ্চলিক কার্যালয়: শিলিগুড়ি, হোম লোন বিজনেস সেন্টার,
তৃতীয় তল, থার্ড মাইল, সেবক রোড, পোস্ট- সালুগাড়া, থানা- ভক্তিনগর
জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৪ ০০৮

প্রসঙ্গ: আরওএসএলডি/আরআরএল/সারফায়েসি/সিবি-১৯৫৪৭/২৮২/২০২৫-২৬ তারিখ: ১৯.১১.২০২৫
প্রতি,
১. মাস্টার সৈকত রায়, পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার রায়, নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার মা মিসেস কৃষ্ণা রায়
২. মাস্টার নিহালদীপ রায়, পিতা- স্বর্গীয় সুকুমার রায়, নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করছেন তার মা মিসেস কৃষ্ণা রায়
৩. জয়ন্তী রায়, স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের মা
৪. মিসেস কৃষ্ণা রায়, স্বামী- স্বর্গীয় সুকুমার রায়
সবার বাসস্থান: সামসিং মাতালহাটি, দিনহাটা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৩৫
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (এরপর "উক্ত অ্যাক্ট" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২, এরপরে "অ্যাক্ট" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী, কানাড়া ব্যাঙ্ক, কোচবিহার-২ শাখার (ডিপি কোড- ১৯৫৪৭) অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে এতদ্বারা আপনাকে নিম্নরূপ এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছি:
আপনি স্বর্গীয় সুকুমার রায় এবং মিসেস কৃষ্ণা রায়, (এরপরে "উক্ত ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) (এখানে নিম্নে "তপশীল ক"- তে বিস্তারিত বর্ণিত) "তপশীল খ এবং ঘ"- এ উল্লেখিত ঋণের সুবিধা/সুবিধাগুলি এবং দায়ভার গ্রহণ করেছেন এবং তপশীল গ- এ উল্লেখ করা সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির প্রেক্ষিতে কানাড়া ব্যাঙ্কের (সুরক্ষিত পাওনাদার) পক্ষে নিরাপত্তা চুক্তি/গুলিতে প্রবেশ করেছেন। উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে আপনি উল্লেখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য উক্ত চুক্তির নিয়ম ও শর্তাবলী অনুসারে স্পষ্ট অঙ্গীকারের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন।
আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি যে সুকুমার রায় প্রয়াত হয়েছেন।

তপশীল- ক

ক্র.নং.	নাম	ঠিকানা
১.	স্বর্গীয় সুকুমার রায়	প্রয়াত
২.	মিসেস কৃষ্ণা রায়	সামসিং মাতালহাটি, দিনহাটা, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬ ১৩৫

তপশীল- খ এবং ঘ
[ঋণগ্রহীতা দ্বারা উপলব্ধ ঋণের সুবিধা/গুলির বিস্তারিত বিবরণ]

ঋণের ধরন (ঋণ অ্যাকাউন্ট নং)	ঋণের পরিমাণ (টাকায়)	দায়ভার ১৮.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত	সুদের হার
হাউজিং লোন (১৬০০০০৪০৩১৩০)	৩৫,২২,০০০.০০ টাকা	২৮,৮৯,৩৭৮.৭৭ টাকা	১০.৩৫%

উপরে উল্লেখিত উক্ত ঋণ/ঋণ সুবিধাগুলি আপনার দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পাদিত প্রাসঙ্গিক নথির ভিত্তিতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত সম্পদের বন্ধক হিসেবে এখানে তপশীল গ- তে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত, যেহেতু আপনি নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী অনুসারে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ক ১৮.১১.২০২৫ তারিখে ঋণটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। অতএব, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করছি যাতে বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে আপনার দায় পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে যার পরিমাণ ২৮,৮৯,৩৭৮.৭৭ টাকা (আঠাশ লক্ষ উননব্বই হাজার তিনশো আটাত্তর টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ১৮.১১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত একই সঙ্গে ১৯.১১.২০২৫ থেকে লাগু হওয়া ভবিষ্যতের সুদের হার, অন্যথায় আমরা উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যে কোনও অধিকার প্রয়োগ করব।
এছাড়াও, আমাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত, তপশীল গ- তে উল্লেখিত যে কোনও সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে যে কোন লেনদেন করা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। এটি আইন এবং/বা বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে আমাদের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকারের প্রতি কোনও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।
সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে আমাদের দ্বারা পুনরায় ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
শাখার রেকর্ড অনুযায়ী আপনার সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় স্বীকৃতিনামা সহ নিবন্ধিত ডাকযোগে আপনাকে দাবির বিজ্ঞপ্তিটি পাঠানো হয়েছে।

তপশীল- গ
সুরক্ষিত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ
স্থাবর: জমির সমস্ত অংশের পরিমাণ প্রায় ৩.৯৬০ শতক সঙ্গে ভবন জেলা- কোচবিহারের অধীনে, থানা এবং এ.ডি.এস.আর অফিস- দিনহাটা, জে.এল নং ১০৮, রেভিনিউ সার্কেল (ঠক) নং ৭১৪, মৌজা- দিনহাটি, তৌজি নং ১১৯৬/২৫৯৮, আর.এস খতিয়ান নং ৫৬০- এর অন্তর্গত, মোট জমি ১৭২৮ বর্গফুট বা ২ কাঠা, ৮ ধুরে বা ৩.৯৬ শতক, আর.এস প্লট নং ৩০৪ এবং সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৪৯৫, সম্পর্কিত এল.আর প্লট নং ৪৯৫- এ নথিবদ্ধ, সম্পর্কিত এল.আর খতিয়ান নং ২৫১৪, ১১৮৯৮- এ নথিবদ্ধ। সীমানায় রয়েছে: উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া পিচ রাস্তা, দক্ষিণে- স্বদেশ নারায়ণ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্বে- মনীশ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- দীনেশ চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি।
স্বত্বের ধারক: স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের আইনি উত্তরাধিকারীগণ
সেরসাই আইডি: ৪০০০৫৮১৭৭৪৮৯
তারিখ: ১৯.১১.২০২৫ / স্থান: শিলিগুড়ি অনুমোদিত আধিকারিক / কানাড়া ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় রায় - কে 23.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89C 78770 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "টিকিটটি যখন কিনেছিলাম, তখন খুব বেশি আশা ছিল না। আশেপাশে এত বিজয়ী দেখে শুধু একটু আশা জেগেছিল। কিন্তু এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতে আমি সত্যিই অবাক আর আনন্দিত। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ, আমাদেরকে ভালো ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি রাসমেলায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ নভেম্বর : শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেললেন একদল ব্যবসায়ী। নির্ধারিত দিনেই শেষ হয়েছে ২১৩তম কোচবিহার রাসমেলা। দোকানপাট সরাতে বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকেই অভিযানে নেমেছিল পুলিশ। শুক্রবারও দিনভর কড়া নজরদারি চালিয়েছেন আধিকারিক-কর্মীরা। কিন্তু কয়েকশো জোড়া চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিকিকিনি চলল আড়ালে-আবডালে।

এদিন দুপুরের দিকে সিলভার জুবিলি রোডের পাশের প্রতিটি দোকানের মুখ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছিল। সামনে এগিয়ে যেতেই ধরা পড়ল আসল ছবি। একটি পোশাকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণ। কাছে এসে মৃদু স্বরে বললেন, 'অর্ধেক দামে সোয়েটার, জ্যাকেট, চাদর দেওয়া হচ্ছে। নেবেন নাকি দাদা?'

আগ্রহ দেখাতেই যেন 'চিচিং ফাঁক' বলে ত্রিপল তুলে দিলেন তিনি। মাথা নীচু করে দোকানে ঢুকতেই অবাক হতে হল। ভেতরে জনা ত্রিশেক ক্রেতা কেউ দরদাম করছেন, কেউ পছন্দের পোশাক খুঁজে নিতে ব্যস্ত। অথচ এসব কিছুই বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। ততক্ষণে ত্রিপলটি নেমে গিয়েছে। দোকানের সেই কর্মী রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন। আশপাশের কয়েকটি দোকানেও একই কায়দায় বিক্রিবাটা চলছে। পুলিশ দেখামাত্র ক্রেতাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।

ভাঙা রাসমেলায় মালপত্র সরানোর কথা না শোনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সন্ধ্যার পরেও অনেকে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে কিংবা ব্যাটারিচালিত আলোয় পণ্য বিক্রি করেন।

পুলিশি তৎপরতায় খুশি নন কোচবিহারের পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আগে ২০ দিন মেলা হত। দু'বছর ধরে ১৫ দিনের বেশি অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। শেষ দিন পুলিশ যেভাবে অভিযান চালিয়েছে, তেমন না হলেই ভালো হত। পুলিশ-প্রশাসনকে আরও মানবিক হতে বলব।'

প্রতিক্রিয়া জানতে পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০ নভেম্বর পর্যন্ত রাসমেলা চলেছে। তারপরেও যাঁরা দোকান খোলা রেখেছেন, পুলিশের তরফে তাঁদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮৩ সংখ্যা, শনিবার, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বড় দায়িত্ব

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালিত হল ২০ নভেম্বর। অবশ্য ১৪ নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে এদেশে শিশু দিবস পালিত হয়। যে দিনটিকেই পালন করা হোক না কেন, বর্তমান ভারতে অধিকাংশ শিশু ভালো নেই। শুধু অতিরিক্ত পড়াশোনা নয়, আরও অনেক বিষয়ে বাকিদের থেকে এগিয়ে থাকার চাপ তাদের ওপর।

সমাজ এমনভাবে শিশুদের গড়েপিঠে নিচ্ছে যাতে তারা যেন কোনও ভুল করতেই পারে না। ভুল হলে শিশুটিকে বকাবকি থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। বরং শাসনের নামে অন্যদের সামনে এমনভাবে অপমান করা হচ্ছে যাতে শিশুটি মানসিক অবসাদের শিকার হয়। অনেক সময় চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। শিশু-কিশোরদের এই বিপজ্জনক মানসিকতা ক্রমশ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে।

দিল্লির নামজাদা একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শৌর্য পাতিল কিংবা জয়পুরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীটির ঘটনায় তা স্পষ্ট। এতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি। শৌর্যের 'অপরাধ' ছিল, স্কুলের অনুষ্ঠানের মহড়ায় সে ঠিকমতো নাচতে পারেনি। শুধুমাত্র এই কারণে শিক্ষক এমনভাবে তাকে তার সহপাঠীদের সামনে বকাবকি করেন যে, অপমানে কাঁদতে শুরু করে সে।

কান্না থামানোর বদলে তিরস্কার করে শৌর্যকে শিক্ষক জানিয়ে দেন যে, যত ইচ্ছে কাঁদলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। শেষমেশ মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে যাবতীয় অপমানের জবাব দিয়েছে শৌর্য। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। স্কুলের চারজন শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু সন্তানহারা বাবা-মায়ের কোলে ছেলের ফিরে আসার আর সম্ভাবনা নেই।

জয়পুরের ৯ বছরের ছাত্রীটি অভিজাত স্কুলের বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার পর তাকে গত ১৮ মাস লাগাতার নানাভাবে উত্ত্যক্ত, হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। স্কুলের শিক্ষকদের সমস্যাটি বারবার জানালেও তাঁরা গুরুত্ব দেননি বলেও অভিযোগ। সিবিএসই-র তদন্ত রিপোর্টে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

আবার মধ্যপ্রদেশের রেওয়া জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে দুই আঙুলের ফাঁকে পেন চেপে ধরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অভিযোগে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীকে অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হতে হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও অভিযোগের আঙুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কেন বারবার এমন হচ্ছে, তা খুঁজে বের করার দায় সমাজেরও।

সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষার শোচনীয় হালের কারণে বাবা-মায়েরা বেশি টাকাপয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের নামীদামি বেসরকারি স্কুলে পাঠান। সেই সমস্ত স্কুলে যে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও তার বিকাশের দিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া হয় না, সেটা এই আত্মহত্যার ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

সমস্ত শিশুই পড়াশোনা, খেলাধুলো, ছবি আঁকা, নাচগান ইত্যাদি সব কাজে নিখুঁত হবে- এমন প্রত্যাশা করা উচিত নয়। প্রত্যেক শিশুর নিজস্ব কিছু গুণ থাকে। কার কী প্রতিভা রয়েছে তা খুঁজে বের করা শিক্ষকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যদিও এর কোন ব্যবস্থা ভারতে নেই। থাকলেও সবার পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ নয়। এদেশের স্কুল শিক্ষায় হাজারো ত্রুটি। অতীতেও ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এতটাই ভয়াবহ যে স্কুল আর নিরাপদ থাকছে না ছেলেমেয়েদের জন্য।

সবটাই সবক্ষেত্রে স্কুলের দোষ নয়। অনেক ছেলেমেয়ের পারিবারিক সমস্যাও থাকে। সমস্যা সমাধানের জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়মিত বৈঠক করা দরকার। শিশুকে শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ রাখার দায়িত্ব যতটা বাবা-মা সহ পরিবারের, ততটাই স্কুলের। প্রতিটি শিশুর দিকে তাই স্কুলগুলির যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে নিয়মিত মনোবিদের কাছে কাউন্সেলিংয়েরও ব্যবস্থা করা দরকার।

শিশুদের মনের জানলাগুলি ঠিকমতো খোলা না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ইউনূস সাহেব যদি ভেবে দেখেন!

আজকের বাংলাদেশে সমস্যা প্রচুর। তবু চর্চায় শুধু হাসিনা। ভারত কিন্তু হাসিনাকে কিছুতেই বাংলাদেশে পাঠাবে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের কোনও কাগজেই আর শেখ হাসিনার একটা লাইন বিবৃতির খবর থাকে না। আওয়ামী লিগের নেতাদের কথাও নয়। খবর বেরোলেই ইউনূস সরকারের কোপ পড়বে সেই সংবাদপত্রের মালিক এবং সাংবাদিকদের ওপর।

না, না, এ রকম কিছুই তো হয়নি! বাংলাদেশে এখন গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সেরা সময় চলছে মুহাম্মদ ইউনূসের হাত ধরে! এত ভালো ভালো অর্থনৈতিক উন্নতির সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, ইউনূসকে ধন্য ধন্য করছে বহির্বিশ্ব! তাঁর উপদেষ্টারা সোনার টুকরো, একজনেরও দুর্নীতির খবর নেই! সংবাদপত্রে আজকের মতো স্বাধীনতা অতীতে কোনও আমলেই ছিল না বাংলাদেশে! কবরে শুয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান দুজনেই কিন্তু জেনে রাখুন।

শেখ হাসিনার ফাঁসির সিদ্ধান্ত হয়েছে, বেশ হয়েছে! বাংলাদেশ এবার তাদের হীরের টুকরো ছেলে পিনাকী ভট্টাচার্যকে বিদেশ থেকে জামাই আদর করে ডেকে আনুক না! পিনাকী, পিনাকীরাই এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আদর্শ!

কী বলছেন? পিনাকীর মতো অনেকেই দেশে বিশাল অপরাধ করে পালিয়ে বিদেশে লুকিয়ে আছেন! চরম মিথ্যেবাদী ও স্ববিরোধিতার চূড়ান্ত প্রচারলোভী পিনাকী? একদম ভুল শুনেছেন! পিনাকী বাংলাদেশের স্বার্থেই পলাতক, লুকিয়েও আছেন বাংলাদেশের স্বার্থে! যা বলে থাকেন, বলে বলে বাংলাদেশি মানুষদের 'বীর সংগ্রামী' গড়ে তুলেছেন, এমন নজির মুজিব বা জিয়ারও নেই! ক্রিকেটার সাকিবেরও এমন অবদান নেই দেশের প্রতি, যা পিনাকীর রয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র হিন্দু, যাঁকে জামায়েতিরা প্রশংসায় ভরিয়ে দেন!

পিনাকী এবং তাঁর মতো পলাতক ইউটিউবারদের এনে ইউনূস সরকার খুব শিগগিরই বাংলাদেশরত্ন দিতে পারত তো! কেন দিচ্ছে না বলুন তো? অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় এটা ইউনূস সাহেব! বঙ্গবন্ধু শিরোপাটাই আপনি মৃত মুজিবের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পিনাকীর মতো লোকদের দিয়ে দিতে পারেন! দেশের মানুষের এরকমই হওয়া উচিত! নানা অপরাধ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেশ করেছেন পিনাকী! জাল ওষুধ, চিনা সেক্স ট্যাবলেট, ইয়াবা বিক্রি করেছেন তো কী, বড় বড় উত্তেজক কথা তো বলতে পারেন!

আমি শুধু ভাবছি, বাংলাদেশের রাস্তায় মিছিল হচ্ছে না কেন! যেখানে আওয়াজ উঠবে, পিনাকীর মতো পলাতকদের ফিরিয়ে এনে বিশ্বজয়ীর সংবর্ধনা দেওয়া হোক!

বাংলাদেশের মিছিলগুলোতে এখনও কেন হাসিনার মতো সাকিবের মৃত্যুদণ্ডের দাবি উঠছে না, এটাও অবাক কাণ্ড! ক'দিন আগে এক সামান্য ছাত্র নেতা যেভাবে সাকিবকে অকথ্য গালাগাল করেছেন, সেটাই আদর্শ! সাকিব করেছেন কী বাংলাদেশের জন্য? এই ছাত্র নেতারা অনেক কিছু করেছেন! এদের জন্যই বাংলাদেশের সুনাম এখন বিশ্বের দিকে দিকে!

আওয়ামী লিগকে নির্বাচনে নামতে না দিয়ে জীবনের সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইউনূস! সত্যি তো বাংলাদেশের জন্য আওয়ামী লিগ কী করেছে এই ৫৩ বছরে? বিদেশে অনেকে বলছেন বটে, একটা ব্যক্তির অপরাধে কোনও পার্টিকে নিষিদ্ধ করা যায় না, বিশেষ করে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন এখনও রয়েছে! বিদেশের কথাবার্তা পাত্তা দেওয়া উচিত না! বাংলাদেশই ঠিক করবে, বাংলাদেশ কীভাবে চলবে!

২

অবশ্যই বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, এটা ঠিক করবে বাংলাদেশই! বাংলাদেশিরাই ঠিক করবেন, দেশটাকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবেন কিনা।

পলাতক হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশের গোদি মিডিয়া, থুড়ি ইউনূস মিডিয়া এখন ইরানের শাহ, ফিলিপিন্সের মার্কোস, মিশরের হোসনি মোবারক, রোমানিয়ার চসেস্কুর তুলনা করছে। ঠিকই করছে। এই তুলনা হাসিনার প্রাপ্য। কিন্তু একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তুলনা না হয় সুদান, সোমালিয়া, মায়ানমার, উগান্ডা, অ্যাঙ্গোলার সঙ্গে। যে দেশগুলো গৃহযুদ্ধের জন্য ভয়ংকর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশার মধ্যে।

৩

প্রথম পর্বের যে অংশগুলো লিখলাম, খেয়াল করলে দেখবেন, তার প্রায় সব লাইন বিস্ময়সূচক বা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে শেষ হয়েছে! অধিকাংশই বিদ্রুপাত্মক ঢঙে লেখা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অনেকেরই বোধ, মূল্যবোধ ভাবনায় অবক্ষয় হয়েছে। আমাদের একটাই সান্ত্বনা, বাংলাদেশিদের অবক্ষয় হয়েছে আরও অনেক দ্রুতগতিতে। যে বাংলাদেশ শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সংগীত সিনেমায় এত এত অসাধারণ মুখ আমাদের দিয়েছে, সেই বাংলাদেশে এখন তারাই ভয়ের গর্তে। মুখে একটা প্রতিবাদও নেই কারও।

হাসিনা বিরোধীরা বলছেন, হাসিনা যদি সত্যিই জনপ্রিয় হন, সত্যিই যদি আওয়ামী লিগের লক্ষ লক্ষ সমর্থক থাকে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে রাস্তায় লোক নামল না কেন? প্রশ্নটা ন্যায্য! আবার উত্তরটাও সহজ! নামল না প্রাণভয়ে, দেশের চূড়ান্ত অরাজকতা দেখে।

ইউনূস জমানায় সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই বিশৃঙ্খল জনতার উপর। হাসিনা যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বিরোধীদের ওপর রোলার চালিয়ে থাকেন, ইউনূসও কিন্তু সে পথে হেঁটেছেন।

তসলিমা নাসরিনের পর্যবেক্ষণ একেবারে ঠিক, 'হাসিনার যে কাজকে ইউনূস ও তার জিহাদি বাহিনী অন্যায় বলে ঘোষণা করেছে, তারা ঠিক একই কাজ করেছে। বিচারের নামে প্রহসন কবে বন্ধ হবে বাংলাদেশে?'

প্রহসন তো আছেই। বাংলাদেশের আরও বড় শত্রু সমাজে ক্রমবর্ধমান প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা হল মানুষের অন্যতম বিষবৃক্ষ। আরও কয়েক বছর পরে আওয়ামী লিগের কোনও সরকার এসে যদি আজকের নেতাদের জেলে পাঠান, সেটাও চরম অন্যায় হবে। যেমন চরম অন্যায় হচ্ছে দীপু মনিদের মতো প্রাক্তন মন্ত্রীদের জেলে দিনের পর দিন আটকে রাখা। এঁদের তো গৃহবন্দিও করে রাখা যেত। সাকিবের মতো ক্রিকেটার ভয়ে প্রাণভরে দেশে ফিরতে পারছেন না, ইউনূস ও তাঁর মন্ত্রীরা নিরুত্তাপ, কোনও বিবৃতি দিচ্ছেন না, এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই।

সাকিব কিন্তু আর গড়পড়তা নেতাদের মতো নন। এই বোধটা আসলে অধিকাংশ বাংলাদেশিদেরই নেই। কয়েক হাজার আওয়ামী নেতা এখন পলাতক। ইউনূস এবং তাঁর মন্ত্রীরা কি আশা করেন, পলাতক নেতারা সবাই এসে বলবেন, নিন, আমাকে ধরুন! ফাঁসি দিন!

প্রাণের ভয় বড় সাংঘাতিক। তাই হাসিনার জন্য কোনও প্রতিবাদ মিছিল হয়নি। জনতা দেখেছে, প্রয়াত মুজিবের বাড়িতে স্রেফ ফুল নিয়ে যাওয়ার জন্যই এক কিশোর ও বৃদ্ধার কেমন হেনস্তা হয়েছে। পুলিশ অসহায়, সেনা দর্শক। এরপরে কীসের ভরসায় আওয়ামী সমর্থকরা প্রতিবাদে নামবেন, কেনই বা নামবেন! ঢাকার চেনা মানুষদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়, ইউনূস ও তাঁর উপদেষ্টাদের জন্য কী অসীম ঘৃণা প্রচুর মানুষের। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। তাঁদের বহু স্বজন আজও অপরাধ না করেই দেশছাড়া। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মিছিলে গুলি চালানোর জন্য হাসিনার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখেছি নতুন জমানাতেও বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করতে কী অত্যাচার করেছে পুলিশ। সেখানে সমকামিতার জন্য রাস্তায় মার খায় পুরুষ, ওদিকে শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন করেও দিব্যি উপদেশমূলক ভাষণ দিয়ে যায় বহু ধর্মীয় নেতা।

৪

বাংলাদেশের কাগজগুলো পড়লে দেখা যায়, সেখানে প্রধান চর্চা একটাই। হাসিনাকে ভারত ছাড়বে কিনা।

অজস্র বাংলাদেশি দেশ ছেড়ে ইউরোপে পালাতে গিয়ে সাগরে নৌকোডুবিতে মারা যাচ্ছেন। কেউ ধরা পড়ে ফিরে আসছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের হাতেই লাঞ্ছিত হচ্ছেন ছাত্রীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের ওপর চলছে ডিজিটাল নিপীড়ন, কলঙ্ক চাপানো, হয়রানির খেলা। গভীর রাতে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাংবাদিকদের। ওয়ারেন্ট ছাড়া সাদা পোশাকে এসে অনেকেই সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অনৈতিক আবদার মেনে নিলে মুক্তি। চট্টগ্রাম বন্দরের সাত টার্মিনালের মধ্যে পাঁচটি তুলে দেওয়া হয়েছে বিদেশি কোম্পানির হাতে (ভাগ্যিস এখানে ভারত নেই)।

এসব নয়। প্রচুর তত্ত্বকথার বন্যা চলছে শুধু হাসিনাকে নিয়ে। ইন্টারপোল, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত - সব জায়গায় নাকি চিঠি যাবে বাংলাদেশের। যতই এসব চলুক, সোজা কথা হল, চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, হাসিনাকে এই পরিস্থিতিতে ভারত ছাড়বে না।

মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হলে তবু একটা কথা ছিল। এখন হাসিনাকে ছাড়লে মোদি সরকারই প্রবল বিরোধিতার মধ্যে পড়বে গোটা বিশ্বে। একজন নেতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল ভারতের মতো দেশ?

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো কেউই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। হাসিনা আর লরেন্সের ভাই অনমোল বিষ্ণোই এক নন।

আর হাসিনার যে অপরাধকে বড় করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ, তাতে বিশ্বের সব নেতাই অভিযুক্ত হবেন। বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস চালালে কোনও দেশের পুলিশই চুপ করে থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দরকার পড়ে না, দেশের বহুদিনের প্রচলিত আইনই যথেষ্ট!

এই ইস্যুতে মোদি সরকারের আর একটা সুবিধে হল, এই একটা মাত্র প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদির প্রবলতম দুই সমালোচক রাহুল গান্ধি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে। তাঁরা দুজনেই হাসিনার প্রতি মারাত্মক নরম।

উগ্র, মৌলবাদী বাংলাদেশিরা বরং ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের ফুটবলারদের স্মরণীয় জয় আরও কয়েকদিন উপভোগ করুন। ফুটবল টিমটাকে তো তাঁরা এতদিন ধরে ক্রিকেটের কার্পেটের তলায় চাপা রেখে দিয়েছিলেন অন্যায়ভাবে! আবার কদিনের মধ্যেই এঁদের ভুলেও যাবেন। আমাদের দেশ যেমন ভুলতে ভুলতে আর ফুটবল টিমটাকে গুরুত্ব দেয় না। ফুটবল টিম বহুদিনই কাশ্মীর থেকে কুমারিকার খরচের খাতায়। বাংলাদেশ বরং স্বচ্ছন্দে ফুটবলের বিজয়োৎসব দীর্ঘদিন চালিয়ে যাক। না হলেই ভালো, তবে কোনওদিন আসল যুদ্ধ হলে তো এটা করা যাবে না।

ইউনূস সাহেব, আপনিও যদি এটা ভেবে দেখেন!

আজ

১৮৮৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত বেণীমাধব দাস।

১৯৪৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট নৃত্য পরিচালক সরোজ খানের।

আলোচিত

বিএসএফের উচিত, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চেকপোস্ট খুলে দেওয়া। যাঁরা বাংলাদেশে যাচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে সেখানে রেখে আসা উচিত। ফিরে আসতে দেওয়া উচিত নয়। এটা বাংলার জনসংখ্যা ১০-২০ লক্ষ কমানোর সুযোগ। পয়সার জন্য বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দেয়।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

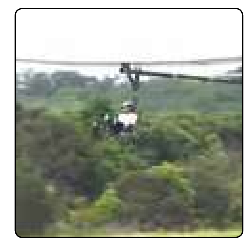

জাপানের ওসাকা প্রিফেকচার ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্ররা উড়ন্ত সাইকেল বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কোনও ইঞ্জিন বা বাহ্যিক শক্তি ব্যবহার না করে কেবল প্যাডেল করে সেটিকে কয়েকশো মিটার উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

ইকুয়েডরের কুইটোয় ট্যাংকার ভর্তি আলকাতরা পড়ে রাস্তা ভরে যায়। ওই চিটচিটে গরম আলকাতরার মধ্যে একটি কুকুর আটকে পড়ে। উদ্ধারকারীরা আলকাতরার ওপর কৃত্রিম রাস্তা তৈরি করে কুকুরটিকে উদ্ধার করেন। সেটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জনমন
জনমত

সম্প্রীতির উজ্জ্বল প্রমাণ

১৯ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'একঘরে পরিবার, পড়শি গ্রামের কাঁধে শেষযাত্রায়' শীর্ষক খবরটি যেমন আমার মতো অনেক পাঠককে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে, তেমনই যে সম্প্রীতি বোধ গড়ে উঠেছিল তা যথেষ্ট আনন্দও দিয়েছে।

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার এই দগদগে মুহূর্তে এই ধরনের দৃশ্য নতুন করে বাঁচতে শেখায়। ধর্মীয় বেড়াজালের এই সংকীর্ণ পথ ডিঙিয়ে যাঁরা মহান কর্মে শামিল হয়েছিলেন তাঁদের আমি নতমস্তকে প্রণাম জানাই। এভাবেই ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে আসুন সকলেই আমরা ঐক্যের গান গাই। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দাঁড়িয়ে সমাজকে আরও সুন্দর পথে এগিয়ে নিয়ে যাই। বেঁচে থাকুক সৌহার্দ্য, বেঁচে থাকুক ভ্রাতৃত্ববোধ, জাগরিত হোক সম্প্রীতির বাতাবরণ।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

টোল প্লাজায় বাংলায় লেখা নেই

শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক দিয়ে জলপাইগুড়ি হয়ে ধূপগুড়ির দিকে যেতে কয়েকটি টোল প্লাজা জাতীয় সড়কে দেখা যায়। জাতীয় সড়কের টোল প্লাজাগুলো রাস্তার একদিক থেকে অপরদিকে তোরণের মতো রয়েছে। যেমন পানিকৌরি টোল প্লাজা, হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজা প্রভৃতি। টোল প্লাজাগুলোর তোরণে কোথাও বাংলাতে লেখা নেই, শুধু ইংরেজি ও হিন্দি রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে জাতীয় সড়কের টোল প্লাজাগুলো যে রাজ্যে অবস্থিত সেই স্থানীয় ভাষা থাকে। উত্তরবঙ্গে অবস্থিত জাতীয় সড়কের সব নামফলকে হিন্দি ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও লেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আশিস ঘোষ, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

বিবেক সরকারের নামে রাস্তার নামকরণ হোক

১১ নভেম্বর শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ হারিয়েছে এক অসাধারণ মানবিকতার অধিকারী চিকিৎসক বিবেক সরকারকে। ডাঃ সরকারের পরিচয় তিনি শুধু একজন সার্জন নন, গরিব রোগীদের বিনা পারিশ্রমিকে শল্যচিকিৎসা করেছেন। সকলের সঙ্গে মধুর, অমায়িক ব্যবহার করতেন। সেইসঙ্গে অত্যন্ত সরল ও প্রচারবিমুখ জীবনযাপন করতেন। এইসব মিলিয়েই তিনি মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাছে আমার আবেদন, এই মহান, নিরহংকার ডাক্তারবাবুর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে শিলিগুড়ির কোনও একটি রাস্তার নাম তাঁর নামে করা হোক। পরবর্তী প্রজন্ম যেন জানতে পারে, মানুষ হিসেবেও কতটা মহান ছিলেন ডাঃ সরকার।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

এখন ট্রেন্ড হলেও পুরাণে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর উল্লেখ আছে। তা থাকুক। সম্পর্ক চিরস্থায়ী হলেই কাজের কাজ হবে।

সুদীপ্তা সরকার

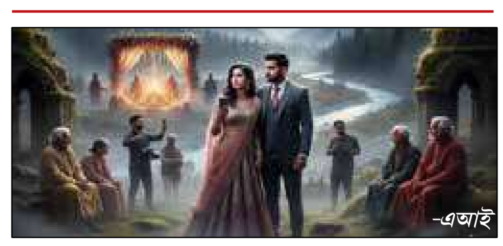

ফোটোশুট চলছে। কুয়াশায় ঢাকা লাভার মনাসটেরিতে কয়েকজন তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে মগ্ন। তাঁদের মধ্যে দুজন ভাবী বর-বধূ। পরনে নানা রাজ্যের সুদৃশ্য পোশাক। বেশ কয়েকবার পোশাক পালটে তাঁরা ফোটোশুটে ব্যস্ত। কৌতূহলবশত ওঁদের সঙ্গে ভাব জমাই। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি দিন ১৫ পর তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এখানে আসার উদ্দেশ্য বলতে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট। আরও জানতে পারি তাঁরা বিয়ে করবেন তাঁদের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে হৃষীকেশ পাহাড়ে, কিছু প্রিয়জনের সাহচর্যে। একটুও অবাক হইনি কারণ এটাই এখন ট্রেন্ড, যদিও পুরাণে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর উল্লেখ আছে। আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও তো নির্জন প্রকৃতির কোলে বিবাহের উল্লেখ পাই।

আজকাল বাঙালি বিয়ে নিয়মকানুনের দিক থেকে তার বিশুদ্ধতা হারিয়েছে হয়তো। কনের সাজ, মণ্ডপসজ্জা, খাওয়াদাওয়া সবেতেই এসেছে অভিনবত্বের ছোঁয়া। অতিথি আপ্যায়নে চোখধাঁধানো আড়ম্বরের আতিশয্যে আন্তরিকতা গৌণ হয়ে যায় প্রায়ই। এখন আর বিয়ে মানে দু'দিনের অনুষ্ঠান নয়। মূল বিয়ের আগে থেকেই শুরু হয় এর প্রস্তুতি পর্ব। 'রিং সেরেমনি', 'মেহেন্দি', 'সংগীত' এসবও এখন বাঙালি বিয়ের অঙ্গ। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়ের বিয়ের রীতিনীতি ঢুকে পড়েছে বাঙালি বিয়ের মধ্যে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মেলবন্ধনই ভারতের ঐতিহ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে এটা নেহাত মন্দ নয়, তবে এই মিশ্রণ বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ভুলিয়ে দিচ্ছে না তো?

যুগ পালটেছে, মানুষের চিন্তাধারা, রুচিতে এসেছে বিপ্লব। মেয়েরা এখন আর লজ্জাবনত কনেবৌ সেজে বিয়ের মণ্ডপে বসে থাকা পুতুলটি নয়। সে এখন পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংসারের ভার বহন করতে প্রস্তুত। এত কিছু পরিবর্তনের মধ্যেও বিয়ের মূলমন্ত্রটি কিন্তু একই আছে – 'যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।' তবে এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে হৃদয় নামক কোমল পরিসরটি বড়ই বিপন্ন আজ। ভোগবাদ আজকের প্রজন্মকে ওয়ার্ককোহলিক করে তুলছে। চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, তাই জোগান ঠিক রাখতে 'ওরা কাজ করে' অহোরাত্র। কর্পোরেটায়ন ওদের ভাববার অবকাশ কেড়ে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখা মন গিয়েছে হারিয়ে। পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে সম্পর্কের ক্রাইসিস। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া সোশ্যাল মিডিয়া। পারস্পরিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ভাববিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরস্পর কাছাকাছি এক বিছানায় বসেও কথোপকথন চলে দূরের মানুষের সঙ্গে।

পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা বা কর্পোরেটায়ন, কারণ যাই হোক না কেন, আজকের পরিসংখ্যান বলে বিবাহবিচ্ছেদের হার ক্রমবর্ধমান। এ তথ্যের পেছনে কিছু তত্ত্ব তো আছেই। সে তো গেল তাত্ত্বিকদের আলোচনার বিষয়, তবে এখনকার মা-বাবাদের মনে একটাই প্রশ্ন – এত আয়োজন করে বিয়ে দেব বিয়েটা টিকবে তো? এত বিবাহবিচ্ছেদের কারণটা কী? আজকের কর্পোরেট দুনিয়া মানুষকে শিখিয়েছে 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো কনসেপ্ট'। আগে দামি জিনিস কেনা হত সারাজীবনের জন্য। মনে আছে নয়ের দশকের গোড়ার দিকে যখন মুঠোফোন হাতে এল তখন মানুষের ধারণাই ছিল না আজকের হাজার হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোনের জীবনকাল মাত্র তিন থেকে চার বছর। বর্তমান প্রজন্মকে শেখানো হচ্ছে– 'আজকের জন্য বাঁচো', না অতীত না ভবিষ্যৎ, বর্তমানটাই সত্য। সমস্ত আনন্দের উপকরণ মুঠোয় ভরে নাও। তাই ইঁদুরদৌড়ে কে আগে ছুটবে তার প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। হারিয়ে যাচ্ছে ইমোশন, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা।

থাকুক ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, থাকুক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেই সঙ্গে বেঁচে থাকুক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বপ্ন দেখা মন।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সাধারণত রুপোর তৈরি নূপুরবিশেষ ৩। পাখি, পতঙ্গ ৫। বৈষ্ণব বিবাহ প্রথা ৭। বড় শহরকে যা বলা হয় ৯। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ- এই তিন কাল, সর্বকাল ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ ১৫। শিল্পদ্রব্যের নির্মাতা, শিল্পী।

উপর-নীচ : ১। গোপন হত্যা, গুপ্ত হত্যা ২। কতিপয়, অল্প সংখ্যক ৩। ঢোল জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৪। বড় পেরেক, মাছবিশেষ ৬। আকস্মিক বেগে আসে এমন, আকস্মিক ৮। ভেড়া, গাড়ল ১০। ভুঁড়িওয়ালা, গণেশের আর এক নাম ১১। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ১২। বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, কল্পিত স্বর্গে নারায়ণের বাসস্থান ১৩। ক্ষুদ্র লতা।

সমাধান ■ ৪২৯৮

পাশাপাশি : ১। কামান ৩। ভ্রম ৫। ভোজ ৬। মানত ৮। কচাল ১০। নায়েব ১২। তুতুরী ১৪। আজা ১৫। নাশ ১৬। দাদন।

উপর-নীচ : ১। কাপালিক ২। নভোনীল ৪। মনন ৭। তরু ৯। জতু ১০। নামজাদা ১১। ব্রজযান ১৩। তুলনা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাইকোর্টে আর্জি

নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোপথে বেলেঘাটা ও গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশনের মাঝে কাজ এখনও আটকে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার অভিযোগে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আরভিএনএল।

মিছিল তৃণমূলের

শুক্রবার বীরভূমের কীর্ণাহারে মিছিল করল তৃণমূল। তিনদিন আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেখানে মিছিল করে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছিলেন।

আচমকা গুলি

বরাহনগরে সাতসকালে চলল গুলি। আহত এক ব্যক্তি। আবর্জনা ফেলে ফেরার পথে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আচমকা দুই দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে গুলি চালায় বলেই অভিযোগ। কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিজের শ্রাদ্ধ

৭৮ বছরের প্রাক্তন সেনাকর্মী পূর্ব বর্ধমানের শান্তি দাস নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করলেন। ১১০০ জন অতিথিকে মৎস্যভোজ করালেন তিনি। মনকে শান্ত রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন শান্তি।

মমতার চিঠির পর চড়া সুর অমিত শা'র

'অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে বিরোধীরা'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : দেশের কিছু রাজনৈতিক দল অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিয়ে অনুপ্রবেশ রুখতে বাধা দিচ্ছে। শুক্রবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বৃহস্পতিবারই এসআইআর স্থগিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই এদিন শা-র এই মন্তব্যকে মমতার পালটা জবাব হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখে এসআইআর স্থগিত করার আর্জি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছিলেন, এসআইআরের আবহে রাজ্যের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে ভয়ংকর। উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় তড়িঘড়ি এসআইআর করতে গিয়ে আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়া এমনকি আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই 'আত্মহত্যার তত্ত্ব' আগেই খারিজ করেছিল বিজেপি। কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতেই কমিশনকে পালটা চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিঠিতে শুভেন্দু দাবি করেন, এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে হেয় করতেই মুখ্যমন্ত্রী এই চিঠি লিখেছেন। অবৈধ ভোটারদের নিয়ে তৈরি দলের ভোটব্যাংককে বাঁচাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই পরিকল্পিত উদ্যোগ বলেও তিনি দাবি করেন। এই আবহে এদিন অমিত শা-র এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নেননি। এদিন শা বলেন, 'অনুপ্রবেশ বন্ধ করা শুধু দেশের নিরাপত্তার জন্যই প্রয়োজন তা নয়, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে দূষিত হয়ে না পড়ে তার জন্যও অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে।'

> দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু রাজনৈতিক দল এই অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে এবং অনুপ্রবেশ বন্ধে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে।
>
> **অমিত শা**

শা-র মন্তব্যকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'দেশ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এটা ঠিকই। আগে থেকে জানলে পুলওয়ামা, দিল্লির ঘটনা ঘটত না। ফলে বোঝাই যাচ্ছে দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত নয়। আর আপনি বাংলার সীমান্তের সুরক্ষা নিয়ে কথা বলছেন।' কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'কংগ্রেস অনুপ্রবেশকে কখনোই সমর্থন করে না। হিসেব করলে দেখা যাবে কংগ্রেসের ৫৭ বছরে যা হয়নি, গত ১৪ বছরে সেই অনুপ্রবেশ লাফিয়ে বেড়েছে।'

সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী রাজ্যে অনুপ্রবেশের দায় তৃণমূলেরই ঘাড়ে ঠেলেছেন। সুজন বলেন, '২০১১-য় রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর ২০১৪-য় ভোটার তালিকায় ১৩.৬ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তৃণমূলই দায়ী। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকার সুবাদেই বর্তমানে সেই বৃদ্ধি ২০ শতাংশেরও বেশি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তার দায় যেমন অমিত শা অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও সমান দায়ী।'

শুভেন্দুর নিশানায় ৩ ডিএম

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে তৃণমূলি যোগসাজশের অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার রাজ্য সফরে আসা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করে এই অভিযোগের পাশাপাশি এসআইআর-এ কারচুপির অভিযোগে তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধেও নালিশ জানিয়েছেন তিনি। সিএএ-তে আবেদনকারীদের নাম যাতে ভোটার তালিকায় রাখা যায় সে ব্যাপারেও কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ কেমন চলছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দ্বিতীয় দফায় কলকাতায় এসেছে উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। ৫ দিনের সফরে এদিনই ছিল শেষদিন। এসআইআর-এ বাধা দেওয়া, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ নিয়ে নালিশ জানাতে কমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল বিজেপি। সেইমতো এদিন সকালে নিউটাউনে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল দেখা করে। পরে শুভেন্দু জানান, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলির তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় কারচুপি করতে তৃণমূলের কথায় ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজে লাগাচ্ছে জেলাশাসকদের একাংশ। ওই তিন জেলাশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এ ব্যাপারে অ্যাপের ওটিপি পেতে বিএলওদের ওপর চাপ দিচ্ছেন ওই জেলাশাসকরা। একইসঙ্গে সিইও দপ্তরে আইটি-র গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অরুণ প্রসাদের বিরুদ্ধেও তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। অভিযোগ, সম্প্রতি বিজেপি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সিইও দপ্তরে বৈঠকের দিনেই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ফোন থেকে ফেসটাইমে প্রায় ২০ মিনিট ধরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের জন্য কমিশনের কাছে দাবিও জানান শুভেন্দু।

কলকাতায় কমিশনের দপ্তরে শুভেন্দু অধিকারী, শিশির বাজোরিয়া।

রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের সফরের মধ্যেই বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি লিখে এসআইআর স্থগিত রাখার দাবি করেছিলেন। এসআইআর করতে গিয়ে কমিশনের তাড়ায় বিএলওদের ওপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিন সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, বিএলওদের ওপর চাপ আছে এটা ঠিকই। তবে ৯৯ শতাংশ বিএলও-ই ভালো কাজ করছেন। তাঁদের জন্যই রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট কমিশনের প্রতিনিধিরা। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'অধিকাংশ বিএলও ভালো কাজ করছেন। আমরা ৬৭ জন বিএলওর বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি। এর থেকেই বুঝতে পারছেন রাজ্যের ৮০ হাজার বিএলওর তুলনায় সংখ্যাটা কত অল্প।' এসআইআর স্থগিত করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে এদিনও কড়া সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ভোট চুরি করেন না, গত ২৪-এর লোকসভা ভোটে ৭ দফায় বুথের ক্যামেরা বন্ধ রেখে ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন। ২৬-এর ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওভাবেই তা করতে পারবেন না। উনি সেই কারণেই আতঙ্কে আছেন। এসআইআর-কে দশকর্মা ভাণ্ডার বানাতে দেব না।'

বৃহস্পতিবার রাতেই কমিশন জানিয়েছিল, রাজ্যে প্রায় ৯৯.৭৩ শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়েছে। ১ কোটি ৯৫ লক্ষ পূরণ করা ফর্ম ডিজিটাইজ করা গিয়েছে। বিএলওদের এই কাজকে যথেষ্ট সন্তোষজনক বলেই মনে করছে কমিশন।

বিজেপির সদস্য 'বাংলাদেশি'

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : অনুপ্রবেশ ইস্যুতে যখন বিজেপি সরব, তখন বাংলাদেশ ও ভারত দুই জায়গাতেই ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগ উঠল গেরুয়া শিবিরের এক পঞ্চায়েত সদস্যের। স্বরূপনগরের হাকিমপুর-বিথারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুভাষচন্দ্র মণ্ডলের নাম এই পঞ্চায়েতের ১০০ নম্বর বুথে থাকলেও তিনি আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে দাবি তৃণমূলের। এই নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছে তৃণমূল। যদিও সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমি এর বেশি কিছু বলব না।'

বাংলা, ঝাড়খণ্ডে ইডি'র হানা

কলকাতা ও আসানসোল, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার সাতসকালে কয়লা পাচার ও চোরাচালানের তদন্তে নেমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে ২৫টি এবং ঝাড়খণ্ডের ১৮টি জায়গায় তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কলকাতা, হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম সহ রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছোয় ইডি। এই অভিযানে নেমে বান্ডিল বান্ডিল টাকা ও সোনা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ইডির পাশাপাশি এদিন লেকটাউনের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ব্যাংক প্রতারণা মামলায় অভিযান চালায় সিবিআইয়ের টিম।

কলকাতার সল্টলেকের একে ব্লক ও সিজে ব্লক, লেকটাউন, বাইপাস, হাওড়ার শিবপুর, সলপ মোড় ও বাঁকড়া, বর্ধমানের কুলটি সহ বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছোন তদন্তকারীরা। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সকাল ৬টা থেকে বিসিসিএলের ঠিকাদার ও কয়লা ব্যবসায়ী এলবি সিংয়ের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তাঁর ভাই কুম্ভনাথ, ব্যবসায়ী অনিল গোয়েল, সঞ্জয় খেমকা, বিনোদ মাহাতো,নারায়ণ খারকা, সানি কেশরির বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হয়। দুই রাজ্যে তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকা ও সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু নথি, ডিজিটাল রেকর্ড ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর আগেও সিবিআই ও ইডি বিসিসিএলে টেন্ডার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে এলবি সিংয়ের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায়। ২০২৩ সালে নারায়ণ খারকার বাড়িতেও হানা দেয়।

মেডিকেলে 'শ্লীলতাহানি'

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : কলকাতা মেডিকেল কলেজে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, এক ছাত্রীকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেছেন ওই অধ্যাপক। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত অ্যানাটমি বিভাগের ওই বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে প্রথমে কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারিণী। তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, ঘটনায় তাঁরা পুলিশি তদন্ত শুরু করবেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ কমিটিও বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

আক্রান্ত বিএলও

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক বিএলও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ফর্ম সংগ্রহ করতে যান বিএলও সন্তু চক্রবর্তী। ওই সময় স্থানীয় এক বাসিন্দা অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট বিএলওর দাবি, তাঁর পরিচয়পত্র দেখতে চান অভিযুক্ত। বিনা প্ররোচনায় তাঁকে মারধর করেন। ইতিমধ্যেই মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করানো হয়। আদালত তাঁকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এদিকে এসআইআর উদ্বেগে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না তাঁর। সেই কারণে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি। তাই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

নাও ছাড়িয়া দে...

শুক্রবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

দিলীপের মন্তব্যে অস্বস্তি, চুপ শমীক

সীমান্তে আবার ভিড় বাড়ছে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : গত সাতদিন ধরেই 'দেশে ফেরার' জন্য ভিড় জমছে স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে। শুক্রবার নতুন করে আরও শ'দুয়েক লোক বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে হাজির হন। কিন্তু সরকারিভাবে এখনও তাঁদের ফেরানোর ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ শুরু হয়নি। বিএসএফ সূত্রে জনা গিয়েছে, এখনও বিজিবির সঙ্গে তাদের কোনও ফ্ল্যাগ মিটিং হয়নি। ফলে তাঁদের দেশে ফেরাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পুলিশও এই ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তাঁরা নিজেদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে স্বীকার করলেও কেন বিএসএফ বা পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিনও বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। রাজ্য পুলিশের এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তিনি বলেন, 'কিছু বলার থাকলে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হবে।'

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসা অনুপ্রবেশকারীদের একাংশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। গত কয়েক বছরে নিউটাউন, বারাসত, মধ্যমগ্রামে থাকতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। মূলত বিভিন্ন বাড়ির পরিচারিকা ও দোকানের কর্মচারী হিসাবে তাঁরা কাজ করছিলেন। কাগজপত্র ঠিক না থাকায় আতঙ্কে তাঁরা ফিরতে চাইছেন। কিন্তু চোরাপথে এদেশ থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার দালালদের দর এক ধাপে অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা অনেকে হাকিমপুর সীমান্তেই আটকে রয়েছেন। পুলিশ ও বিএসএফ দু-পক্ষই তাঁদের দেখেও কোনও পদক্ষেপ করছে না। জমায়েতকারী ব্যক্তিরা নিজেদের অনুপ্রবেশকারী বলে দাবি করা সত্ত্বেও কেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে স্পষ্ট জবাব নেই বিএসএফ এবং পুলিশের। তবে সাংবাদিকদের আনাগোনা বাড়ার পরেই শুক্রবার থেকে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তাঁরা।

> অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ঢোকার দায় বিএসএফ-এরও। পুলিশ ও বিএসএফ টাকার জন্য এসব করে।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

এই ঘটনায় বিএসএফ-এর একাংশকেই দায়ী করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন সরাসরি তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের দেশে ঢোকার দায় বিএসএফ-এরও। পুলিশ ও বিএসএফ টাকার জন্য এসব করে।' দিলীপের এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে বঙ্গ বিজেপি। কারণ বিএসএফ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন। অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বারবার তৃণমূলকে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ। সেখানে দিলীপের এই মন্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দিকেই আঙুল উঠেছে। বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য এই প্রসঙ্গে কোনও কথা বলতে চাননি। তিনি বলেন, 'দিলীপদা কী বলেছেন আমি জানি না। সম্পূর্ণ না জেনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না।' দিলীপের এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা এতদিন যে কথা বলে আসছি, আজ দিলীপবাবু সেই কথাই বললেন। ফলে অনুপ্রবেশের দায় যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, তা তাঁর দলের নেতারাই স্বীকার করছেন।'

মঙ্গলে মতুয়া গড়ে মিছিল মমতার

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআর ইস্যুতে এবার মতুয়া গড়ে মিছিলের সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত মিছিল করার আগে বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে একটি সভাও করার কথা আছে তাঁর। মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ এলাকায় গত কয়েক বছর ধরেই বিজেপি দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। এবার মমতা সেখানে সভা ও মিছিল করে মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা দেবেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে বিএলএ-২-দের সঙ্গে সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিএলওদের সঙ্গে এলাকায় ঘোরার জন্য আগেই বিএলএদের নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু অনেক জায়গায় বিএলএরা সেই কাজ করছেন না বলেই অভিযোগ উঠেছে। তারপরই বিএলএদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের ডাক দিলেন অভিষেক। প্রায় ১০ হাজার বিএলএ ওই ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে কলকাতার মিছিলে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে প্রতাপগড় মাঠে পৌঁছোবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বেলা ১টায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে তিনি সভা করবেন। সেখান থেকে সড়কপথে যাবেন চাঁদপাড়া। চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার পথে তিনি মিছিল করবেন। ফের কলকাতায় হেলিকপ্টারে ফিরে আসার কথা তাঁর।

তবে শুধু মমতা নন, মতুয়া গড়ে দলীয় সংগঠনকে আরও চাঙ্গা করতে এবার মাঠে নেমেছেন অভিষেকও। শুক্রবার তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সেখানে ভোটারদের ফর্ম পূরণ ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে তিনি খোঁজখবর করেন। মতুয়া অধ্যুষিত এলাকার দিকে বিশেষ নজর দিতে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী বিধানসভায় মতুয়া নিয়ন্ত্রিত ৭৬টি বিধানসভাতেই প্রভাব ফেলতে চায় তৃণমূল। সেই কারণে বনগাঁ থেকেই কার্যত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দলে দলে হঠাৎ উধাও পরিচারিকারা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ঘর ছাড়ছেন গৃহ পরিচারিকারা। বাসিন্দারা বলছেন, কেউ বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন ১০ বছর আগে। কেউ বা আবার গত ৩০ বছর ধরে এখানেই সংসার পেতেছেন। বিরাটী, দমদম, মধ্যমগ্রাম, বিশরপাড়া, সল্টলেক, নিউটাউন, রাজারহাট সহ রেল কলোনিগুলিতে বহু পরিচারিকা থাকেন। কিন্তু এসআইআর ঘোষণার পর অনেকেই ফিরে যেতে চাইছেন নিজেদের দেশে। ওই এলাকাগুলিতে পরিচারিকার অভাবে ভুগছেন গৃহকর্ত্রীরা। দীর্ঘদিনের পরিচারিকারা আচমকা আসা বন্ধ করায় বাড়িতে বাড়িতে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। বাড়ির কাজ সামলাবে কে!

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউগড়িয়ার রেল কলোনির বাসিন্দা রিনা জানা। পরিচারিকা হিসেবে কাজ করেন দুই বাড়িতে। চার সন্তান নিয়ে এখানেই বাস তাঁর। বললেন, 'আমি ছোট থেকে ফুটপাথেই মানুষ। বাবা চলে যাওয়ায় তাঁকেও চিনতাম না। বিয়ের পর এখানে আসি। পরিচয়পত্র তৈরি হবে কীভাবে?' পরিচয়পত্রের অভাবে পরিচারিকাদের অধিকাংশের বক্তব্য, এসআইআরের ফলে পুশ ব্যাক হওয়ার থেকে ভালো নিজে থেকেই বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া। নিউটাউনের এক আবাসিকের কথায়, 'আমার বাড়ির গৃহ পরিচারিকা পাঁচদিন যাবৎ আসছেন না। ওঁর মুখেই শুনেছি, বাংলাদেশ থেকে ১০ বছর আগে অবৈধভাবে চলে এসেছিলেন এখানে। যাওয়ার আগে বললেন, এনআরসির ভয়ে তিনি ফের ওই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।' রাজারহাটের একটি আবাসনের বাসিন্দা সুমনা রায়ও পরিচারিকার অভাবে দুশ্চিন্তায়। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ির গৃহ পরিচারিকা গত ২৫ বছর ধরে কাজ করতেন। কিছুদিন ধরে এক অজানা আতঙ্ক ওঁর চোখেমুখে দেখেছি। বলেছিল, সবাই বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। এরপর তিনি আর ফিরে আসেননি। কীভাবে অফিস-সংসার একসঙ্গে সামলাব বুঝতে পারছি না।'

তবে পশ্চিমবঙ্গ গৃহপরিচারিকা সমিতির তরফে স্বপ্না ত্রিপাঠী বলেন, 'এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা ভিন রাজ্য থেকেও এখানে এসেছেন। পরিচয়পত্রের জন্য তাঁরা যখন বিহার, ওডিশা সহ নিজেদের রাজ্যে ফেরত যাচ্ছেন তখনই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা ভুল।' বৈষ্ণবঘাটার রেল কলোনিতে গত ২৮ বছর ধরে বাস করছেন গৃহপরিচারিকা মায়াবিবি শেখ। ছোট থেকেই জানেন না মা-বাবার পরিচয়। একাধিকবার আবেদন সত্ত্বেও পরিচয়পত্র তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মেয়েও কর্মসূত্রে মুম্বইয়ে ভোটার কার্ড বানিয়েছিলেন ২০০৭ সালে। এই রাজ্যেও তাঁর পরিচয়পত্র রয়েছে। নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে কি না, সেই নিয়ে ভয় বাড়ছে তাঁদের। মায়াবিবির আশঙ্কা, মেয়ে-নাতনি নিয়ে ওপার বাংলায় চলে যেতে হলে কর্মসংস্থানের কী হবে। মায়াবিবি, রিনার মতো একই পরিস্থিতি অন্যদেরও।

এসআইআর যোগের জল্পনা

রেললাইনের পাশে ক্রমশ ফাঁকা হচ্ছে বস্তি।

ভুল প্রশ্নে নম্বর, জানাল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : 'ভুল প্রশ্নে যাঁরা উত্তর দিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নম্বর পাবেন', প্রাথমিকের ভুল প্রশ্নের মামলায় এমনটাই জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেটে মোট ৪৭টি প্রশ্ন ভুল থাকা নিয়ে শুক্রবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে রিপোর্ট জমা দিয়েছে আদালত নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি। রিপোর্ট দেখার পরে বিচারপতির প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, 'যাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ও যাঁরা হননি তাঁরা প্রত্যেকেই নম্বর পাবেন।' তাই কোন পদ্ধতিতে, কীভাবে, কাদের কত নম্বর দেওয়া হবে তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের থেকে জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। সোমবার পর্ষদের বক্তব্য জানার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

এদিকে সরকার স্বীকৃত বেসরকারি স্কুলের আংশিক সময়ের শিক্ষকরাও শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, আবেদনকারীদের বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এছাড়াও একাধিক বিষয়ে এদিনও আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। তবে বিচারপতি এদিনও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, অযোগ্যরা কোনওভাবেই নিয়োগে অংশ নিতে পারবেন না। এক আবেদনকারীর অভিযোগ, অযোগ্যদের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিট, পার্সোনালিটি টেস্টে অস্বচ্ছতা নেই। মামলাটি মঙ্গলবার শুনানির জন্য ধার্য করা হয়েছে। আবার অভিযোগ, অনেকে নবম-দশমের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতার নম্বর পেয়েছেন কিন্তু একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে তা পাননি।

জলতরঙ্গে রাজ্যপাল

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ঘরের লোক হয়ে আমজনতার কাছে পৌঁছোলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গঙ্গা লাগোয়া গ্রামগুলি জলপথে ঘুরে বেড়ালেন শুক্রবার। খেলেন চপ আর চা। বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বললেন। নৌবিহারের পর নাজিরগঞ্জ, সাঁকরাইল ও বজবজের গ্রামগুলি টোটো করে ঘুরে বেড়ালেন সারাদিন। রাজ্যপালকে এভাবে কাছে পেয়ে বেশ খুশি সেখানকার বাসিন্দারা। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতেই এই উদ্যোগ। বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও বাংলার আত্মাকে জানতে মাঠে-ময়দানে নেমে কাজ করার জন্যই 'জলতরঙ্গ' নামক এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই গঙ্গা তীরবর্তী এলাকাগুলি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন সিভি আনন্দ বোস।

মাতৃ সম্মাননা

কদমতলি জুনিয়ার হাইস্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ও ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠান 'মাতৃ সম্মাননা'। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীর মায়েদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে এই কর্মসূচি শুধু বিদ্যালয় নয়, গোটা এলাকার মধ্যে এক মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দিল। সমাজে মা-দের ভূমিকা অপরিসীম— তাঁরাই সন্তানের প্রথম গুরু, প্রথম শিক্ষক ও জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। তাঁদের ত্যাগ, স্নেহ ও ভালোবাসা ভাষায় প্রকাশের অতীত। এই উপলব্ধি থেকেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বিশেষ আয়োজন করে। এমনকি মায়েদের অবদান প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সবার সামনে দেখানো হয় বলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শংকর দেব জানান। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। *– বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

সাহিত্য আসর

কিছুদিন আগে উৎসব ও সাহিত্য বিষয়ে রায়গঞ্জ পূর্বাশাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫৩তম সাহিত্য আসর। সংস্থা সম্পাদক যাদব চৌধুরী বললেন, 'উৎসব ও সাহিত্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। উৎসবের দিনে যেমন সাহিত্যপত্রগুলির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় তেমনি উৎসবকে বিষয় করেও অনেক সাহিত্য নির্মিত হয়।' আসরে সংগীত পরিবেশন করেন ধরিত্রী চৌধুরী, সঞ্চালক সুদেব রায় ও অমল বিশ্বাস। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান শুভব্রত লাহিড়ি, যাদব চৌধুরী, রথীন্দ্রকুমার দেব, খুশি সরকার, সুচিত্রা লাহিড়ি ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, শৈবাল কর্মকার প্রমুখ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী। অনুগল্প পাঠ করেন সমর আচার্য ও সৌরেন চৌধুরী। নিবন্ধ পাঠ করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য। *–সুকুমার বাড়ই*

অধিবেশন

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জ মঞ্চ একুশের ২৭৪তম অধিবেশন মমতা কুণ্ডুর গান দিয়ে শুরু হয়। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রিভু মোদক, জীবন মুন্সি, সংগ্রামী ভট্টাচার্য, সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুস্মিতা চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন রাহি মোদক, স্বপ্না বণিক ও তন্ময় চৌধুরী। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'কবিতা ও দর্শন - অন্বয় না অন্তরায় একটি পর্যালোচনা' সবার সামনে উপস্থাপন করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপকচন্দ্র বর্মন। সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র।

–সুকুমার বাড়ই

প্রতিবাদ

অসমে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বিতর্কের ঘটনায় সোচ্চার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সহ অন্যান্য সংগঠন। সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরের ঘড়ি মোড়ে এবং সুভাষগঞ্জ এলাকায় এই উপলক্ষ্যে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে কালিয়াগঞ্জ গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদ জানান।

– দীপঙ্কর মিত্র

রং ছড়াল স্বরাঞ্জলি

পণ্ডিত অরুণ ভাদুড়ি এবং বিদুষী গিরিজা দেবীর শিষ্য দিল্লির প্রবাসী আকাশবাণীর বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শঙ্কময় দেবনাথকে এক অন্তরঙ্গ মুডে পাওয়া গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে 'কালার্স অফ ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে। শাস্ত্রীয় সংগীত এবং নৃত্যের বর্ণাঢ্য উপস্থাপনায় আক্ষরিক অর্থেই এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল বর্ণময়। উদ্যোক্তা সংস্থা স্বরাঞ্জলির কর্ণধার বিশিষ্ট সেতারবাদক সুব্রত দে জানালেন, সংস্থার ২৫ বছর পূর্তিতে দেশের ২৫টি শহরে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, তার মধ্যে শিলিগুড়ি অন্যতম।

মঙ্গলদীপে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংস্থার ভারতীর উদয়কুমার দাস, পণ্ডিত দেবপ্রতিম রায়, সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সংগীতা চাকি, সহেলি বসু ঠাকুর, নিবেদিতা ভট্টাচার্য, বুলবুল বসু ও বর্ণালি বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ। সংগীতের পর্বে কথা ও গানের মধ্যে সেতু রচনা করেন অতসী দাশগুপ্ত। সংগীতাংশে ছিলেন মালবিকা চক্রবর্তী, মৌসুমি দাশগুপ্ত, সম্প্রীতা মিত্র, মৈত্রেয়ী দাস, রূপরেখা চট্টোপাধ্যায়, সোমা চক্রবর্তী। শিল্পীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুবীর ঠাকুর এবং হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে দ্বৈত তবলা লহরা পরিবেশন করেন কৃশানু সেন ও কৃষ্ণেন্দু সেন।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠানে দলগত নৃত্যে অংশগ্রহণ করে সুরবিতান, নৃত্যনীড়, সৃষ্টি। একক নৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীমতী সংগীতা চাকির পরিচালনায় বেশকিছু প্রতিভাবান শিল্পী নৃত্য পরিবেশন করে। প্রতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে নজর কাড়েন ডঃ পম্পি পাল, প্রসেনজিৎ দেব, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, আশিক সরকার, নীতিশা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি মণ্ডল। *–ছন্দা দে মাহাতো*

শিলিগুড়িতে 'কালার্স অফ ইন্ডিয়া' অনুষ্ঠানে।

আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা

ছন্দবদ্ধ।। *গাজোলে বিরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

বিরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষ এবং জয় জোহর মেলাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী নাচগানে মেতে উঠল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার অন্নদাশঙ্কর সদনে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় গাজোল ব্লকের ১৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতি নাচগানের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলে ছাত্রছাত্রীরা। বিচারকদের রায়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পান্ডুয়া একে হাইস্কুল, দ্বিতীয় আমশোল হাইস্কুল এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে হাতিমারি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। সংগঠক সনাতন টুডু বললেন, 'আবহমান কাল ধরে চলে আসা আদিবাসী সংস্কৃতিকে বর্তমান প্রজন্ম যে ভালোভাবে টিকিয়ে রেখেছে তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল এই প্রতিযোগিতা থেকে।'

–গৌতম দাস।

নাটকে ফুটল জীবন

রায়গঞ্জ দীপালি উৎসবের শহর। আর এ শহরে এই উৎসব ঘিরে মঞ্চস্থ হয় বিভিন্ন নাটক। উদয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ও দেহশ্রী ব্যায়ামাগারের পরিচালনায় দীপালি উৎসবে হয়ে থাকে এই সৃজনশীল আয়োজন। উদয়পুর দীপালি উৎসবে দু'দিনে চারটি নাটকে মূর্ত হল সমাজ-মনস্তত্ত্বের নানা আঙ্গিক। কিছুদিন আগে মঞ্চস্থ হয় চারটি ভিন্ন স্বাদের নাটক, যা দর্শকদের সামনে তুলে ধরে সমাজ এবং সম্পর্কের গভীরে লুকিয়ে থাকা নানা জটিলতা। প্রথম সন্ধ্যার প্রথম নাটক শিল্পাঙ্গন নাট্য সংস্থা নিবেদিত 'অবজ্ঞাত শর্বরী'। পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিমলকুমার শীল। এরপর মঞ্চস্থ হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সৃজন শাখার নাটক 'সদগতি'। দ্বিতীয় সন্ধ্যার প্রথম পরিবেশনা দেবীনগর জাগরী থিয়েটার গ্রুপের নাটক 'বন্দী যে জন'। সে দিনের শেষ নাটক উন্মুক্ত নাট্যদলের 'মায়া লাগে নিজের জন্যে'। এ ছাড়া রায়গঞ্জ দীপালি উৎসবে প্রতিযোগিতামূলক নাটকের আসর বসে। রায়গঞ্জ ও রায়গঞ্জের বাইরের নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রতিটি নাট্যদল তাদের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা এবং সার্বিক উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শুরু করে মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, জীবন ও সমাজের বহু স্তরকে মঞ্চের ভাষায় পরিবেশন করে তারা দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

–সুকুমার বাড়ই

আলোকিত গান উৎসব

শিলিগুড়ি শহরের পুরোনো দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী দম্পতি গোপাল কর্মকার ও নন্দিতা কর্মকারের ওপর আর একবার আলো ফেলল সমাজ সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রথম আলো। ক'দিন আগে দীনবন্ধু মঞ্চে গান উৎসব ২০২৫-এ আকাশবাণীর একসময়ের কিংবদন্তি শিল্পী যুগলকে এই জনপদের সংগীত পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করার জন্য জীবনকৃতি সম্মাননা দেওয়া হল। যোগ্য শিল্পী দম্পতিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে উদ্যোক্তারা নিঃসন্দেহে এই শহরের সংগীত রসিকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়ে রইলেন।

সমাজমাধ্যমে দেখনদারির রমরমার যুগেও এ শহরে নৃত্যে গুরু রুনু ভট্টাচার্য আর সংগীত জগতে গোপাল কর্মকার ও নন্দিতা কর্মকাররা বটবৃক্ষের মতো কয়েক দশক ধরে ছায়া দিয়ে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। এই শিল্পী দম্পতির হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রথম আলোর ছাত্রছাত্রীরা, মানপত্র পাঠ করেন সংস্থার কর্ণধার দীপক দাস।

প্রথম আলো কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবারে চারদিন ধরে তৃতীয় বর্ষ গান উৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ১৯২ জন শিল্পী তাঁদের সংগীতের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গের নবীন ও প্রবীণ প্রতিভাবান শিল্পীদের বড় মঞ্চে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতেই এই গান উৎসবের সূচনা হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধনীর দিনে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান।

বাইরের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দিনহাটার সূর্যশেখর মুস্তাফি, ইসলামপুরের সুমা পাল, বালুরঘাটের নিতাই মণ্ডল, কামাখ্যাগুড়ির প্রিয়ম ভৌমিক, চ্যাংরাবান্ধার সুনেত্রা বোস, মালবাজার থেকে সৃঞ্জয়িতা চক্রবর্তী, নীতা সাহা। আর শিলিগুড়ি শহরের শিল্পীদের মধ্যে শ্রোতাদের মন জয় করেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলেশ দাশগুপ্ত, নন্দিনী রাহা, সুব্রত দাস, ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, বুলবুল বোস, হেমশ্রী পাল, অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। চারদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে গান উৎসবের সঞ্চালনায় ছিলেন মিস্টু রায়, অর্পিতা চক্রবর্তী, সুলগ্না দত্ত, শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, মৌমিতা আচার্য ও নাসরিন সুলতানা।

— ছন্দা দে মাহাতো

নতুন উদ্যোগ

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোম-এ প্রকাশিত হয় কবি রুমি নাহা মজুমদারের অষ্টম গদ্যগ্রন্থ 'ভেসে যায় দরিয়ায়' ও উপন্যাস 'খেঁকশিয়ালের গান'।

পাশাপাশি, প্রকাশিত হয় রুমির শর্ট ফিল্ম 'ছাতা'ও। এদিন একটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রুমি নিজে সেখানে গান গেয়ে শোনান। জলায় জাগে পানকৌড়ি শিশু-কিশোর পত্রিকার পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন শাশ্বতী গুপ্তভায়া ভৌমিক। *–অনসূয়া চৌধুরী*

কবিতার বই

সম্প্রতি কোচবিহারের এক বিদ্যালয়ে তোর্ষা নদীর উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে 'তোর্ষার পাঁচালী' কবিতার বই প্রকাশিত হল। বইটি লিখেছেন কোচবিহারের প্রবীণ শিক্ষক হরিপদ পাল। বইটিতে মোট দশটি কবিতা রয়েছে। সেদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক চঞ্চলরঞ্জন দাশ, রামভোলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

–দেবদর্শন চন্দ

কলাকুশলীর 'আবোল তাবোল'-এর একটি মুহূর্ত।

শততম প্রযোজনা

৫১ বছর পেরিয়ে ক'দিন আগে জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'আবোল তাবোল'-এর প্রযোজনা করল কলাকুশলী। এটি ছিল সংস্থার শততম নাট্য প্রযোজনা। সুকুমার রায়ের কবিতাগুলি অবিকৃত রেখে হেড অফিসের বড় বাবুর জীবনের একটা জার্নি দেখানো হল। কীভাবে শান্তশিষ্ট খেয়ালখোলা এক শিশু জীবনের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে, লোভের খুড়োর কলে পড়ে, একুশে আইনের দুনিয়ায় এসে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে এক ভয়ংকর রাগি রামগরুড়ের ছানায় পরিণত হল সেটাই দেখাল এ নাটক। এর সঙ্গে ছিল সুকুমার রায়ের গানের গুঁতো, দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম ও শব্দকল্পদ্রুম নিয়ে একটি কবিতার কোলাজ। তারপর ছিল চিরকালীন 'পাজিপিটার' অবলম্বনে নাটক 'পিটার ভালো?' ভরা প্রেক্ষাগৃহে কচিকাঁচাদের সঙ্গে বড়দের মিশেলে সুকুমার রায়কে উৎসর্গীকৃত এ নাট্যসন্ধ্যা স্মরণীয় হয়ে রইল। একইসঙ্গে কলাকুশলীর ১০০তম নাট্য প্রযোজনা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা যুক্ত করল। *– নিজস্ব প্রতিবেদন*

হারায়ে খুঁজি

রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট মঞ্চে কিছুদিন আগে একটি অন্যরকম পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিবেশিত হল। ঋষি প্রযোজনায় 'হারায়ে খুঁজি' নামে এই নাটকের রচয়িতা এবং নির্দেশনায় রয়েছেন রায়গঞ্জের ঘরের ছেলে শংকর রায়। অভিনয় করেছেন শংকর নিজেও। বাকি অভিনেতারা হলেন অরুন্ধতী রায়, শৌভিক দাস, বিপ্লবকুমার পাল, তন্ময় চৌধুরী, বিনায়ক দাস এবং মানস দত্ত। এ নাটকের সার্বিক অনুপ্রেরণায় কৌশিক চৌধুরী। মঞ্চ ও রূপসজ্জায় অরূপ ধর। আবহসংগীতে এবং আলো প্রক্ষেপণে রয়েছেন যথাক্রমে প্রশান্ত ঘোষ এবং রতন রায়। এই নাটকে দেখা গেল তিন প্রজন্মের অনর্গল খোঁজ। প্রাণের ভয়ে ফেলে আসা জন্মভূমিতে ফেরার দুর্বার আকুলতা। নিজেকে খুঁজতে পথে নেমে নতুন করে অন্য এক লড়াইয়ে মরিয়া অবসরপ্রাপ্ত এক ইঞ্জিনিয়ার। লক্ষ্য আঁধার থেকে এই প্রজন্মকে রক্ষা করা। মোবাইল দানবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর শোনা গেল নাটকে। মূল্যবোধের ইমারতে বাস করার প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চজুড়ে। সময়ের হালখাতায় ধরা দিল বাবা-মায়ের আড়ম্বর ব্যস্ততায় বিপদগ্রস্ত সন্তানের শেষ হয়ে যাওয়ার ছবি। *–সুকুমার বাড়ই*

আঁধারে আলো

জগদ্ধাত্রীপুজোর নবমীর সন্ধ্যায় জগৎ কল্যাণ পুজো কমিটি উত্তর সুকান্তনগরে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শামিল হয় ভিমবার ব্লাইন্ড স্কুলের ছেলেমেয়েরা। ওদের চোখে আঁধার হলেও জীবন রংয়ে ভরপুর। জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে বেতার শেখ বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনায়। সমবেত নৃত্য পরিবেশনায় ছিল দীপশিখা দাস, বর্ণালী ঠাকুর, রাধা ঠাকুর, মিলিয়ানী মিঞ্জ, সুজিতা টিগ্গা, ক্যাটরিনা টিগ্গা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ছিল বৃহন্নলাদের পরিবেশিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'। *–সম্পা পাল*

বিশেষ অনুষ্ঠান

পুজোকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের মহারাজা শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাব কিছুদিন আগে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ক্লাব সদস্য ও তাঁদের পরিজনদের নাচ-গান-কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। অণিমা মিশ্র, সুদেষ্ণা হাঁসদা সুর গান শোনান। ডাঃ তাপস আইচ সংগীতে শ্রদ্ধা জানান সলিল চৌধুরী ও ডঃ ভূপেন হাজারিকাকে। ঋতুপর্ণা সংগীতে স্মরণ করলেন অকালপ্রয়াত জুবিন গর্গকে। ঋতুরাজ-রোহিতের কবিতা পাঠ এবং সবশেষে ময়ূখের নৃত্য অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য আনে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বনানী আইচ। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

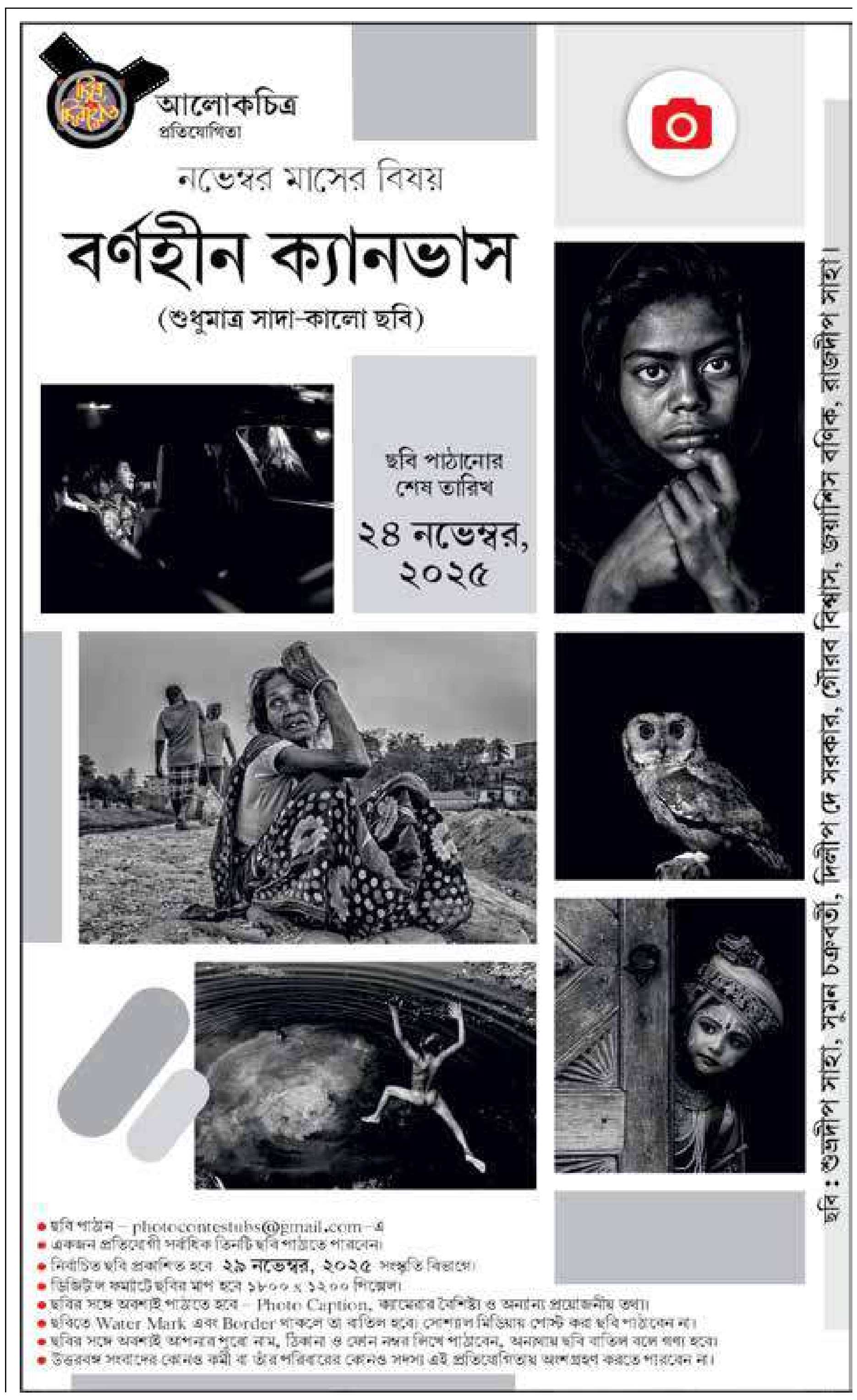

বইটই

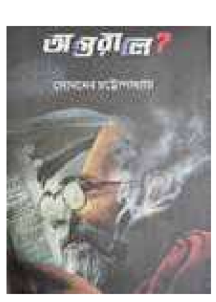

সরল ধোঁয়াশা

উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এক অনামী সন্ন্যাসী অবস্থান করেছেন ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। পরবর্তীতে অন্তত তিনজন বিশিষ্ট হস্তাক্ষর/ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ মত দিয়েছেন সন্ন্যাসী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাতের লেখা একই ব্যক্তির। তবুও গোটা বিষয়টি নিয়ে অনেক ধোঁয়াশা। সবই পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন সোমদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বই **অন্তরালে?**–র মাধ্যমে। প্রচুর তথ্যে ভরপুর বইটি আগ্রামী প্রজন্মের জন্য রীতিমতো এক দলিল হয়ে থাকবে। সোমদেব ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি'র পড়ুয়া। এর আগে তাঁর লেখা তিনটি বই পাঠক মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এটি তাঁর চতুর্থ বই। সুজয় গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রকাশন উডপেকার।

মজার খেলা

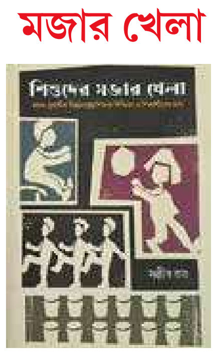

লাঠি ছাড়ো বল ধরো, চোখ বেঁধে বল রাখো, গোল দাগে লাফানো। এমন কতই না মজার খেলা। আজকের ছোটদের দুনিয়া থেকে নানা খেলাই হারিয়ে গিয়েছে। স্কুল পড়ুয়া ছোটদের জন্য সঞ্জীব রায় তাঁর বই **শিশুদের মজার খেলায়** এমন বহু মজার খেলা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। বিশেষত্ব বলতে বইটিতে এমন কিছু খেলার বিষয়ে বলা হয়েছে যেগুলি সামান্য উপকরণ দিয়ে স্বল্প পরিসরে স্কুলের প্রাঙ্গণ, বারান্দা বা ক্লাসরুমে অনায়াসে পরিচালনা সম্ভব। বেশ কয়েকটি লেখার সঙ্গে ছবি ও বিস্তারিত ডায়াগ্রাম দেওয়া রয়েছে। এই বই ছোটদের কাছে রীতিমতো গুপ্তধন হিসেবে ধরা দিতে পারে।

লড়াই চলছেই

হয়তো প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র। কিন্তু সাহিত্যের উত্তরণের স্বার্থে লড়াইটা লড়তে বড়সড়ো চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্রিকা **চষেল**। সেই চেষ্টারই অঙ্গ হিসেবে পত্রিকার ২০তম বর্ষে **শারদ সংকলন** পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, অণুগল্পে ঠাসা সংখ্যাটি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পুনর্জীবন নিয়ে ডঃ বিপুলকুমার সরকারের লেখা প্রবন্ধটি বেশ তথ্যবহুল। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে গজেন মণ্ডলের লেখাটি পড়তে ভালো লাগে। এতগুলি বছর ধরে কীভাবে তাঁরা তাঁদের পথচলা অব্যাহত রেখেছেন তা পত্রিকার সম্পাদক অমিয়কুমার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন।

সহজসরল ১৪

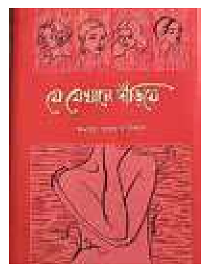

অনসূয়া সরকার বিশ্বাস জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির। স্কুলে পড়ান। আবৃত্তি করেন। আর অবসর সময়টায় লেখালেখিতে ডুবে থাকেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাড়াও বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন আগে জলপাইগুড়িতে আয়োজিত তিস্তা সাহিত্য উৎসবে অনসূয়ার গল্প সংকলন **যে যেখানে দাঁড়িয়ে** প্রকাশিত হয়েছে। ১৪টি গল্পের এক অনন্য সংকলন। বিষয়বস্তু ছড়িয়ে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক থেকে শুরু করে বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভোগা মানুষের কষ্ট, বন্ধুত্বের সহজসরল রসায়ন থেকে শুরু করে জীবনে বাঁচার রসদ খোঁজা, এমন অনেক কিছুতেই। সহজসরল ভাষায় লেখা গল্পগুলি পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে। ঋতুপর্ণা খাটুয়ার আঁকা প্রচ্ছদ আলাদাভাবে চোখ টানে।

ছন্দের টানে

'সামনের বাড়িটির দিকে/সময় পেলে চেয়ে থাকি/চোখে পড়ে সোফা টেবিল/স্কুল ব্যাগ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি।' সুশীল মণ্ডলের লেখা 'সামনের বাড়িটি' কবিতাটি এভাবেই শুরু হচ্ছে। আরও ৭১টি কবিতাকে সঙ্গী করে সেই কবিতা ঠাঁই পেয়েছে কবির বই **নির্বাচিত প্রেমের কবিতায়**। সুন্দরবনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি প্রচণ্ড টান। প্রেম-সঞ্চার ও কাব্যের লালিত্যে ভরপুর এই বইয়ের প্রতিটি কবিতা পাঠকের নিশ্চিতভাবে ভালো লাগবে। হাজার দুয়ারির কবিতায় কবি লিখেছেন, 'দিনান্তে নিরেট একখানা সন্ধ্যা/মহুয়ার গন্ধ ছড়াতে নিজেকে তৈরি করছে/আমি তোমার জন্য হাট খুলে রাখি/হাজার দুয়ারি।' সহজসরল একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুব্রত চৌধুরী।

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ।

দুবাইয়ে ভাঙল তেজস হত পাইলট

দুবাই, ২১ নভেম্বর : গোটা বিশ্বের সামনে আচমকা ভূলুণ্ঠিত হল ভারতীয় বায়ুসেনার গর্ব-তেজস যুদ্ধবিমান। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টো ১০ নাগাদ দুবাই এয়ার শো-এ কসরত দেখানোর সময় ভেঙে পড়ে একটি তেজস যুদ্ধবিমান। নিহত হন পাইলট উইং কমান্ডার নমাংশ সায়াল। তিনি হিমাচলপ্রদেশের কাংরার বাসিন্দা। কীভাবে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল তা খুঁজে বের করতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। যেটি ভেঙে পড়েছিল সেটি ছিল সিঙ্গল সিট লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট।

দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্ট্রালের আল মাকতৌম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রদর্শনীর সময় দেশ-বিদেশের দর্শনার্থীদের সামনে আকাশে কসরত দেখাচ্ছিল ভারতীয় বায়ুসেনার তেজস। আচমকা যুদ্ধবিমানটি গোঁত্তা খেয়ে নীচে নামতে শুরু করে। চোখের নিমেষে মাটিতে আছড়ে পড়ে তেজস। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। আগুন আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে ওপরের দিকে। গোটা দৃশ্যটির ভিডিও ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তখনও অবশ্য স্পষ্ট হয়নি, তেজসের পাইলট বেঁচে আছেন কিনা। তিনি বিমান থেকে বেরোতে পেরেছেন কিনা সেটাও ছিল অস্পষ্ট। শেষমেশ বায়ুসেনার তরফে এক্স বার্তায় পাইলটের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ।

> দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার একজন সাহসী পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। এই মর্মান্তিক সময়ে তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।
>
> **রাজনাথ সিং**

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শোকবার্তায় বলেছেন, ‘দুবাই এয়ার শো চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার একজন সাহসী পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। এই মর্মান্তিক সময়ে ওই পরিবারের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।’ অপরদিকে রাহুল গান্ধি শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, ‘দুবাই এয়ার শো-এ তেজস ভেঙে পড়ার ঘটনায় আমাদের বায়ুসেনার একজন বীর পাইলটের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ওঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। দেশ তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। ওই পাইলটের সাহসিকতা ও সেবাকে সম্মান জানাচ্ছে।’

রাষ্ট্রায়ত্ত হ্যালের তৈরি তেজস আগেও দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। গতবছর মার্চে জয়শলমেরের কাছে ভেঙে পড়েছিল তেজস। সেবার অবশ্য পাইলট ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ২০২১ সালে ৮৩টি তেজস চেয়ে হ্যালের সঙ্গে চুক্তি করে কেন্দ্র। বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে তেজস বিক্রি নিয়ে কথাবার্তাও চলছে।

নক্ষত্র পতন... শুক্রবার দুবাই এয়ার শো-এ বায়ুসেনার তেজস যুদ্ধবিমান ওড়ার কয়েক মুহূর্ত পর ভেঙে পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথায় নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জোহানসবার্গে। শুক্রবার। - পিটিআই

সুইসাইড নোট বিএলও-র, কাঠগড়ায় এসআইআর

আহমেদাবাদ, ২১ নভেম্বর : বিএলওদের মৃত্যুমিছিল চলছেই। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, রাজস্থানের পর এবার গুজরাটেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত কাজের চাপের বলি হলেন আরও এক বিএলও। শুক্রবার গির সোমনাথ জেলার দেবলি গ্রামের অরবিন্দ মুলজি বাধের নামে পেশায় স্কুলশিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে যে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন অরবিন্দ। স্ত্রীকে লেখা সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন, ‘আমি আর এসআইআরের কাজ করতে পারছি না। গত কয়েকদিন ধরে আমি ক্লান্ত বোধ করছি এবং মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছি। নিজের আর আমাদের ছেলের দিকে খেয়াল রেখো। আমি তোমাদের দুজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। কিন্তু এই চরম পদক্ষেপ করা ছাড়া আমার কাছে আর কোনও পথ নেই।’

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, কেরলে একাধিক বিএলও মৃত্যুর ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর কাজ বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে।

গুজরাটে বিএলও-র আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা জেলার বিএলও-রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শিক্ষক সংগঠনগুলি জানিয়েছে, অরবিন্দের আত্মহত্যা মোটেই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং লাগাতার প্রশাসনিক চাপের প্রত্যক্ষ ফল হল এই ঘটনা। জেলা শাসক এনভি উপাধ্যায় বলেন, ‘আমরা এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অরবিন্দ কখনও কোনও চাপের কথা বলেননি। উনি এসআইআরের কাজ ৪৩ শতাংশ করে ফেলেছেন। ওঁর ওপর যে এতটা চাপ পড়ছে সেই কথা উনি আগে কখনও বলেননি।’

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে সারা দেশে এসআইআর করার বিরোধিতা করে যে মামলাগুলি হয়েছে তাতে নির্বাচন কমিশনের কৈফিয়ত তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে মাত্র ১৭ দিনে এসআইআর-এর কাজ শেষ করে দেশে নজির গড়েছেন কোচির দুই বিএলও। এনুমারেশন ফর্ম বিলি, নাগরিকদের পূরণ করা ফর্ম বিলি, নাগরিকদের পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করে সেগুলি যাচাই করে জমা দেওয়া ও ডেটি এন্ট্রির কাজ ১৭ দিনে শেষ করে ফেলেছেন তাঁরা।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। আত্মঘাতী জঙ্গি চিকিৎসক উমর এবং ধৃত বেশ কয়েকজনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ দাবি করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ধৃত সিদ্দিকিও ইডি-র হেপাজতে।

ইউনিভার্সিটির পরিবেশ থমথমে। চারিদিকে পুলিশ। কখনও আসছে ইডি, কখনও এনআইএ-র কর্তারা। এই আবহে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের পঠনপাঠন।

দিল্লি, চণ্ডীগড়, লখনউ, হলদওয়ানির একঝাঁক পড়ুয়া আল ফালাহ-য় ভর্তি হয়েছেন। লালকেল্লা কাণ্ডের পর তাঁদের অনেকেই বাড়ি ফিরে যান। ক্লাস শুরু হওয়ার খবর পেয়ে ফের এসেছেন। এক শিক্ষার্থীর বাবা

আল ফালাহ

বললেন, ‘দিল্লির ঘটনায় আমরা ভীষণ ভয় পেয়েছি। মেয়েকে তখনই বাড়ি চলে আসতে বলি। আজও বলতে পারছি না এখানে মেয়েকে রাখার সিদ্ধান্ত ঠিক হচ্ছে কি না। কিন্তু বিকল্পই বা কী? আমরা তো ওর পড়াশোনার ক্ষতি করতে পারি না।’

লখনউয়ের বাসিন্দা সুশীল মেহতার কথা, ‘আমার ছেলে এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রচুর খেটেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত সবার মনে আস্থা ফেরানো। আমরা চাই স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা।’

উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেছেন, ‘এখন যদি এই ইনস্টিটিউশন ছেড়ে দিই তাহলে আমার একটা বছর নষ্ট হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে কী যে হবে জানি না।’ এক পড়ুয়া অবশ্য বলেছেন, কর্তৃপক্ষ তাঁদের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।

বিস্ফোরক তৈরিতে আটাকলের যন্ত্রপাতি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণ ও হরিয়ানার ফরিদাবাদে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার যোগসূত্র ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিল গনাইয়ের ফরিদাবাদের ভাড়াবাড়ি থেকে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করেছিল হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথবাহিনী। এবার সেই বাড়িতেই হদিস মিলল একটি আটাকলের। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি। গোয়েন্দাদের মতে, ওই আটাকলের আড়ালে চলেছিল বিস্ফোরক তৈরি ও তা মজুতের কাজ। সম্ভবত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়াকে আলাদা করতে আটাকলের যন্ত্রপাতি কাজে লাগাত মুজাম্মিল শাকিল ও তার সঙ্গীরা। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়া আলাদা হয়ে গেলে সেটিকে আরও মিহি করতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত।

যে বাড়িটি মুজাম্মিল ভাড়া নিয়েছিল সেটির মালিক একজন ট্যাক্সিচালক। ওই চালককে জেরা করছেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র আধিকারিকরা। জেরায় তিনি জানিয়েছেন, ৪ বছর আগে আল ফালাহ হাসপাতালে ছেলেকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন গাড়িচালক। সেই সূত্রে চিকিৎসক মুজাম্মিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মুজাম্মিলের অনুরোধে বাড়িভাড়া দেন। ভাড়া নেওয়ার দিনকয়েকের মধ্যে আটাকলের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে মুজাম্মিল। জানায়, সেগুলি নাকি তার বোনের বিয়ের উপহার।

এদিকে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, মুজাম্মিল সহ ধৃত চিকিৎসকদের সঙ্গে যে বিদেশি শক্তির যোগ ছিল সেই ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ফরিদাবাদ কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া এক চিকিৎসকের কাছে বিদেশ থেকে বিস্ফোরক তৈরির ভিডিও পাঠানো হত। তবে সেই চিকিৎসকের নাম জানা যায়নি। এ পর্যন্ত এই ধরনের ৪২টি ভিডিওর খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। ফরিদাবাদে বিস্ফোরক তৈরির সঙ্গে অন্তত ৩ জন বিদেশি হ্যান্ডলার জড়িত ছিল। তাদের নাম হানজুল্লা, নিসার ও উসকা। যদিও এগুলি তাদের আসল নাম নয় বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

ফরিদাবাদ কাণ্ড

- মুজাম্মিলের ভাড়াবাড়িতে মিলেছে আটাকলের হদিস
- উদ্ধার বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি
- আটাকলের আড়ালে চলেছিল বিস্ফোরক তৈরি ও মজুতের কাজ
- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে ইউরিয়াকে আলাদা করতে আটাকলের যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো হত

চিনাদের ভিসার সুযোগ বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : শীতের শুরুতে ভারত-চিন সম্পর্কে বরফ গলার ইঙ্গিত। চলতি সপ্তাহ থেকে চিনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ভারত। বিশ্বের সব ভারতীয় দূতাবাস এবং কনসুলেটগুলি থেকে চিনারা পর্যটন ভিসা পাওয়ার সুযোগ পাবেন বলে শুক্রবার কূটনৈতিক সূত্রে জানানো হয়েছে। ২০২০-র গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে বন্ধ থাকার পর গত জুলাইয়ে চিনা পর্যটকদের জন্য ভিসা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিল কেন্দ্র। তবে এতদিন তা সীমিত পরিসরে চলছিল। চিনা নাগরিকরা শুধু বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাস এবং সাংহাই, গোয়াংঝু ও হংকংয়ের কনসুলেটে ভিসার জন্য আবেদনপত্র জমা করতে পারতেন। এবার তার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি করা হল।

বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত কয়েকমাসে ভারত, চিন দু-পক্ষই পারস্পরিক আস্থা বর্ধক পদক্ষেপ হিসাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অক্টোবর থেকে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। সেই ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে এবার আরও বেশি চিনা নাগরিককে ভারত ভ্রমণের সুযোগ দিল কেন্দ্র।

সরকারি কর্মীদের নির্দেশ

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : সাংসদ, বিধায়করা এলেই সরকারি কর্মীদের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্ভাষণ জানাতে হবে। তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। মহারাষ্ট্র সরকারের সমস্ত দপ্তরে এই সরকারি নির্দেশ মানতে হবে। মানা না হলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বিজ্ঞপ্তিটি বৃহস্পতিবার দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

বিস্ফোরণে নিহত ১৫

ইসলামাবাদ, ২১ নভেম্বর : পাক পঞ্জাবের ফয়সালাবাদে শুক্রবার একটি আঠা তৈরির কারখানার বয়লার ফেটে মৃত্যু হল ১৫ জনের। আহতের সংখ্যা জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণ শোনা গিয়েছে বহু দূর থেকে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে কারখানার একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কারখানাটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি ফয়সালাবাদের ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।

বাংলাদেশে ভূমিকম্পের বলি ১০

ঢাকা, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার ভারতে তখন সকাল ১০টা ৮। ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে উঠেছিল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ। প্রায় ১৮ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছে অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে। যদিও এদেশে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বাংলাদেশে। শুধু ঢাকাতেই মারা গিয়েছেন ৩ জন। আহতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে ঢাকার কসাইটুলি এলাকার একটি বহুতলের রেলিং ভেঙে পড়েছে রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথচারীদের ওপর। ঘটনায় এক ডাক্তারি পড়ুয়া সহ ৩ জন মারা গিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দেওয়াল ধসে একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নরসিংদিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

এদিনের কম্পনের উৎস ছিল নরসিংদি জেলার মাধবদী থেকে ১৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.৫। ভারতের ভূ-তাত্ত্বিক সংস্থার মূল্যায়ন অনুযায়ী, কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৭। শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্পে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম। তাঁর মতে, ভূমিকম্পের তীব্রতার তুলনায় বাংলাদেশে হতাহতের ঘটনা বেশি হয়েছে। আহতদের অধিকাংশ প্যানিক অ্যাটাকের শিকার বলে জানিয়েছেন তিনি।

তবে এবারের ভূমিকম্পকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পূরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক তথা ভূমিকম্প গবেষক মেহেদি আহমেদ আনসারি। তিনি বলেন, ‘বড় ভূমিকম্প হওয়ার আগে ছোট ছোট ভূমিকম্প হয়, এটি তার আগাম বার্তা।’

ভূমিকম্পের পর বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বাসিন্দারা। শুক্রবার ঢাকায়।

অন্তর্বর্তী জামিন নামঞ্জুর মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : স্বস্তি পেলেন না তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেনি দিল্লি হাইকোর্ট।

সংসদে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে কৃষ্ণনগরের সাংসদের বিরুদ্ধে সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেয় লোকপাল। ১২ নভেম্বর লোকপালের পূর্ণ বেঞ্চ মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের অনুমতি দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। ওই অনুমতি বাতিল করা ও তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া— দুটি আবেদনই দিল্লি হাইকোর্টে করেছিলেন মহুয়া। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত রায় এদিন স্থগিত রেখেছে। অন্তর্বর্তী জামিন দেয়নি।

তাল ঠুকছেন সিদ্দা-ডিকেএস

মুখ্যমন্ত্রী বদলের জল্পনা কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ২১ নভেম্বর : রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’র পর কর্ণাটক জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। অথচ সেই কর্ণাটকই এখন কংগ্রেসের গলার কাঁটা। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বনাম উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের স্নায়ুযুদ্ধে ফের সরগরম কন্নড় রাজনীতি। শীঘ্রই রাজ্য মন্ত্রীসভায় রদবদল করতে পারেন সিদ্দারামাইয়া। তার আগে শুক্রবার কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে মুখ্যমন্ত্রী পদে পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে দরবার করেন ডিকে শিবকুমারের গোষ্ঠীর অন্তত ১০ জন বিধায়ক। তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রীও রয়েছে।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, ‘হাইকমান্ডই সমস্ত রদবদল ঘটায়। তারা কি কিছু বলেছে? আমি বা অন্য কেউ হাইকমান্ডের থেকে সেরকম কিছু শুনিনি। ডিকে শিবকুমার, আমি এবং প্রত্যেকে হাইকমান্ডের কথা শুনে চলি। আমিই বাজেট পেশ করব। আমিই কুর্সিতে থাকছি। আগামীকাল আমি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করব।’ কোনও বিধায়ক যাতে বিভ্রান্তিকর তথ্য হাওয়ায় ভাসাতে না পারেন সেই জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিতে বলেছেন সিদ্দারামাইয়া।

অপরদিকে ডিকে শিবকুমার বলেন, ‘দলাদলি আমার রক্তে নেই। ১৪০ জন বিধায়কই আমার বিধায়ক। তাঁরা প্রত্যেকেই মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পুরো পাঁচ বছরই থাকবেন। আমি ওঁকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আমরা সবাই ওঁর সঙ্গে আছি।’

কিন্তু শিবকুমারের এহেন নিস্পৃহ উত্তরে জল্পনা থামছে না। কংগ্রেসের একাংশের দাবি, কর্ণাটকে সরকার গঠনের সময়ই ঠিক হয়েছিল, প্রথম আড়াই বছর সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। বাকি আড়াই বছর শিবকুমার কুর্সিতে বসবেন। মূলত সোনিয়া গান্ধির হস্তক্ষেপেই শিবকুমার এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন বলে সূত্রের দাবি।

‘পাতালে’ হামাসের ডেরায় তল্লাশি

জেরুজালেম, ২১ নভেম্বর : প্যালেস্তাইনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি হয়েছে নামেই। লড়াই থামেনি। এই পরিস্থিতিতে প্যালেস্তাইনের রাফায় হামাসের এক গোপন সুড়ঙ্গের খোঁজ পেল আইডিএফ-এর দুই এলিট ইউনিট। তারা জানিয়েছে, সুড়ঙ্গটি মাটি থেকে ২৫ মিটার গভীরে। সাত কিলোমিটার বিস্তৃত সুড়ঙ্গটি যেন পাতালপুরী। তাতে ৮০টি ঘর। সুড়ঙ্গে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার

হল ইজরায়েলি সেনা অফিসার লেফটেন্যান্ট হাদার গোল্ডিনের দেহাবশেষ। ২০১৪ সালে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন গোল্ডিন।

সুড়ঙ্গের ঘরগুলি ব্যবহার হয় অস্ত্র মজুত, হামাস যোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার জন্য। সুড়ঙ্গটি রয়েছে রাফার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়। সুড়ঙ্গের ওপরে রয়েছে ইউনাইটেড নেশনস এজেন্সি ফর প্যালেস্তাইন রিফিউজিস-এর কম্পাউন্ড, মসজিদ, ক্লিনিক, কিন্ডারগার্টেন-এর মতো বহু অসামরিক ভবন।

স্বরাষ্ট্র আর নীতীশের নয়

পাটনা, ২১ নভেম্বর : বিজেপির চাপের সামনে শেষমেশ নতিস্বীকার করতেই হল মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে। দু-দশক পর বিহারের গৃহ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া হল তাঁর। শুক্রবার থেকে বিহারের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধরী। জেডিইউ এই দপ্তরটি হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। এই নিয়ে দুই শরিকের মধ্যে জটিলতাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষমেশ বিজেপির হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় নীতীশ কুমার। স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিজেপির হাতে চলে যাওয়ায় এটা স্পষ্ট, নীতীশ এখন থেকে শুধু নামেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। আদতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে বিজেপির হাতে।

এদিন রাজ্যের নতুন মন্ত্রীদের দপ্তরবণ্টন করা হয়। অপর উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিনহা সামলাবেন ভূমি সংস্কার, রাজস্ব, খনি ও ভূতত্ত্ব দপ্তর। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়ালকে শিল্প এবং মঙ্গল পান্ডেকে স্বাস্থ্য ও আইন দপ্তর দেওয়া হয়েছে। বিজেপির রামকৃপাল যাদবকে কৃষি, রমা নিষাদকে অনগ্রসর ও অত্যন্ত অনগ্রসর উন্নয়ন, নীতিন নবীনকে সড়ক নির্মাণ ও পুর উন্নয়ন, শ্রেয়সী সিংকে তথ্যপ্রযুক্তি ও ক্রীড়া দপ্তর দেওয়া হয়েছে। এদিকে নীতীশ কুমারের নতুন মন্ত্রীসভাকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও অপরাধীদের মন্ত্রীসভা বলে কটাক্ষ করেছেন জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর।

কিশোরের আত্মহত্যায় ১৮ মাসের হেনস্তার রিপোর্ট

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : দিল্লি, জয়পুর, রেওয়া...। কোথাও শিক্ষকদের দুর্ব্যবহার-মারধর, কোথাও আবার সহপাঠীর সঙ্গে মান-অভিমান, বিভিন্ন অভিযোগে পড়ুয়াদের পরের পর আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা গোটা দেশের স্কুলশিক্ষার কাঠামোকেই যেন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দিনকয়েক আগে মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল দিল্লির একটি নামী স্কুলের পড়ুয়া বছর ১৬-র শৌর্য প্যাটেল। সুইসাইড নোটে স্কুলের শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ করেছে শৌর্য। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে নভেম্বরের শুরুতে জয়পুরের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আমাইরা মিনা স্কুলের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হয়েছে। ঘটনার তদন্তের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড সিবিএসই যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের উদ্বেগ চরমে পৌঁছেছে।

রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, টানা ১৮ মাস ধরে স্কুলে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হচ্ছিল আমাইরা। শ্রেণি শিক্ষিকা পুনীতা শর্মার কাছে দিনের পর দিন সহপাঠীদের কয়েকজনের আচরণে তার সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল আমাইরা। এমনকি যে দিন শিশুটি আত্মঘাতী হয়েছিল সেদিনও ৪৫ মিনিট ধরে পুনীতা ম্যামের কাছে সাহায্য চেয়েছিল সে। সহপাঠীদের আচরণ যে তাকে বিব্রত করছে ম্যামকে সেই কথা বলেছিল আমাইরা। পাত্তা দেননি পুনীতা শর্মা। উলটে শ্রেণি শিক্ষিকা ছাত্রীকে চিৎকার করে ধমক দেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘আমাইরা পাঁচবার শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল এবং শেষ ৪৫ মিনিট ক্রমাগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তাকে কোনও সহায়তা দেওয়া হয়নি। তাকে সমর্থন করার বদলে পুনীতা ম্যাডাম সমস্যাটি উড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে বারবার চিৎকার করতে এবং এমন কিছু বলতে দেখা গিয়েছে যা পুরো ক্লাসকে অবাক করে দিয়েছিল।’

শিশুটি আত্মঘাতী হওয়ার আগে তার অভিভাবকরা অন্তত ৩ বার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সমস্যার গুরুত্ব আঁচ করতে পারেননি কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ‘অক্টোবরে আমাইরা এক সহপাঠীকে ‘হ্যালো’ বলেছিল। সেই শব্দকে বিকৃত করে সবার সামনে ‘আই লাভ ইউ’ বলে প্রচার করা হয়। যা চরম অস্বস্তিতে ফেলে আমাইরাকে।’ আমাইরার মা একটি ভিডিও ফুটেজ জমা দিয়েছেন, যেখানে মেয়েটিকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘আমি স্কুলে যেতে চাই না মা। সবাই আমাকে কষ্ট দেয়... দয়া করে আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমাকে অন্য স্কুলে ভর্তি কর।’ চতুর্থ শ্রেণির ক্লাস হচ্ছিল একতলায়। সেই ক্লাসের এক ছাত্রী কীভাবে পাঁচতলায় উঠে গেল সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। দুর্ঘটনা ঠেকাতে স্কুল ভবনে যে জাল লাগানোর কথা ছিল তাও হয়নি। প্রশ্ন একাধিক, উত্তর নেই।

বরখাস্ত দিল্লির নামী স্কুলের অভিযুক্ত তিন শিক্ষক

এদিকে দিল্লির শৌর্য প্যাটেলের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অপরাজিতা পাল এবং জুলি ভার্গিস, মনু কালরা এবং যুক্তি আগরওয়াল মহাজন নামে আরও ৩ শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়েছে। স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে তাঁদের। আত্মহত্যার কারণ খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুলিশ।

১৬ নভেম্বর নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ১৭ বছরের এক ছাত্রী। মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার বাসিন্দা ওই কিশোরীর মৃত্যুর ৪ দিন বাদে তার স্কুলের খাতা থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে।

ভয় দেখিয়ে ধৃত ভুয়ো গোয়েন্দা

প্রথম পাতার পর

জেলায় এসে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এমনকি যে হোটেলে বিশ্বজিৎ উঠেছিলেন, সেখানেও নিজেকে ডাইরেক্টর অফ সেন্ট্রাল আইবি'র আইপিএস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড হোটেলে জমা করেছিলেন। সেখানে দক্ষিণ সল্টলেকের সেক্টর-১'এর বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন অভিযুক্ত।

আলিপুরদুয়ারে পৌঁছানোর পর একাধিক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ আসাম গেট সংলগ্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে যান। এদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের বিশেষ টিম ওঁত পেতে অভিযুক্তকে আটক করে। পুলিশের কাছেও তিনি প্রথমে নিজেকে আইপিএস অফিসার বলেই পরিচয় দেন। সন্দেহ হতেই চাপ তৈরি করে পুলিশ। তখন আবার বিশ্বজিৎ ভোল বদলে ফেলেন। জানান, তিনি দিল্লি পুলিশের এসআই। বারবার এভাবে পরিচয় বদলানোয় পুলিশেরও সন্দেহ বাড়ে। তাঁর কাগজপত্র যাচাই করা হয়। তখনই ভুয়ো পরিচয়ের বিষয়টি সামনে আসে।

এই প্রতারণার পেছনে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। অভিযুক্তের এক বা একাধিক সঙ্গী ছিল বলে অনুমান। এছাড়াও স্থানীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, স্থানীয় কেউ সাহায্য না করলে বিশ্বজিতের পক্ষে আলিপুরদুয়ারের কোন ব্যবসায়ী কোথায় থাকেন, সেই তথ্য এবং তাঁর ফোন নম্বর জোগাড় করা সম্ভব নয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ না পাওয়া গেলেও অন্যান্য জায়গায় বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তবে তদন্ত চলায় পুলিশ এখনই এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। এই জেলায় এসে তিনি কোন কোন ব্যবসায়ীকে ফোন করেছিলেন তা পুলিশ ও ব্যবসায়ী সমিতির কাছ থেকে জানা যায়নি। তবে মোটা অঙ্কের টাকার লেনদেন হয় এমন কয়েকজন ব্যবসায়ীকে টার্গেট করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত

প্রথম পাতার পর

সেটা নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করি। মানুষের মধ্যে প্রচার করি। আর এখন মাঠে জিম হল, ফেন্সিং দেওয়া হবে সেসব নিয়ে মানুষ আমাদের প্রশ্ন করছে। কী জবাব দেব?'

একইরকম কথা তৃণমূলের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতারও। এক শিক্ষক নেতার কথায়, 'প্যারেড গ্রাউন্ডের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আবেগ জড়িয়ে। ওই জায়গা বাদ দিয়েও তো অন্য জায়গায় বিভিন্ন কাজ করা যেতে পারে। ভালো উদ্দেশ্যেও মাঠে কোনও নির্মাণ করতে গেলে উলটো প্রভাব পড়তে পারে।'

এই সমস্যার সমাধান চাইছেন অনেক নেতা। তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে কিছু করার আগে সবার সঙ্গে আলোচনা করে করলেই এই সমস্যা হত না। বিষয়টি প্রথমে জানা ছিল না। এই নিয়ে বির্তক চাই না। আলোচনায় সমস্যা মিটতে পারে।' অন্যদিকে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

বিষয়টি নিয়ে আবার কটাক্ষ করছে বিজেপি। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীর সভার পর মাঠ নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। তৃণমূল তো অনেক কথা বলেছে। আর এখন ওরাই মাঠ ভাগ করতে চাইছে ফেন্সিং দিয়ে।'

শুরুতেই প্রবল কাজের চাপের অভিযোগ তুলেছিলেন বিএলও-রা। দিন যত গড়াচ্ছে, একের পর এক ঘটনায় সেই চাপের তত্ত্বই বারবার সামনে আসছে। আতঙ্কে ভুগছেন একাংশ বিএলও। হেমতাবাদে যেমন গুজবে বেধড়ক মারা হয়েছে এক বিএলও-কে। শীতলকুচিতে আবার দুর্ঘটনায় বিএলও'র মৃত্যুতেও জড়িয়েছে রাজনীতি।

দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন বিএলও

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২১ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে মাথাভাঙ্গা–শীতলকুচি সড়কের ওপর ধরলা সেতুর পাশ দিয়ে প্রতিদিনের মতো মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক এবং বিএলও'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ললিত অধিকারী। হঠাৎ একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে তাঁর বাইকে। অন্ধকার রাস্তায় মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে পড়েন ললিত। পরে জখম অবস্থায় তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কোচবিহারের এক নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয় ললিতকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। প্রাণ হারান বছর ৫৫-র ওই সরকারি কর্মী।

সারাদিন এসআইআর সংক্রান্ত দায়িত্ব সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ললিত। গোঁসাইরহাট অঞ্চলে শান্ত, ভদ্র, সৎ ও জনপ্রিয় মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। সিপিএমের সদস্য হলেও সকলের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া বাবুরটারি এলাকায় তৈরি করছিলেন নিজের বাড়ি। নির্মীয়মাণ বাড়ির পাশে সাময়িকভাবে ভাড়া থাকতেন। প্রতিদিন এসআইআর-এর কাজ সেরে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে হত তাঁকে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বড় ধাপেরচাতরা গ্রামে ললিতের বাড়িতে পৌঁছে সমবেদনা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন। মন্ত্রীর দাবি, 'নির্বাচন কমিশন মাত্র দু'মাসে এসআইআর শেষ করতে বলে বিএলও-দের ওপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রের উচিত, পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অন্তত ১০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া।'

তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় সরাসরি বলেন, 'এটি দুর্ঘটনা হলেও নেপথ্যে রয়েছে এসআইআর নিয়ে অস্বাভাবিক চাপ। দিনরাত প্রায় বিরতিহীন কাজ। ফর্ম বিলি, সংগ্রহ, অ্যাপে আপলোড। সবকিছু মিলে বিএলও-দের অস্বাভাবিক মানসিক পরিশ্রম চলছে।' যদিও তৃণমূলের অভিযোগকে 'রাজনৈতিক কৌশল' বলে আখ্যা দিয়েছে বিজেপি। জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'সারা রাজ্যে এসআইআর চলছে। ললিতের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু এটি নিছকই পথ দুর্ঘটনা' সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য মকসেদুল ইসলাম বলেন, 'ওই সড়ক বহুদিন দুর্ঘটনাপ্রবণ অবস্থায় রয়েছে। তার দোসর এসআইআর-এর চাপ।'

গুরুতর জখম বিএলও হাসপাতালে

নট ভেরিফায়েড লেখায় মার

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২১ নভেম্বর : এনুমারেশন ফর্ম জমা নিয়ে বিএলও তাতে 'রিসিভড' না লিখে 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন। আর এর জেরেই বিএলও-কে বেধড়ক মারধর করা হয়। বৃহস্পতিবার হেমতাবাদ থানার আইসি'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনীর পাশাপাশি বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও মিলে বাসিন্দাদের হাত থেকে রক্তাক্ত ওই বিএলও-কে উদ্ধার করেন। হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুফারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত জগদীশ সাউ নামে ওই শিক্ষককে পরে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বাসিন্দাদের প্রবল ক্ষোভের জেরে প্রশাসন ওই বিএলও'র বিলি করা ১,১০২টি ফর্ম বাতিল করেছে। বাঙ্গালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বালুফারা গ্রামে নতুন করে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবারে এই এলাকার জন্য চারজন বিএলও-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া চারদিনের মধ্যে পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিডিও'র কাছে ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা জানিয়েছেন। বিডিও বিশ্বজিৎ দত্তের বক্তব্য, 'ভুল বুঝে এলাকার বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

তদন্তে প্রশাসন

- ফর্মে 'রিসিভড' না লিখে বিএলও 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন
- এর জেরে বৃহস্পতিবার রাতে হেমতাবাদের বালুফারা গ্রামে বিএলও-কে বেধড়ক মারধর করা হয়, তিনি হাসপাতালে
- বাসিন্দাদের প্রবল ক্ষোভের জেরে প্রশাসন ওই বিএলও'র বিলি করা ১,১০২টি ফর্ম বাতিল করেছে
- এলাকায় নতুন করে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করার সিদ্ধান্ত, চারজন বিএলও-কে নিযুক্ত করা হয়েছে

ওই বিএলও বৃহস্পতিবার দিনভর বাড়ি বাড়ি ফর্ম বিলি করেন। পাশাপাশি, ফর্ম জমাও নেন। জমা নেওয়া ফর্মগুলিতে তিনি 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন। একে কেন্দ্র করে জনরোষ ছড়ায়। লাথি, ঘুসির পাশাপাশি, ইট ও ভারী বস্তু দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চলে। মাথায় আঘাত করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসন গিয়ে জগদীশকে উদ্ধার করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জগদীশের আঘাত গুরুতর। যোগাযোগ করা হলে কোনও মতে বললেন, 'দীর্ঘ এক দশক ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছি। যাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছি, আজ তাঁরাই আমার ওপর এভাবে হামলা চালালেন। বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নিতে পারছি না। আমি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঘটনাটি আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।'

জমা নেওয়া ফর্মে বিএলও 'রিসিভড' না লিখে 'রিসিভড বাট নট ভেরিফায়েড' লিখেছিলেন বলেই তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বলে বাসিন্দাদের দাবি। তবে কেউ নিজেদের নাম জানাতে চাননি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিএলও'র মোটরবাইক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। অন্যদিকে, ভোটারদের ভয় দূর করার পাশাপাশি ভোট সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আশরাফুল হক শুক্রবার দুপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে ভ্রাম্যমাণ এসআইআর ফর্ম পূরণের একটি গাড়ি চালু করেন। গাড়িটি হেমতাবাদের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে বাসিন্দাদের সাহায্য করবে।

মুখ ও মুখোশ

ছৌ নাচের মুখোশ নিয়ে এক দোকানি। কলকাতায় হস্তশিল্পমেলায়। শুক্রবার। -পিটিআই

সাহসিকতার পুরস্কার

নাগরাকাটা, ২১ নভেম্বর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকায় অসামান্য কাজের জন্য ১৬ জনকে পুরস্কৃত করল নাগরাকাটা ব্লক প্রশাসন। তাঁদের মধ্যে সরকারি আধিকারিক, সমাজসেবী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারাও রয়েছেন। শুক্রবার বিডিও অফিসে প্রত্যেকের হাতে সংবর্ধনার পাশাপাশি স্মারক তুলে দেওয়া হয়। বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডল বলেন, 'মানুষ যে মানুষের জন্যই, দুর্যোগের দিনগুলিতে তা ফের প্রমাণ করেছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

উপোস করুন ভেতরে সারাই করতে

আপনার শরীরের ভেতরে কিন্তু একটি 'মেরামত সুইচ' আছে, আর এটি চালু হয় যখন আপনি খাওয়া বন্ধ করেন। এই প্রক্রিয়ার নাম 'অটোফ্যাগি'। যখন শরীর ক্ষুধার্ত থাকে, তখন কোষগুলো সারভাইভাল মোডে চলে যায়—অর্থাৎ, তারা ভেতরের দুর্বল, পুরোনো বা ক্ষতিগ্রস্ত কোষের অংশগুলিকে খুঁজে বের করে পরিষ্কার এবং রিসাইকেল করতে শুরু করে। এটা অনেকটা শরীরের ভেতরের ডাস্টবিন সাফ করার মতো। এই প্রক্রিয়া পুরোনো ইমিউন কোষগুলো সরিয়ে নতুন কোষ তৈরি করে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই ডায়েট নয়, মাঝে মাঝে ১২-১৮ ঘণ্টা উপোস করে শরীরকে মেরামত করার সুযোগ দিন।

৯৬০ বার ফেল তবুও পাশ

দক্ষিণ কোরিয়ার ৬৯ বছর বয়সি চা সা সুন নামের এক মহিলাকে কুর্নিশ। ড্রাইভিং লাইসেন্সের লিখিত পরীক্ষায় তিনি প্রায় ৯৬০ বার ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে, বছরের পর বছর ধরে তিনি পরীক্ষা দিতে যেতেন, কিন্তু হার মানতে রাজি হননি। অবশেষে যখন তিনি পাশ করলেন, তখন পুরো ড্রাইভিং স্কুলে উৎসব শুরু হয়ে গেল। এটা প্রমাণ করে যে জীবনে যতবারই ব্যর্থতা আসুক না কেন, জেদ থাকলে জয় সম্ভব। ৯৬০ বার ফেল করেও যদি কেউ লেগে থাকতে পারেন, তাহলে জীবনের ছোটখাটো বাধা পেরোনো আমাদের কাছে আর কী এমন কঠিন।

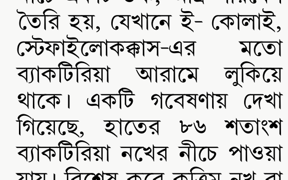

নখের নীচে নোংরার বাড়ি

বাহ্যিক সৌন্দর্য যাই হোক না কেন, লম্বা বা কৃত্রিম নখ কিন্তু আক্ষরিক অর্থে নোংরা ও জীবাণুদের আস্তানা। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পরেও এই নখের নীচে একটি উষ্ণ, আর্দ্র পরিবেশ তৈরি হয়, যেখানে ই- কোলাই, স্টেফাইলোকক্কাস-এর মতো ব্যাকটিরিয়া আরামে লুকিয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাতের ৮৬ শতাংশ ব্যাকটিরিয়া নখের নীচে পাওয়া যায়। বিশেষ করে কৃত্রিম নখ বা জেল নেইলসে আর্দ্রতা ও ছোট ফাটল তৈরি হওয়ায় জীবাণুদের ঘাঁটি আরও মজবুত হয়। তাই স্বাস্থ্যকর্মী বা খাবার পরিবেশনের কাজে যুক্তদের জন্য নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখা বাধ্যতামূলক। স্টাইল করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবেন না।

উরুতে শক্তি বাঁচায় স্বাস্থ্য

'থিক থাইস সেভ লাইভস'– এই কথাটির পেছনে কিন্তু বিজ্ঞান আছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উরু এবং নিতম্বের এলাকায় বেশি চর্বি ও পেশি থাকা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এটি হৃদরোগ, ডায়াবিটিস এবং বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি কমায়। ব্যাপারটা হল, উরুর চর্বি খারাপ ফ্যাটি অ্যাসিডগুলোকে রক্তে মিশতে না দিয়ে নিরাপদে জমিয়ে রাখে। এ যেন শরীরের 'সেফ ডিপোজিট ভল্ট'। তাছাড়া, উরুর শক্তিশালী পেশিগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে দারুণ কাজ করে। তাই রোগমুক্ত থাকতে চাইলে পায়ের ব্যায়ামে জোর দিন।

প্রৌঢ়ের মুখে মল

প্রথম পাতার পর

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাতে কুশমণ্ডি থানায় বিজেপি নেতা গোপাল সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তারক। তিনি বলেন, 'অসুস্থ ছেলের কোনওরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি গোপাল। পরিবর্তে ছেলের অসুস্থতার জন্য আমাকে চিহ্নিত করে বিজেপি নেতা গোপাল। আমি ডাইন বলে গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হয়। বুধবার অকথ্য অত্যাচার করা হল আমাকে। গ্রামের লোকজন ছুটে না এলে প্রাণে মেরে ফেলত।' এমন অভিযোগ পেয়েই গোপাল সহ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। শুক্রবার মূল অভিযুক্ত গোপাল ও তাঁর এক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'মূল অভিযুক্ত সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনকে শনিবার আদালতে তোলা হবে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

এমন ঘটনা স্থানীয় এলাকায় তো বটেই, শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলেও। কুশমণ্ডির বিধায়ক তৃণমূলের রেখা রায় বলেন, 'বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য যা করেছে, তার নিন্দা জানানোর কোনও ভাষা নেই। অভিযুক্তরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাক, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটানোর সাহস কেউ না পায়।' ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সভাপতি রঞ্জিত রায়ের বক্তব্য, 'এমন ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয়। আইন আইনের পথে চলবে।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে জানান, দ্রুত ওই গ্রামে কুসংস্কারবিরোধী কর্মসূচি নেবেন তাঁরা।

অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও ক্ষোভ রয়েছে গ্রামে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব গ্রামবাসীরা।

আতঙ্কের হানি ট্র্যাপ

প্রথম পাতার পর

আর একটি দল শহরের একাধিক শপিং মলে ঘুরেছে। বুধবার শিলিগুড়ির মিলন মোড়, চম্পাসারি, হায়দরপাড়া, ইস্টার্ন বাইপাসের একটি হোটেল, বিধান রোডের একটি ক্যাফেতেও ঢুঁ মারতে দেখা গিয়েছে গোয়েন্দাদের।

স্লিপার সেলের হানি ট্র্যাপ কারবারিদের সঙ্গে অজান্তেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রী জড়িয়ে পড়েছেন বলেও গোয়েন্দারা জেনেছেন। ওই ছাত্রীরা দীর্ঘদিন থেকেই এসকর্ট সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের মধ্যে দুজন গবেষকও আছেন। ওই ছাত্রীদের কয়েকজন সম্প্রতি নেপালে গিয়েছিলেন। কেন তাঁরা নেপালে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন গোয়েন্দারা। নেপালে কোনও গোপন ছক কষা হয়েছিল কি না বা ছাত্রীদের ব্ল্যাকমেল করে দেশবিরোধী কাজে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে কি না তাও জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দাকর্তারা। শিলিগুড়িতে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকা একজন আইনের ছাত্রী সম্পর্কেও খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজনকে ফাঁদে ফেলে তাঁদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও নিজেদের হাতে নিয়েছে স্লিপার সেল। সেই প্রভাবশালীরাও চিকেন নেক সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। পাশাপাশি টাকার জোগানও দিতে পারেন। আর তা যদি হয়, তাহলে চিকেন নেকের নানা গোপন কথা ইতিমধ্যেই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। বিদেশি গুপ্তচরবৃত্তির গোপন ক্যামেরায় ঠিক কতজন বন্দি হয়েছেন সেটাই এখন চিন্তা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাকর্তাদের।

জাঁকিয়ে প্রোমোটারি, চেয়ারম্যান বদলে কী লাভ

প্রথম পাতার পর

বেশি ব্যস্ত কার হাতে ক্ষমতা থাকবে, কে হবেন চেয়ারম্যান ইত্যাদি নিয়ে। পিরিতি যেমন কাঁঠালের আঁঠা। লাগলে পরে ছাড়ে না। ক্ষমতাও তাই। অনেকটা চিটে গুড়ের মতোও বটে। চটচট করে, কিন্তু মিষ্টির আকর্ষণ এত যে, মুখে দেওয়ার লোভ সামলানো যায় না। দল না চাইলেও তৃণমূলের অনেক চেয়ারম্যান পুরসভার সিটে এই কারণে সেঁটে বসে আছেন।

ভোট দিয়ে মানুষ পালটে দেওয়ার আগে তৃণমূল নেতৃত্ব নিজেরাই সম্প্রতি অনেক পুরসভায় চেয়ারম্যান বদলে দিয়েছে। কেউ কেউ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই হুকুম তামিল করেছেন। কেউ গজগজ করলেও ইস্তফাপত্রটি জমা দিয়েছেন। সামান্য দু'-একজন চেয়ার আঁকড়ে আছেন। তাঁদের কপালে দলের গলাধাক্কা অপেক্ষা করছে কি না, সময় বলবে। প্রশ্নটা ভিন্ন। এই দলবদল কেন? তাতে লাভ কী? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, কেউ পদে থাকবেন কি থাকবেন না, তা ঠিক হবে তাঁর পারফরমেন্সের ভিত্তিতে।

কীসের পারফরমেন্স? নেতা বা জনপ্রতিনিধির এলাকায় দল ভোটে জিতেছে কি না। আর কিছু জানার দরকার নেই। মানুষটি কেমন? জনপ্রিয়তা আছে কি না, সৎ কি না, সাংগঠনিক বিষয়ে জ্ঞান কতটা ইত্যাদি জানার প্রয়োজন নেই। শুধু জানলে হবে যে, ভোট দাও, পদ নাও। ব্লক সভাপতি হও, জেলা সভাপতি হও, চেয়ারম্যান হও, সাংসদ বা বিধায়কের টিকিট নাও কিংবা কোনও সরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান হও। কিন্তু দলকে জেতাতে হবে।

কোনও দলের সিদ্ধান্ত আমি-আপনি বলার কে? ঠিকই তো, কিন্তু বলতে না পারলেও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের বুকে প্রশ্ন- সিদ্ধান্ত কেন সকলের জন্য সমান হয় না? আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল গোহারা হারলেও চেয়ারম্যান কেন বদল হয় না? শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলার সব বিধানসভা আসন নাগালের বাইরে থাকলেও মেয়র পদে কেন নতুন কাউকে বসানো হয় না?

এসব কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম। যাঁর পাঁঠা, তিনি ল্যাজে কাটবেন না মুড়োয় কাটবেন, তাঁর ব্যাপার। মানে তৃণমূলের ব্যাপার। প্রশ্নটা হল, এই বহুচর্চিত রদবদলের কোনও প্রভাব ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে কি? আলিপুরদুয়ার বিধানসভা কেন্দ্র পদ্মমুক্ত হবে তো? বিজেপির মুঠো থেকে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র বের করা যাবে তো? জলপাইগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে রাখা যাবে কি?

চেয়ারম্যান বদলে জনতার অসন্তোষের পাহাড় ডিঙোনোর দায়িত্ব যাঁদের দেওয়া হল, তাঁদের কেউ খুনের আসামি, কারও বিরাট ঠিকাদারি ব্যবসা, কারও টাকা খাটে প্রোমোটারিতে, কেউবা যুক্ত বালির কারবারে। কারও বিরুদ্ধে আবার পক্ষপাত, দলবাজি, বিরোধীদের দমনপীড়ন ইত্যাদি অভিযোগ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিংবা স্বাস্থ্যসাথীর কি সেই বিরূপ মনোভাবকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়ার শক্তি আছে?

এমন নয় যে, শক্তিশালী বিরোধীপক্ষের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বরং ভোটের পরিসংখ্যানে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি মানুষের সমস্যা নিয়ে নীরব। ধরলা, জরদা নদী দখল হয়ে যাওয়ায় ময়নাগুড়ি শহরের নিকাশি ব্যবস্থা চৌপট হয়ে গেলেও তা নিয়ে কোনওদিন মিছিল করেনি বিজেপি। খড়িবাড়িতে জন্মের ভুয়ো শংসাপত্র বিলির বিরাট চক্রের হদিস মিললেও বিজেপির ধারাবাহিক কোনও আন্দোলন নেই।

একদিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ গেলেন, ভিডিও-তে বিবৃতি দিলেন। ব্যাস, আন্দোলন শেষ। রাজগঞ্জের বিডিও'র বিরুদ্ধে দুর্নীতি, এমনকি খুনের অভিযোগ উঠলেও তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরবঙ্গজুড়ে আন্দোলনের কথা ভাবলই না বিজেপি নেতৃত্ব। নদিয়ায় বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের গাড়িতে হামলা হল। কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় আক্রান্ত হল। শুধু ডেপুটেশন আর বিবৃতিতে প্রতিবাদ শেষ হল।

ইংরেজবাজার ও আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় যে দিনের পর দিন জলাজমি, নয়ানজুলি ভরাট করে শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে, সর্বোপরি এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে বিজেপির প্রতিবাদ নেই। সিপিএম বা কংগ্রেসের কণ্ঠস্বর এতই ক্ষীণ বা সমর্থন এত দুর্বল যে জনমনে ভরসা তৈরি করতে পারছে না।

মানুষের সমস্যার সঙ্গে বিরোধী শিবির যুক্ত না থাকলেও, আন্দোলন সংগঠিত না করলেও তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জটা আগামী ভোটে কঠিন কেন? কারণ জনবিচ্ছিন্নতা। কারণ দলের নেতাদের একাংশের ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, পক্ষপাত। বাম জমানার শেষদিকে যে রোগে ধরেছিল শাসকদলের নেতাদের একাংশকে। মাফিয়া সিন্ডিকেট ও প্রোমোটাররাজের সঙ্গে যোগ ছিন্ন না করলে দলে, পুরসভায় শুধু পদাধিকারী বদলে তৃণমূলের লাভ কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

এই যোগ ছিন্ন করা কঠিন। জেলায় জেলায় চেয়ে দেখুন, এই যোগ যেন তৃণমূলের নাড়ির সঙ্গে। ছিন্ন হলে দলই বরং অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

দুই শিক্ষকের হাতে

প্রথম পাতার পর

পরে বোর্ড মিটিং শুরু হয়। সেখানে আলিপুরদুয়ারের এসডিও'র উপস্থিতিতে প্রথমে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের ইস্তফাপত্র নিয়ে আলোচনা হয়। তা সব কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে গ্রহণ করা হয়। পরে শুরু হয় দ্বিতীয় বৈঠক। সেখানে অভিজিৎ ও রুমার নাম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। কেউ আপত্তি না তোলায় তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। আর এরপরেই শহরজুড়ে, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে নতুনদের জন্য অভিনন্দনবার্তায় ভরে যায়।

অভিজিৎ দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। তিনি ফালাকাটা-১'র গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এখন তৃণমূলের ব্লক কমিটির দায়িত্বেও রয়েছেন। এদিকে রুমা অবশ্য রাজনীতিতে একেবারেই নবীন। তাঁর পরিবারের কেউও সেভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। বরং প্রায় সবাই শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে জড়িত। ২০২২ সালে তিনি কাউন্সিলার হন এবং ২০২৪ সালে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। তাঁর স্বামী অরিন্দম সেনও একটি হাইস্কুলের শিক্ষক।

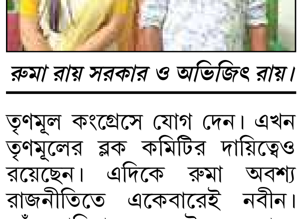

রুমা রায় সরকার ও অভিজিৎ রায়।

বিরোধীরা কিন্তু এদিন নতুন করে বোর্ড গঠনকে নাটক বলেই কটাক্ষ করেছেন। বিজেপির ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'নতুন পুরসভা চালাতে হিমসিম খাচ্ছে তৃণমূল। কাটমানি না পাওয়াতেই হয়তো আগের চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। নতুন বোর্ড গঠনেও ওদেরই সব কাউন্সিলার উপস্থিত থাকছেন না। মানুষ সব দেখছে।' আর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, 'ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যানের পদটি হল মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো। ওদের দল যখন যাকে খুশি বসাবে। কিন্তু নাগরিক পরিষেবা নিয়ে চিন্তা করবে না।'

রিপোর্ট তলব

জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর : সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কাণ্ডে প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসের দায়ের করা মামলার শুনানি হল শুক্রবার। জেলার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর কাছে ৩ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি কৌশিক চন্দ। ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদ থেকে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্যও আবেদন করেছিলেন সুতপা। কিন্তু সেই বিষয়ে কিছু জানায়নি আদালত।

সুতপার প্রধান আইনজীবী উদয়শংকর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ফুটেজের সত্যতা যাচাই করার প্রক্রিয়া চলছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিআই-এর কাছে ঘটনার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।'

আমার শহর

ছোট্ট তারা

বীরপাড়ার বাসিন্দা আরাধ্যা ছেত্রী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। নাচে পারদর্শী সে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শুক্রবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	১২
এবি পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	৩
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

পুরসভা ছাড়লেন দলনেতা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ নভেম্বর : আগেভাগে বৈঠক, আলোচনা করেও লাভ হল না। শুক্রবার ফালাকাটা পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণার আগেই তাল কাটল কাউন্সিলারদের মধ্যে। খাম খুলে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন হিসেবে যথাক্রমে অভিজিৎ রায় ও রুমা রায় সরকারের নাম ঘোষণা করা হতেই পুরসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রতন সরকার। অংশ নেননি বোর্ড মিটিংয়েও। কাউন্সিলার হওয়ার পাশাপাশি তিনি পুর বোর্ডের দলনেতাও বটে।

স্বভাবতই তাঁর এভাবে চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দলের মধ্যেই জল্পনা শোনা যাচ্ছে, তিনিই চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসবেন, এমনটাই আশা করেছিলেন রতন। আশাভঙ্গের পর তাই আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। যদিও এদিন কী কারণে বোর্ড গঠনের আগে পুরসভা ছাড়লেন তা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেননি কাউন্সিলার রতন। তাঁর কথায়, 'রাগ-অভিমান নয়। শরীর খারাপের জন্যই পুরসভা থেকে বাড়ি চলে আসি।' কী ধরনের শরীর খারাপ? উত্তর নেই। তবে বলছেন, 'যাঁরা দায়িত্ব পেয়েছেন তাঁদের সহযোগিতা করব।'

দলনেতার এভাবে চলে যাওয়ার ঘটনা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা বিলক্ষণ বুঝেছেন অভিজিৎ ও রুমা। তাই এদিন দুপুরে রতনের মান ভাঙাতে দুজনেই তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কথাবার্তার পর অভিজিৎদের দাবি, রতনের মান ভাঙাতে পেরেছেন তাঁরা। দলীয়ভাবে রতনের পুরসভা-ত্যাগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কেউ। পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান অভিজিৎ বলেন, 'তিনি কাউন্সিলার থাকার পাশাপাশি আমাদের পুরসভার দলনেতা। তাই দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে পুরসভা সংক্রান্ত আলোচনা করেছি। একসঙ্গে আমরা কাজ করব।'

কাউন্সিলার রতন যতই শরীর খারাপের দোহাই দিন না কেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল কিন্তু অন্য কথা বলছে। গত ৭ তারিখ চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী ইস্তফা দেন। আর তার পরেই নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান হিসেবে পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রতন সরকারের নাম উঠে আসে। তাঁর সমর্থনে নানা যুক্তিও ঘোরাফেরা করতে থাকে। ফালাকাটায় পুরানো তৃণমূল নেতাদের মধ্যে অন্যতম রতন। ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য। চার বছর ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। এছাড়াও দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি তৃণমূল যুবর ফালাকাটা ব্লক সভাপতি ছিলেন। ফালাকাটার সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। এইসব কারণে রতন নিজেও হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর নামই থাকবে। আশায় আশায় শুক্রবার দুপুরে পুরসভায় গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খাম থেকে অন্য নাম বের হতেই চটে যান।

রতনের এই গোসা হওয়ার পিছনে কি দলের কারও হাত আছে? দলের কেউ কি রতনকে চেয়ারম্যান হবার আশ্বাস দিয়েছিলেন? সেসব নিয়ে এদিন শহরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, নতুন মুখ নিয়ে ভাবনাচিন্তার একেবারে প্রথমদিকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে রতনকে নিয়ে একেবারে ঘরোয়া পর্যায়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তারপর তৃণমূলের তরফে রতন সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। সেই রিপোর্টের পর দলের চিন্তাভাবনাও বদলে যায়। জনপ্রতিনিধি হিসেবে রতন সম্পর্কে নাকি খারাপ রিপোর্ট মিলেছে ওয়ার্ডবাসীর কাছ থেকে। সম্প্রতি নিজের ওয়ার্ডে এসআইআর-এর শিবিরও করতে পারেননি তিনি। দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতেও তাঁকে সম্প্রতি সেভাবে দেখা যাচ্ছিল না বলে অভিযোগ। যদিও এসব নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে নারাজ।

এদিকে, চেয়ারম্যান অভিজিৎ ও ভাইস চেয়ারপার্সন রুমা দায়িত্ব নিয়েই রতনের অভিমানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। তাঁরা সময় নষ্ট না করে দ্রুত চলে যান তাঁর বাড়ি। পরে আরও কয়েকজন কাউন্সিলার যান রতনের বাড়ি। সেখানে নাকি তাঁদের চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করেন রতন। দীর্ঘ কথোপকথনে শান্ত হন।

রতন সরকারের বাড়িতে নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন।

বোর্ড মিটিংয়ে হইচই

আবর্জনা সরিয়ে ক্লাবঘর

বীরপাড়া, ২১ নভেম্বর : সম্প্রতি প্রণামি মন্দিরের কাছে বীর বিরসা মুন্ডার নামে ক্লাবঘর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্লাবের জমিটি ফাঁকা থাকায় সেখানে আবর্জনা ফেলা হত। ২৯ অক্টোবর থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করেছিল বীর বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া নামে একটি আদিবাসী সংগঠন। সংগঠনের সভাপতি যিশু এক্কা জানান, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহযোগিতায় ২৪ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া ক্লাবঘর তৈরি করা হবে। সংগঠনের চেয়ারম্যান রাজেশ মুন্ডা বলেন, 'ক্লাবঘর তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেখানে নিয়মিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া সংক্রান্ত কাজকর্ম হবে। এছাড়া বীরপাড়া হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে।'

হার্ডওয়্যারের দোকানে চুরিতে চাঞ্চল্য

জয়গাঁ, ২১ নভেম্বর : চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়াল জয়গাঁ বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। বাসস্ট্যান্ডের অদূরে থাকা একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে এমন ঘটনা ঘটে। এদিন দোকান মালিক একটি বাস থেকে দোকানের জিনিস আনতে যান। সেসময় দোকানটি ফাঁকা ছিল। সেই সময়ই এমন ঘটনা ঘটে। দোকান মালিক জানিয়েছেন, বাস থেকে জিনিস নিয়ে দোকানে ফিরে এসে তিনি দেখেন বিভিন্ন জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সন্দেহ হওয়ায় ক্যাশ বাক্স খুলে দেখতে পান সেখানে থাকা নগদ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। পরে দোকানে থাকা সিসিটিভির ফুটেজে এক তরুণকে দোকানে ঢুকে টাকা নিয়ে পালাতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে জয়গাঁ থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ওই দোকান মালিক। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : শুক্রবার পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে সুরবিতান সংগীত বিদ্যালয় ও অঙ্কনালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে আধুনিক, খেয়াল, লোকগীতির একক ও সমবেত অনুষ্ঠান হয়েছে। সঙ্গে নাচও হয়। সবমিলিয়ে ৪০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

দুর্গাবাড়ির রাসমেলায় জমিয়ে চলছে কেনাকাটা।

শীতবস্ত্র কিনতে ভিড় রাসমেলায়

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : সকালবেলা এখনও সেভাবে কুয়াশা পড়ছে না। তারপর বেলা বাড়তেই চড়া রোদ ওঠে। তাই দিনেরবেলা শীতের পোশাকের প্রয়োজন পড়ে না। তবে সন্ধ্যার পর একটু একটু ঠান্ডা পড়তে শুরু করে। তখন হালকা চাদর বা সোয়েটার পরলে আরাম লাগে। তাই ফাঁক ফেলেই শীতবস্ত্র কিনতে বাজারে ঢুঁ দেন শহরবাসী। তবে কোনও বাজারে চাদর ভালো পাওয়া যায় তো আবার কোথাও সোয়েটার। তাই একটু হয়রানি তো হয়ই। তবে শাল, জ্যাকেট, মাফলার, টুপি, কার্ডিগান সহ শিশুদের জামাকাপড় সব যদি এক জায়গায় মেলে তাহলে তো কথাই নেই। এবার আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাসমেলায় সেইসব মিলছে।

গৃহস্থালির সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনার দোকান সহ একাধিক স্টলে তো প্রতিদিন ভিড় হচ্ছেই। সঙ্গে শীতবস্ত্রের কিছু দোকান এসেছে এবার। সেখানেও ভালোই ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। রাসমেলা কমিটির সভাপতি পার্থ সরকার বলেন, 'আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত রাসমেলা থাকবে। মেলায় ভালোই ভিড় হচ্ছে। আর শীতবস্ত্র কেনার জন্য অনেকে আসছেন।'

বৃহস্পতিবার সন্ধে তখন ৬টা। মেলায় ভিড় জমতে শুরু করেছে সবে। রমলা দাস ও সংগীতা দাস বাড়ির কাজ সেরে মেলায় ঢুকে আড়াই প্যাঁচের জিলিপি বানানো দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁদের চোখ পড়ে শীতবস্ত্রের দোকানে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সোয়েটার, বাচ্চার জন্য জ্যাকেট দেখা শুরু করে। রমলার কথায়, 'শীত পড়ছে। নতুন কিছু সোয়েটার কিনব ভেবেছি। মেলায় দেখলাম সবই পাওয়া যাচ্ছে। তাই কিনেই নিলাম।'

আবার অঞ্জলি নাগ তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে শীতের ফ্যান্সি টপ দেখছিলেন। বিক্রেতা কিশোরকান্তি সাহা তাঁর দোকানে মহিলাদের জন্য কোট, সোয়েটার, ফ্যান্সি টপ, টুপি যেমন রেখেছেন। তেমনি বাচ্চাদের জন্য জ্যাকেট এনেছেন। অঞ্জলি বলেন, 'দোকানগুলোতে ভালোই কালেকশন আছে। পছন্দমতো পেয়েও গেলাম।' দেবর্ষি কুণ্ডু নামে এক কিশোর টুপি কিনল।

পাশাপাশি মেলার ঠিক বাইরেই কম্বল, শাল সহ অন্য শীতবস্ত্র নিয়ে কিছু দোকান বসেছে। সেখানেও ভিড় করছেন অনেকে। শহর লাগোয়া এলাকা থেকে আসা প্রসন্ন অধিকারী, অমল দাসরা কম্বল কিনলেন। প্রসন্ন বলেন, 'শীতকাল আসছে। রাতে কম্বল তো লাগবেই। আগে একটা ছিল। সেটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই মেলায় যেহেতু এসেছি কিনে নিলাম।' কম্বল, শীতবস্ত্রের চাহিদা থাকায় খুশি ব্যবসায়ীরাও। বিক্রেতা সন্তোষ অগ্রাহারীর কথায়, 'কম্বল, শাল সহ আরও কিছু রেখেছি। তবে কম্বলই বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন প্রিন্টের কম্বল এনেছি। ৫০০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। পছন্দমতো নিয়ে যাচ্ছে সকলে।'

> দোকানগুলোতে ভালোই কালেকশন আছে। পছন্দমতো পেয়েও গেলাম।
>
> **অঞ্জলি নাগ,** *ক্রেতা*

দাও ফিরে সেই প্যারেড গ্রাউন্ড

এই মাঠের পাশেই কলেজের অধ্যাপক আবাসনে এক সময় থাকতেন কবি বেণু দত্ত রায়। তাঁর অনেক কবিতায় উঠে এসেছে তখনকার প্যারেড গ্রাউন্ড ও তৎসংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। এখন সেই মাঠের কী অবস্থা? লিখলেন শিক্ষক ও কবি **মানবেন্দ্র দাস**

প্যারেড গ্রাউন্ড আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণ ছাড়া আমাদের অনেকেরই পেটের ভাত হজম হয় না। প্যারেড গ্রাউন্ডে এই ভ্রমণ আমাদের শরীর ও মন উভয়কেই সতেজ রাখে। সারাবছর ভ্রমণকালে অনেক সুবিধে ও অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের মতো প্রাত্যহিক ভ্রমণকারীকে। মাঠের চারধারে বর্তমানে পেভমেন্ট বিছিয়ে হাঁটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সেই রাস্তা তৈরির এক-দুই বছরের মধ্যেই রাস্তা ভাঙতে শুরু করে। ফলে খানাখন্দ তৈরি হয়, উঁচুনীচু সেই অসমতল রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কতদিন যে হোঁচট খেয়েছি তার কোনও ইয়ত্তা নেই। দু-একবার তো পাও মচকেছে।

মাঠের চারপাশে হাঁটার রাস্তা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাঠের জল বেরোনোর তেমন কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে বর্ষাকালে বা যে কোনও সময় খানিকক্ষণ বৃষ্টি হলেই হাঁটার রাস্তা জলে ডুবে যায়, ফলত হাঁটাচলা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। মাঠের ভেতরে অনেকেই সকাল-সন্ধে গাড়ি চালানো শেখেন, সেজন্যে মাঠের ভেতরে ভ্রমণ বা শরীরচর্চা করা অনেকটাই ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময়ই মাঠের নানা জায়গা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। আসলে, রাতের অন্ধকারে অনেক সময়ই কেউ বা কারা মরা জীবজন্তু ও আবর্জনা ফেলে রেখে যায়। তার ফলে প্রায়ই প্রাতর্ভ্রমণ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাছাড়া মাঠের ভেতরে সকাল-সন্ধ্যা অনেক সময় বাইকের দাপাদাপি লেগে থাকে। যা শিশু-বৃদ্ধ বা যে কোনও বয়সের মানুষের কাছেই ভীতিপ্রদ।

সারাবছরই মাঠে কোনও না কোনও অনুষ্ঠান বা কার্যক্রম লেগেই থাকে। তাই বছরে বেশিরভাগ সময়ই বাঁশ-টিন-কাঠের স্ট্রাকচার বা কাঠামো হয় তৈরি হচ্ছে, নয়তো তা ভাঙা বা সরানো হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি এইসব কর্মকাণ্ডে প্যারেড গ্রাউন্ডে সান্ধ্যভ্রমণ বা প্রাতর্ভ্রমণ খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। মাঠে এই আড়ম্বর-অনুষ্ঠান মাঠকে স্বাভাবিক ও সতেজ অবস্থায় থাকতে দেয় না।

বিগত কিছু বছর যাবৎ মাঠের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে অনেক কংক্রিটের নির্মাণ। প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর-পশ্চিম কোনায় রয়েছে একটি বড় আকারের পাবলিক টয়লেট। তাছাড়া পূর্বদিকের সীমান্তে ও দক্ষিণদিকেও রয়েছে একটি করে পাবলিক টয়লেট। যেগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। শুধু নোংরা জমে পরিবেশ ও দৃশ্য দূষণ ঘটাচ্ছে।

প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তর-পূর্ব কোনায় একটি বিরাট কংক্রিটের কাঠামো তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বছর আগে। বলা হচ্ছে মুক্তমঞ্চ। কিন্তু এই কাঠামো কার কোন কাজে লাগছে, তা কেউই বলতে পারে না। প্যারেড গ্রাউন্ডে ভ্রমণকারী বা শহরের যে কোনও নাগরিকের কাছে এই মাঠটি একটি আবেগের জায়গা। মাঠের চারপাশে রয়েছে অনেক চেনা-অচেনা গাছের ভিড়। রয়েছে রাধাচূড়া ও কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের সমারোহ। এই গাছগুলোতে যখন কাঁচা হলুদ

খোলা জানালা

বা গোলাপি বা সাদা রংয়ের ফুল ফোটে তখন প্রাতর্ভ্রমণকারী হিসেবে আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। মাঠের চারপাশে রয়েছে শিরীষ গাছের ছায়া, দিগন্তে রয়েছে সবুজের আচ্ছাদন যা খুবই মনোমুগ্ধকর।

কংক্রিট ও লোহার ফ্রেমে কোনও মাঠকে বেঁধে দিলে মাঠের স্বাস্থ্য কখনোই ভালো থাকে না। মাঠের চারপাশে ইটের দেওয়াল ও লোহার ফ্রেমে সীমান্ত প্রাচীর দেওয়ায় মাঠের জল সঠিকভাবে বেরোতে পারে না। ফলে বর্ষাকালে মাঠে প্রচুর জল জমে এবং মশার উৎপাত বাড়ে। মাঠ যখন উন্মুক্ত থাকবে তখন মাঠের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ অটুট থাকবে, মাঠও থাকবে জীবন্ত ও সবুজ। এখন তার যে অবস্থা, তাতে প্যারেড গ্রাউন্ডে আমাদের মতো মানুষ, যারা প্রাতর্ভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণে যায়, তারা আর কতদিন ওই মাঠমুখী হবে, সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

দল বেঁধে খেলাধুলো। আলিপুরদুয়ার শহরের একটি পার্কে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বিরসা মুন্ডা টার্মিনাস এড়াচ্ছে বাস

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ নভেম্বর : কথায় আছে, একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রাস্তা, শৌচাগার, যাত্রী প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছে সেখানে। তবে সেসব কিছুই কাজে আসছে না। কারণ, বাস দাঁড়ানোর জায়গাটিই এবড়োখেবড়ো। তাই বেশিরভাগ বাস ওই টার্মিনাসে ঢোকে না। বীরপাড়া চৌপথিতেই যাত্রী ওঠানামা করায়। তার ওপর সন্ধে হতেই টার্মিনাসে বসে মদের আসর। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মদের বোতল, গ্লাস। ফলে বিকেলের পর শুনসান হয়ে যায় টার্মিনাস চত্বর।

বীরপাড়া মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোতি খান বলছেন, 'ধুলো থেকে রেহাই পেতে যাত্রীদের বেশিরভাগই টার্মিনাসে ঢোকেন না। ফলে ৮০ শতাংশ বাসও ঢোকে না। বীরপাড়া চৌপথি হয়ে বেরিয়ে যায়। এদিকে, সন্ধ্যা থেকে অসামাজিক কাজকর্মও হচ্ছে টার্মিনাসে।'

তবে প্রতিদিন সেখানে পুলিশ টহল দেয় বলে জানিয়েছেন বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস। তিনি বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও সচেতন হতে হবে। এধরনের অসামাজিক কাজকর্ম নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানাতে হবে।'

শুধু তাই নয়, টার্মিনাসের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনার স্তূপ। টার্মিনাসে ঢোকার রাস্তাজুড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় ট্রাক। এনিয়ে চালকদের বারবার অনুরোধ করেও লাভ হয়নি বলে জানান মিনিবাস মালিকদের সংগঠনের সভাপতি। সব মিলিয়ে টার্মিনাসের পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ শহরবাসী।

২০০৮ সালে চৌপথির কাছে মজদুর ক্লাবের জমিতে বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সালে নতুন টার্মিনাসের উদ্বোধন হয়। ততদিনে সীমানা প্রাচীর ভাঙা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০২৪ সালে মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি পথশ্রী প্রকল্পে ৩২ লক্ষ ২ হাজার ৬৩১ টাকায় টার্মিনাসের রাস্তাটি কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করে। একইসঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় নিকাশিনালা, পথবাতি বসানো, শৌচাগার তৈরি করা হয়।

তবে বাস দাঁড়ানোর জায়গাটির হাল ফেরেনি। চলতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি টার্মিনাস পরিদর্শন করে মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বাস দাঁড়ানোর জায়গায় পেভার্স ব্লক বসানো এবং শেড তৈরির পরিকল্পনার কথা জানান। তবে এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বীরপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডল বলছেন, 'টার্মিনাস বলতে যা বোঝায়, বীরপাড়ায় আদৌ তা নেই। উদ্বোধনের দিন থেকেই পরিকাঠামোর অভাব। সময়ের সঙ্গে টার্মিনাস আরও বেহাল হয়েছে। বাস দাঁড়ানোর জায়গায় শেড নেই। বর্ষাকালে যাত্রীদের ভিজেই বাসে চাপতে হয়। টার্মিনাসজুড়ে ধুলো ওড়ে।'

এ ব্যাপারে মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'বাস দাঁড়ানোর জায়গাটি সংস্কার করতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

আবার টার্মিনাসে ঢোকা এবং বেরোনোর রাস্তা একটিই। ফলে যানজট লেগেই থাকে। টার্মিনাসের পশ্চিমদিকের রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ বেদখল হয়ে গিয়েছে। টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর গতবছর দখলদাররা জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হন। কিন্তু সেখানে একটি তেল সরবরাহকারী সংস্থার পাইপলাইন রয়েছে। তাই রাস্তা তৈরির জন্য নো অবজেকশন দরকার। তবে এক বছর পেরিয়ে গেলেও নো অবজেকশন সার্টিফিকেট মেলেনি, বলছেন সাজিদ।

পড়ে রয়েছে মদ খাওয়ার গ্লাস।

কোথায় সমস্যা

- বীর বিরসা মুন্ডা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে বাস দাঁড়ানোর জায়গাটিই এবড়োখেবড়ো
- ফলে ৮০ শতাংশ বাস ঢোকেই না সেখানে
- যাত্রীরাও ওই জায়গা এড়িয়ে চৌপথি দিয়ে যাতায়াত করেন
- এছাড়া, টার্মিনাসের সীমানা প্রাচীর ভাঙা থাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা চলে
- সন্ধে হতেই বসে মদের আসর

রংদার

হারানো সুর

রিকশায় রংচংয়ে রঙিন পোস্টারকে সঙ্গী করে মাইকের চিৎকার, ফেরিওয়ালার সুরেলা ডাক আজ হারিয়ে গিয়েছে। বিকেলে খেলতে যাওয়ার জন্য বন্ধুদের ডাকাডাকি, সন্ধ্যার হারমোনিয়াম আজ অনেকটাই চুপ। ব্যস্ততার জীবন আর মোবাইলের স্ক্রিনে আমাদের দুনিয়ায় বহু শব্দই আজ নেই। স্মৃতিমেদুর মন তবুও সেদিনের সেই শব্দসাগরে ডুব দেওয়ার সুযোগ খোঁজে।

প্রচ্ছদ কাহিনী রণজিৎ কুমার মিত্র, সুমনা ঘোষ দস্তিদার ও মনিমা মজুমদার

ছোটগল্প : দীপশিখা পোদ্দার অণুগল্প : শুভাশিস ঘোষ

ট্রাভেল ব্লগ দীপঙ্কর হালদার

কবিতা পবিত্রভূষণ সরকার, আভা সরকার মণ্ডল, নবনীতা সরকার, বিশ্বজিৎ মজুমদার, বীণা মোদক চৌধুরী, সোমনাথ গুহ ও রবীন্দ্রনাথ রায়

সত্যিই চুল গজাবে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্টে?

চুলের আমি চুলের তুমি। কিন্তু সত্যিই কি চুল দিয়ে চেনা যায়? অন্তত সৌন্দর্য তো রক্ষা করা যায়। আর সেই যৌবনের সৌন্দর্যের জন্য আমরা কতকিছু না করি। যেমন ধরুন জবাপাতা, কাসুন্দিপাতার রস চুলে লাগানো থেকে শুরু করে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্ট। হরেক পদ্ধতির রমরমা বাজার।

এবার বলি, ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্টটা ঠিক কীরকম! পদ্ধতিটা অনেকটা আকুপাংচারের মতো। মাথার ত্বকে সূক্ষ্ম সুচের মাধ্যমে রক্ত চলাচল বাড়ানো হয়। ফলে মৃত কোশ সক্রিয় হয়, সেবাম (ত্বকের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন তৈলাক্ত পদার্থ, যা ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে, সুরক্ষা দেয়) ও কেরাটিন (এই প্রোটিন চুল, ত্বক ও নখের মূল উপাদান) উৎপন্ন হয়। হেয়ার ফলিকল আবার গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

যা জানা জরুরি

ডার্মা রোলারে সাধারণত দু-ধরনের সুচ থাকে—মাইক্রোনিডল ও ন্যানোনিডল। টাইটানিয়াম সুচ হলে ফল আরও ভালো হয়। প্রথমে সপ্তাহে দু-দিন ব্যবহার করা যেতে পারে, পরে ধীরে ধীরে সপ্তাহে এক দিন করলেই যথেষ্ট। সবচেয়ে জরুরি বিষয়, হালকা চাপ দিয়ে ব্যবহার করা। বেশি চাপ দিলে ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত ১৮ বছরের পর থেকে এটি ব্যবহার করা যায়। সুচের মাপও ভিন্ন হয়—০.৫ মিলিমিটার থেকে ২ মিলিমিটার পর্যন্ত।

ডার্মা রোলারের ছোট ছোট সুচেরও কিন্তু মাপ আছে। যাঁরা প্রথমবার ব্যবহার করবেন, বেছে নিন ০.৫ মাপের সুচটি। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নম্বর বাড়াতে পারেন।

যেহেতু এটি ত্বকের গভীরে কাজ করে, তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া শুরু করা ঠিক নয়। শুরুতে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করুন, পরে নিয়ম মেনে ধীরে ধীরে ঘরে বসেও করতে পারেন।

রোলার ব্যবহার যেভাবে

১. যেখানে চুল পাতলা হয়ে গেছে বা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে, শুধু সেই জায়গায় রোলার ব্যবহার করবেন। না হলে চুলের ফাইবারের ক্ষতি হতে পারে। মাথায় অ্যালার্জি, ঘা বা সোরাইসিসের সমস্যা থাকলে আগে সেটার সমাধান করুন।

২. জ্যামিতিক চাঁদা অনুসারে প্রথমে ওপর থেকে নিচে (৯০ ডিগ্রি) তিনবার ঘুরিয়ে রোলারটি ব্যবহার করবেন। এরপর নিচ থেকে ওপরে একবার রোল করবেন। ০ থেকে ০ ডিগ্রি (ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডানে) পর্যন্ত ঘোরান। এই সময় চাইলে সিরাম লাগাতে পারেন। এরপর ৪৫ ডিগ্রি কোণে রোল করতে হবে—২ থেকে ৩ বার ডান দিকে, ২ থেকে ৩ বার বাঁ দিকে। কপালের সামনের অংশে সব সময় নিচ থেকে ওপরের দিকে রোল করবেন।

৩. রোলার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সিরাম ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কারণ, তখন চামড়ার ভেতরে সিরাম দ্রুত ঢুকে কাজ শুরু করে। সিরাম ব্যবহারের পর ১২ ঘণ্টা রেখে দিন।

৪. রোলার ও সিরাম ব্যবহারের পর পুরো মাথায় ৫-১০ মিনিট এলইডি লাইট থেরাপি দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এলইডি থেরাপি ঘরে ব্যবহারযোগ্য মেশিন দিয়েও করা সম্ভব। এতে সিরামের কার্যকারিতা বাড়ে, হাতেনাতে ফলও পাওয়া যায়।

৫. রোলার ব্যবহারের আগে অবশ্যই গরম জল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। তারপর স্যানিটাইজার বা জীবাণুনাশক তরলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করুন। শুকিয়ে গেলে ব্যবহার করুন।

খুব কি কঠিন

অনেকে ডার্মা রোলার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে ভয় পান, যদি ব্যথা পাই বা রক্ত বের হয়। এসব স্বাভাবিক ব্যাপার। ট্রিটমেন্টের সময় হালকা চিমটি কাটার মতো লাগতে পারে। কারও কাছে একটু বেশি, কারও কাছে সয়ে নেবার মতো। একেবারে সহ্য না হলে স্প্রে বা অয়েনমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক কিছুটা লাল হয়ে যেতে পারে, তবে এটা সাময়িক। সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়, এলইডি থেরাপি (একধরনের আলোক থেরাপি, যা ব্রণ, বলিরেখা ও সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের বিভিন্ন সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়) নিলে আরও দ্রুত কমে। কখনো কখনো সামান্য রক্ত বের হতে পারে, যেমন হালকা আঁচড় লাগলে হয়। এ সময় অ্যান্টিবায়োটিক অয়েনমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন।

যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন

দয়া করে নিজেই নিজের ডাক্তারি করতে যাবেন না। সিরাম ব্যবহারের আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে ভালো। কারণ, কোন সিরাম কত শতাংশ হবে, সেটাই আসল বিষয়। মিনোক্সিডিল সিরাম এখন সবচেয়ে কার্যকর এবং পরিচিত। সব সময় শুধু মিনোক্সিডিল নামেই পাওয়া যায় না, অনেক সময় চুল গজানোর সিরাম বা রিগ্রোথ সিরাম নামেও বিক্রি হয়। এই ধরনের সিরাম ৫ শতাংশ ঘনত্বের হলেই যথেষ্ট। মিনোক্সিডিল না পাওয়া গেলে মিউসিন হেয়ার অ্যান্ড হেয়ার ফল ডিফেন্স সিরাম বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। চুল পড়া কমাতে ও নতুন চুল গজাতে সহায়তা করে।

অর্ডিনারি মাল্টিপেপটাইড সিরামটি বহুমুখী কাজের সিরাম। এটিও ৫ শতাংশ ঘনত্বের হলেই যথেষ্ট। তবে অবশ্যই আসল পণ্য কিনতে হবে। বাজারে যে নকল ‘অর্ডিনারি’ সিরাম পাওয়া যায়, তা ব্যবহার করলে ক্ষতি হতে পারে। অতএব সাধু সাবধান।

‘সিক্স সেভেন’

জেনে নিন সন্তানের মুখের নতুন ভাষা

‘ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার।’ এবছর ডিকশনারি ডটকম ঘোষণা করেছে এমনটাই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বা ঠেকে আকছারই উঠে আসছে ‘সিক্স সেভেন।’ এ কি শুধুই মজা? নাকি সাংকেতিক রহস্য? অভিভাবক হয়ে জানবেন না সন্তানের মুখের ভাষা? জানুন তাদের মনের ভাষাটাও।

দুদ্দাড় করে বদলে যাচ্ছে দুনিয়া। কালকের পড়া, লেখা আজ যেন বড্ড সেকেলে। বদলে যাচ্ছে মুখের ভাষা। স্মার্ট দুনিয়া এখন সেই কায়দা-কসরত নিয়ে হাজির।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কথা ভাবুন। বেবি বুমাররা মেতেছিল বিটল ম্যানিয়ায়, যখন পৃথিবীময় সুরের জাদুতে মুগ্ধতা ছড়িয়েছিল ব্রিটিশ ব্যান্ড দ্য বিটলস। সে সময় জেন এক্সের প্রিয় ছিল এমটিভি আর পাঙ্ক রক ঘরানার গান। মিলেনিয়ালদের সময়টা একটু অন্য রকম, নতুন আসা ইনটারনেটে বুঁদ ছিল তারা। বর্তমান যুগ জেন জির যুগ। অদ্ভুত সব কথা, টার্ম। এর মধ্যে ভাইরালের তকমা পেয়েছে দুটি সংখ্যা—৬ আর ৭। হাতের অঙ্গভঙ্গিতে ইংরেজিতে সুরে সুরে যাকে বলা হচ্ছে ‘সিক্স সেভেন’।

এটা বলে বা শুনে জেন আলফা বেশ মজা পাচ্ছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু স্কুল ‘সিক্স সেভেন’ শব্দটাই নাকি নিষিদ্ধ করেছে! কিন্তু কেন?

সিক্স, সেভেনের শুরু

জেন আলফার কাছে শব্দটি কেমন? উচ্ছ্বাস বা বিস্ময়সূচক। ‘মোটামুটি’ বা ‘লম্বা’ মানুষ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে। সেইসঙ্গে মিম তো রয়েইছে।

এটি মূলত মার্কিন র‍্যাপার স্ক্রিলার ‘ডুট ডুট’ নামের ট্র্যাক, যা ভাইরাল হয় গত বছর। শব্দটি জুড়ে যায় মার্কিন বাস্কেটবল খেলোয়াড় লামেলো বলের উচ্চতার (৬ ফুট ৭ ইঞ্চি) সঙ্গে।। এই গানের কোনও গভীর মানে নেই, শুধু ছন্দে বারবার বাজে ‘সিক্স সেভেন’, যেটা আলফা জেনারেশনের মনে গেঁথে গেছে।

এরপরই সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক ভিডিও, রিমিকস, মিম আর অবশেষে ট্রেন্ডেই পরিণত হয়েছে। কয়েক সপ্তাহেই এটি হয়ে উঠেছে জেন আলফার ‘ইনসাইড জোক’।

মানে নেই, মানে আছে

ভাষাবিদদের মতে, একে বলে ‘সেমান্টিক ব্লিচিং’, মানে কোনও শব্দের মূল অর্থ মুছে গিয়ে বেঁচে থাকে কেবল একটি অভিব্যক্তি বা অনুভূতি। ‘সিক্স সেভেন’-এর কোনও অভিধানগত মানে নেই। আসলে এটি একধরনের হাস্যরসের উপাদান, যোগাযোগের প্রতীকও বটে। জেন আলফা এটি ব্যবহার করে নিজেদের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করতে। পাশাপাশি বড়দের কিছুটা বোকা বানাতেও বটে।

যেমন বন্ধুর রসিকতায় তারা হঠাৎ বলে ওঠে, ‘সিক্স সেভেন!’ আবার অনেক সময় এটি কেবল একধরনের কৌতুক, যা বোঝে শুধু আলফা প্রজন্মের সদস্যরাই। অর্থাৎ এটি একটি সাংকেতিক হাস্যরস, যেখানে শব্দের মানে নয়, বরং বোঝার অক্ষমতাটাই মজার অংশ। তবে মজার ব্যাপার হল, ২০২৫ সালে ডিকশনারি ডটকম অবিশ্বাস্যভাবে এই ‘সিক্স সেভেন’কে ঘোষণা করেছে ‘ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার’ হিসেবে।

শেষ কথা

খানিকটা বিভ্রান্তিকর হলেও আপাতত ‘সিক্স সেভেনেই’ মজা খুঁজে নিয়েছেন জেন আলফা। হয়তো অন্যান্য ট্রেন্ডের মতো এটিও ক্ষণস্থায়ী। আসলে, প্রতিটি প্রজন্মই বড় হয় তাদের নিজস্ব ভাষায়। বিটলম্যানিয়া বা সিক্স সেভেন—এ তাদের নিজস্বতার প্রতীক।

পা ফাটছে? উপায় আছে

হেমন্তেই শীতের প্রকোপ। পায়ের পাতা থেকে গোড়ালি, ঠান্ডা আর শুকনো বাতাসে আরও শুকিয়ে পড়ছে। হয়ে উঠছে খরখরে। কেমন যেন শক্ত শক্ত ভাব। হালকা হলেও দেখা দিচ্ছে ছোট চির। কারও কারও পা ফেটে ব্যথা ও রক্তপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার সারা বছরই পা ফাটার মতো অসহ ব্যথায় ভোগেন। তাদের ক্ষেত্রে শীতকাল এলে এই সমস্যা বেড়ে যায় বহুগুণ। পা ফাটা থেকে বাঁচতে পরামর্শ রইল নন্দিনীর পাতায়।

পা চাই পরিষ্কার

দিনভর হাঁটাচলা। পায়ে জমা হয় লাখো ধুলিকণা ও জীবাণু। দিন শেষে কুসুম গরম জলে পা ধুয়ে নিন। আরাম ও উপকার দুই-ই পাবেন। দূর হবে পায়ে জমে থাকা ধুলোময়লা ও ব্যাকটেরিয়া। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন লবণ মেশানো গরম জলে ১০-১৫ মিনিট পা ভিজিয়ে রাখুন। পায়ের গোড়ালির মৃত ত্বক নরম হয়ে আসে। এতে স্ক্রাব করাও সহজ হয়।

স্ক্রাব করতেই হবে

হেমন্ত বা শীতের শুষ্ক বাতাস ত্বকের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। স্নানের সময় ঝামা বা ফুট স্ক্রাবার দিয়ে গোড়ালি হালকা ঘষে নিন। এর ফলে জমে থাকা রুক্ষ চামড়া উঠে যাবে।

ময়েশ্চারাইজার

শুকনো খটখটে দিনে পায়ে অন্তত দুবার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমোনোর আগে পায়ে খুব ভালোভাবে ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত।

ভারী ময়েশ্চারাইজার বা পেট্রোলিয়াম জেলি শীতের জন্য আদর্শ। ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পর পায়ে মোজা পরে নিলে আর্দ্রতা সারা রাত আটকে থাকবে। আপনার খরখরে গোড়ালিও হয়ে উঠবে নরম।

টুকটাকে তুলতুলে পা

- কয়েক দিন পরপর রাতে ঘুমোনোর আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ও লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগিয়ে নিন। গোড়ালি নরম থাকবে।
- পায়ের ত্বকের শুষ্কতা কমাতে নারকেল তেল কার্যকর। তেল হালকা গরম করে পা ও গোড়ালিতে মাখলে পা ফাটা দূর হবে।
- সামান্য মধু নিয়ে পায়ে ভালোভাবে লাগান। ২০ মিনিট মতো রেখে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, পায়ের ত্বক নরম থাকবে।
- মাঝেমধ্যে পায়ে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন। বেশ আরাম পাবেন।
- সমান পরিমাণ পেট্রোলিয়াম জেলি ও গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। প্রতিদিন লাগালে পা ফাটা অনেকটা কমে যাবে।
- গোড়ালি যদি এতটাই ফেটে যায় যে ব্যথা বা রক্তপাত হতে থাকে, তাহলে যে কোনও ধরনের ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার থেকে দূরে থাকুন।
- এ সময় গোড়ালিতে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ব্যবহার করা উচিত।
- তারপরও অবস্থার উন্নতি না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ তো নিতেই হবে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে যেসব খাবার

রাসায়নিকযুক্ত চিকিৎসা বা সাপ্লিমেন্টের পেছনে ছুটছেন? সেসব ছেড়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন।

যে খাবার যেভাবে খাবেন

টমেটো

টমেটোতে থাকা উপাদান ত্বককে সূর্যের ক্ষতি থেকে রক্ষা, সতেজ ও মসৃণ করে। সকালে খালি পেটে তাজা টমেটোর রস পান করুন। এছাড়া টমেটোর রস, চালের গুঁড়ি দিয়ে মুখে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে।

গাজর

গাজর ত্বকের কোষ মেরামত, ত্বক পরিষ্কার, উজ্জ্বল করা ও ত্বকের শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে এক থেকে দুটি গাজরের রস পান করুন। এছাড়া গাজর সেদ্ধ করে সবজির সঙ্গে বা স্যালাড হিসেবে খেতে পারেন।

পেঁপে

পেঁপে ত্বকের মৃত কোষ ও কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। নিয়মিত তাজা পেঁপে খাওয়ার পাশাপাশি পেঁপের পেস্ট মুখে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মতো রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

লেবু

লেবু ত্বক উজ্জ্বল করার পাশাপাশি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। মুখে লেবুর রস ও মধু ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া স্যালাড, ডাল বা যেকোনও সবজির ওপর লেবুর রস দিয়ে খেতে পারেন।

হলুদ

হলুদ ত্বকের ব্রণ, দাগ ও নিস্তেজতা কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের রান্নায় হলুদ ব্যবহারের পাশাপাশি দুধে একটু হলুদ মিশিয়ে রাতে পান করতে পারেন, যা স্বাস্থ্য ও ত্বক উভয়ের জন্য ভালো। এছাড়া হলুদ ও দইয়ের ফেসপ্যাক লাগাতে পারেন মুখে।

পালংশাক

পালংশাক ত্বক সতেজ ও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে। এটি স্যালাড, সুপ, স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন। রান্না করে খাওয়াও উপকার। সত্যি বলতে, এই রুক্ষ দিনে শীতের হরেক সবজি পাতে রাখতে হবে। তাহলেই অনেকটা চিন্তামুক্তি সম্ভব।

গ্রিন টি

গ্রিন টি নিয়মিত খেলে ত্বক হবে পরিষ্কার, সতেজ ও উজ্জ্বল। গ্রিন টি ব্যবহারের পর এটি ঠান্ডা করে চোখের নীচের অংশে লাগাতে পারেন, যা ত্বকের ফোলা ভাব ও কালো দাগ কমাতে পারে।

ত্বকের যত্নে কিছু পরামর্শ

● ত্বক ভালো রাখতে সব সময় হাইড্রেট থাকুন ও ত্বক পরিষ্কার রাখুন। ● প্রক্রিয়াজাত, ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। ● চিনি ও ক্যাফেইন গ্রহণ সীমিত করে ফেলতে হবে। ● ছাড়তে হবে ধূমপান ও অ্যালকোহল পান। ● অতিরিক্ত লবণ, প্যাকেটজাত ও কৃত্রিম চিনি থেকে শতহাত দূরে থাকুন।

ত্বকের যত্নে

এক ম্যাচের নেতৃত্বে খুশি নন ঋষভ

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : তিনি ছিলেন দলের সহ অধিনায়ক। আপাতত কার্যনির্বাহী অধিনায়ক।

ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাটিং করতে গিয়ে অধিনায়ক শুভমান গিল ঘাড়ে চোট না পেলে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগই হয়তো পেতেন না ঋষভ। নেতৃত্বের সুযোগ এখন তাঁরই হাতে। অথচ, এক ম্যাচের জন্য ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেয়ে খুশি হতে পারছেন না ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড। তাঁর মনে হচ্ছে, একজন অধিনায়কের জন্য মাত্র এক ম্যাচের দায়িত্ব খুব একটা ভালো ব্যাপার নয়। শুধু তাই নয়, ঋষভ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কারও অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নেওয়াটা তাঁর খুব একটা পছন্দ হয়নি।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে প্রথমবার টেস্টের আসর বসছে। সেই ম্যাচকে কেন্দ্র করে সেখানে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। শুধু তাই নয়, পূর্ব ভারতের শহর বলে গুয়াহাটি টেস্টে আগে চা পানের বিরতি। পরে মধ্যাহ্নভোজের আসর। টেস্ট ক্রিকেট এমন বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকতে চলেছে কাল। তার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর বেলার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক ঋষভ বলেছেন, ‘নেতৃত্বের সম্মান পাওয়ার জন্য আমি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক ম্যাচের জন্য নেতৃত্ব পাওয়াটা ভালো ব্যাপার নয়। অনেক সময় অনেক বড় বিষয় নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন। তাতে লাভ কিছু হয় না। আমিও সেসব নিয়ে ভাবছি না।

ইডেনে প্রথম টেস্ট ভালো যায়নি আমাদের। এই টেস্ট জেতার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, সব করতে তৈরি আমরা।’

বর্ষাপাড়ার মাঠে টিম ইন্ডিয়া টেস্ট জিতবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে কার্যনির্বাহী

> পিচ দেখে ভালোই মনে হয়েছে। ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলেই মনে হল। পরের দিকে স্পিনাররাও সাহায্য পাবে। আশা করছি, উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ হবে।
>
> **ঋষভ পন্থ**

অধিনায়ক ঋষভের জন্য বর্ষাপাড়ার মাঠ স্পেশাল। এই মাঠেই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। শনিবার টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হচ্ছে। তার আগে পন্থ বলছেন, ‘এই মাঠ আমার খুব প্রিয়। হৃদয়ের খুব কাছের। বহু স্মৃতি রয়েছে এখানে।’ ইডেনের পিচে ভারতীয় ব্যাটাররা বারবার সমস্যায় পড়েছিলেন। বর্ষাপাড়ার বাইশ গজ দেখে ঋষভ তৃপ্ত। বলছেন, ‘পিচ দেখে ভালোই মনে হয়েছে। ব্যাটিং সহায়ক পিচ বলেই মনে হল। পরের দিকে স্পিনাররাও সাহায্য পাবে। আশা করছি, উপভোগ্য টেস্ট ম্যাচ হবে।’

সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। গুয়াহাটি টেস্টে হার মানে ফের সিরিজ হাতছাড়া হওয়া। ড্র মানেও হারেরই সমান। এমন অবস্থায় ভারত অধিনায়ক ঋষভ বলছেন, ‘ম্যাচ নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়। ইডেন টেস্টের আগেও হয়েছিল। এবারও হচ্ছে। কলকাতায় আমাদের মনে হয়েছিল, চার স্পিনার খেলানো যেতে পারে। সেটাই হয়েছিল। এখানে দলের কম্বিনেশন কেমন হয়, সেই আলোচনা এখনও চলছে।’ সিরিজে পিছিয়ে থাকার জ্বালা নিয়ে বর্ষাপাড়ার মাঠে দুশো শতাংশ দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন অধিনায়ক ঋষভ। চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে যাওয়া অধিনায়ক শুভমানকে নিয়েও মুখ খুলেছেন পন্থ। বলেছেন, ‘শুভমানের সঙ্গে আমার নিয়মিত কথা হয়। ও আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো। গুয়াহাটি টেস্টে খেলতে চেয়েছিল ও। চিকিৎসক, ফিজিওদের নির্দেশে সেটা সম্ভব হয়নি। আসলে জীবনে এগিয়ে চলার পথে এমন অনেক পরিস্থিতি আসে, যখন আপনি যা চাইবেন সেটা করতে পারবেন না।’ অধিনায়ক গিলের বদলি কে হবেন, সেটা অবশ্য খোলসা করে জানাননি ঋষভ।

টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঋষভ পন্থ। শুক্রবার। ছবি : পিটিআই

পিচ কেমন আচরণ করবে, বুঝে নেওয়ার চেষ্টায় টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। শুক্রবার গুয়াহাটিতে।

সঙ্গী পিচ বিতর্ক

সিরিজ বাঁচানোর যুদ্ধে টিম ইন্ডিয়া

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : এ এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণ!

নিজেদের পাতা ফাঁদে নিজেরা ডুবে যাওয়ার ধাক্কা কাটেনি এখনও। অধিনায়ক শুভমান গিলের চোট সারেনি এখনও। দলের কম্বিনেশনের গোলকধাঁধাও রয়েছে প্রবলভাবে।

এমন অবস্থার মধ্যেই শনিবার থেকে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। যে টেস্টের দিকে নজর গোটা ক্রিকেট দুনিয়ার।

ঠিক এক বছর আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে এক বছর পার হয়ে গেলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ঘরের মাঠে স্পিন সহায়ক উইকেট তৈরি করে নিজেরাই ঘূর্ণির ফাঁদে পড়ে যাচ্ছে। ম্যাচও হারছে। এভাবেই গত সপ্তাহে ইডেন গার্ডেন্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ৩০ রানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আগামীকাল থেকে বর্ষাপাড়ার মাঠে শুরু হতে চলা টেস্টে হার মানেই আরও অতলের দিকে তলিয়ে যাওয়া। লজ্জার আঁধারে ঢেকে যাওয়া।

শেষপর্যন্ত বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছে প্রবল বিতর্ক। অধিনায়ক শুভমান ঘাড়ের চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারবেন না, জানাই ছিল। শুক্রবার সকালে সরকারি ঘোষণাটা শুধু হল। গিলকে স্কোয়াড থেকে ছেড়ে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য মুম্বই পাঠানো হচ্ছে বলে খবর। প্রশ্ন হল, কলকাতার চিকিৎসকরা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, গুয়াহাটি টেস্টে গিলের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাহলে আগেই তাঁকে মুম্বই পাঠিয়ে দেওয়া হল না কেন? জবাব নেই। শুভমানের অনুপস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু গিলের বদলে চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন কে? তাঁর পরিবর্তই বা কে হবেন?

টিম ইন্ডিয়ার তরফে পুরো বিষয় নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি করে রাখা হয়েছে। যদিও গতকালের পর আজ বর্ষাপাড়ার ক্রিকেট মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে গিলের পরিবর্তে বি সাই সুদর্শন দ্বিতীয় টেস্টের দলে ফিরছেন। তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন সুদর্শন। আর সব ঠিকমতো চললে চার নম্বরে ধ্রুব জুরেলকে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে। এখানেও রহস্য! সঙ্গে প্রশ্ন, একটি টেস্টে ওয়াশিংটন সুন্দরকে তিন নম্বরে ব্যবহারের পর কি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মোহভঙ্গ হল? জবাব নেই। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের একটি সূত্রের দাবি, অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন দ্বিতীয় টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করবেন আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা গুয়াহাটি টেস্টে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ
সময় : সকাল ৯টা, **স্থান :** গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ইডেন টেস্টের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতির শুরু থেকে নজরে ছিল পিচ। বর্ষাপাড়ার মাঠে আগামীকাল দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগেও পিচ নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও ইডেনের তুলনায় বর্ষাপাড়ার পিচের চরিত্র অনেকটাই আলাদা। হার্ড উইকেট। শুরুর দিকে পেসারদের জন্য সাহায্য থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় দিন থেকে বল ঘোরার সম্ভাবনা। এমন পিচে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন কেমন হবে? ভারত কি চার স্পিনারেই খেলবে? গিলের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া ঋষভ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর প্রথম একাদশ নিয়ে খোলসা করে কিছু বলেননি। তবে সূত্রের খবর, টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে বিস্তর পরিবর্তন হতে চলেছে। নীতীশ কুমার রেড্ডি ও সুদর্শনের দলে ফেরা প্রায় নিশ্চিত বলেই খবর। এই প্রথম টেস্ট হচ্ছে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়ার শহর গুয়াহাটিতে। টেস্ট ম্যাচ নিয়ে রয়েছে প্রবল উন্মাদনাও। এখানেও খটকা! খেলা পাঁচদিন কি চলবে? জবাব জানে না দুনিয়া।

শুভমানের মতোই চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে দ্বিতীয় টেস্টে খেলা হচ্ছে না কাগিসো রাবাদার। তার জন্য আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকা টেম্বা বাভুমার দলের কোনও টেনশন নেই। বরং সাইমন হার্মার, মার্কো জানসেনরা ইডেনে দলকে যেভাবে ভরসা দিয়েছিলেন, গুয়াহাটিতে তার পুনরাবৃত্তির স্বপ্নে ডুবে প্রোটিয়ারা। উইয়ান মুল্ডার নাকি সেনুরান মুথুস্বামী নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। যদি মুথুস্বামী খেলেন, তাহলে বর্ষাপাড়ার মাঠে তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে নামবেন বাভুমা।

ম্যাচের ফল কী হবে? অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

গুয়াহাটিতেও রাবাদাহীন দক্ষিণ আফ্রিকা

গুয়াহাটি, ২১ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা নির্ণায়ক টেস্ট।

ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বধে ১-০ ব্যবধানের সুবিধা সঙ্গে নিয়ে শনিবার গুয়াহাটি দ্বৈরথে নামছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। যদিও ম্যাচ শুরুর আগে খারাপ খবর সফরকারী দলের জন্য। একনম্বর পেসার কাগিসো রাবাদাকে আগামীকাল শুরু শেষ টেস্টেও পাচ্ছে না তারা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে যা পরিষ্কার করে দিয়েছেন অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

পাঁজরের চোটে রাবাদা ইডেনেও খেলেননি। কোচ শুকরি কনরাড জানিয়েছিলেন, দ্বিতীয় টেস্টে হয়তো দলের সেরা পেসারকে পাবেন। কিন্তু সেই আশা মেলেনি। ফলস্বরূপ, মার্কো জানসেনকে সামনে রেখে ফের পেস ব্রিগেড সাজাচ্ছে প্রোটিয়া শিবির। যে ব্রিগেডে গুরুত্ব পাচ্ছেন লুঙ্গি এনগিডি। রাবাদার ‘ব্যাক আপ’ হিসেবে দলে অন্তর্ভুক্তি। খবর, দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে লুঙ্গির থাকা কার্যত নিশ্চিত।

বাভুমা বলেছেন, ‘এখানকার পিচ অনেক বেশি তাজা মনে হচ্ছে। কলকাতার তুলনায় ধারাবাহিক বাউন্সও আশা করছি। অনেকটা উপমহাদেশের উইকেটের মতোই। প্রথম দুইদিন ব্যাটিং সহায়ক হবে। তারপর স্পিনারদের দাপট। আগামীকাল আরও একবার পিচ দেখার পর সিদ্ধান্ত।’ প্রথমবার গুয়াহাটিতে টেস্টের আসর বসছে। লাল বলের ফর্ম্যাটে এখানকার বাইশ গজ কীরকম আচরণ করে, বলা কঠিন। তবে পিচ নিয়ে ‘ধাঁধা’ থাকলেও বাভুমারা সিরিজ জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ।

এদিকে গুয়াহাটি টেস্টের শেষবেলার প্রস্তুতির মাঝে পরবর্তী ওডিআই, টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজের (৯-১৯ নভেম্বর) দলে দীর্ঘদিন পর ফিরছেন আনরিচ নর্তজে। শেষবার খেলেন ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে। চোট-আঘাতের ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে প্রত্যাবর্তন। রাবাদার শূন্যতা

সিরিজ জয়ের হাতছানি নিয়ে শনিবার নামবেন টেম্বা বাভুমা।

তবে বর্ষাপাড়ার পিচে শুরুর দিকে পেস সহায়ক পরিস্থিতি থাকবে বলে পূর্বাভাস। যে পরিবেশে রাবাদার মতো পেসার সবসময় দলের তুরুপের তাস। সেই সুরটাই ধরা পড়ল টেম্বার গলায়। বলেছেন, ‘দ্বিতীয় টেস্টে নেই কাগিসো। এনগিডিকে ইতিমধ্যে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামীকাল সকালে আরও একবার উইকেট দেখে চূড়ান্ত একাদশ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।’

গুয়াহাটি টেস্টই শুধু নয়, পুরো সফর থেকেই ছিটকে গেলেন রাবাদা। আগামী সপ্তাহ চারেক রিহ্যাবে থাকবেন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের নায়ক রাবাদার অনুপস্থিতি নতুনদের সামনে সুযোগ এনে দিচ্ছে। ইডেনে জানসেনের সঙ্গে উইয়ান মুল্ডার, করবিন বশ ছিলেন। গুয়াহাটিতে বশের জায়গায় সম্ভবত এনগিডি।

প্রোটিয়া অধিনায়ক অবশ্য এদিন হাতের তাস খুলতে নারাজ। পূরণে নর্তজের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে কোচ কনরাড বলেছেন, ‘নর্তজে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেই সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। ওর সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।’

ওডিআই দল : টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, করবিন বশ, ম্যাথু ব্রিৎজকে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, নান্দ্রে বার্জার, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, রুবিন হার্মান, কেশব মহারাজ, মার্কো জানসেন, আইডেন মার্করাম, লুঙ্গি এনগিডি, রিয়ান রিকেলটন ও প্রেনেলান সুব্রায়েন।

টি২০ দল : আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, করবিন বশ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, ডোনোভান ফেরেইরা, রেজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন, জর্জ লিন্ডে, কোয়েনা মাফাকা, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিচ নর্তজে ও ট্রিস্টান স্টাবস।

মুস্তাক আলিতে খেলবেন সূর্যকুমার

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মুস্তাক আলি ট্রফি। প্রতিযোগিতায় মুম্বই দলে সূর্যকুমার ছাড়াও অজিঙ্কা

রাহানে,শিবম দুবে, সরফরাজ খান ও আয়ুষ মাত্রের মতো পরিচিতদের দেখা যাবে। দলকে নেতৃত্ব দেবেন শার্দূল ঠাকুর।

৯ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে। মুস্তাক আলিতে সেই সিরিজের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান সূর্য। এই বছর আন্তর্জাতিক টি২০-তে চলতি বছরে সেভাবে রান পাননি সূর্য। ১৫টি ম্যাচে মাত্র ১৮৪ রান করেছেন তিনি। আগামী বছর টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে ফর্মে ফিরতে মুস্তাক আলিকে পাখির চোখ করছেন সূর্য।

বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু

সামিকে রেখেই মুস্তাকের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : মহম্মদ সামিকে রেখেই আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র জন্য দল ঘোষণা করল বাংলা। শুক্রবার রাতের দিকে সিএবি-তে মুস্তাক আলির জন্য ১৭ সদস্যের বাংলা দল ঘোষণা হল। দলে চমক হিসেবে রয়েছেন ভবানীপুর ক্লাবের ব্যাটার যুবরাজ কেশওয়ানি।

১৭ সদস্যের দলে অধিনায়কত্ব করবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দলে সামি ছাড়াও শাহবাজ আহমেদ, আকাশ দীপ, অভিষেক পোড়েলরা রয়েছেন। দোহায় এমার্জিং এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ছিলেন বাংলার অভিষেক। এদিন সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিনি খেলেননি। ভারত হেরে যাওয়ায় কালই তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা। এছাড়াও অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলা যুধাজিৎ গুহকে দলে ডাকা হয়েছে।

বাংলা দল
অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপকুমার ঘরামি, অভিষেক পোড়েল, সাকির হাবিব গান্ধি, যুবরাজ কেশওয়ানি, প্রিয়াংশু শ্রীবাস্তব, শাহবাজ আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, করণ লাল, সাক্ষম চৌধুরী, মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, সায়ন ঘোষ, কণিষ্ক শেঠ, যুধাজিৎ গুহ ও শ্রেয়ান চক্রবর্তী।

আসন্ন মুস্তাক আলি ট্রফিতে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ বাংলা খেলবে হায়দরাবাদে। আগামী ২৬ নভেম্বর বরোদার বিপক্ষে মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করছে বাংলা। রবিবার বাংলা দল হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবে। রাতের দিকে দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের বিচারে সেরা দল বেছে নেওয়া হয়েছে। সামি, অভিষেকরা থাকায় দলের ভারসাম্য বেড়েছে। রনজির শেষ কয়েকটি ম্যাচের ছন্দ এবার সাদা বলের ক্রিকেটেও ধরে রাখতে হবে।’

সুপার ওভারে শূন্য রান করে বিদায় বৈভবদের

ফাইনালে ওঠার জন্য শেষ বলে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪ রান। যদিও বাংলাদেশের ফিল্ডাররা সহজ রানআউট মিস করেন। তাদের হাস্যকর ভুলের সুযোগে ৩ রান নিয়ে দলকে সুপার ওভারে পৌঁছে দেন হর্ষ দুবে।

দোহা, ২১ নভেম্বর : এমার্জিং এশিয়া কাপ সেমিফাইনালের সুপার ওভারে হার ভারতের। ফাইনালে বাংলাদেশ।

একটা ভুল সিদ্ধান্তই কি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিল

এমার্জিং এশিয়া কাপ ফাইনালে বাংলাদেশ

ভারতকে? প্রশ্ন উঠছে। এদিন শুরুতে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৪ রান করে বাংলাদেশ। রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু করেন ভারতের বৈভব সূর্যবংশী ও প্রিয়াংশ আর্য। জুটি ভাঙে ৫৩ রানে। ১৫ বলে ৩৮ রান করে আউট হয় বৈভব। ৪৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন প্রিয়াংশ। ইনিংসে ৩৩ রান যোগ করেন অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। সবশেষে নেহাল ওয়াধেরার অপরাজিত ৩২ রানের ইনিংসে ভর করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটের বিনিময়ে ভারতও শেষ করে ১৯৪ রানে।

সুপার ওভারে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে পরপর দুই বলে আউট হয়ে ফেরেন জিতেশ ও আশুতোষ শর্মা। বৈভবের মতো আগ্রাসী এবং সাহসী ব্যাটার হাতে থাকতেও তাঁকে নামানোই হল না। উলটোদিকে জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ রান। প্রথম বলে সুযশ শর্মা উইকেট তুলে নিলেও দ্বিতীয় বলেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নেয় বাংলাদেশ।

২ নভেম্বর নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। দলের সদস্য ছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। বিশ্বজয়ের মাঠেই স্মৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর প্রেমিক পলাশ মুচ্ছল। রবিবার বিয়ে। শুক্রবার সতীর্থদের সঙ্গে ‘হলদি’-র অনুষ্ঠানে মাতলেন হবু বউ মান্ধানা।

ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে গম্ভীরকে বার্তা

তিন নম্বরে মিউজিক্যাল চেয়ারের বিপক্ষে রাহানে

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : টেস্ট ক্রিকেটে তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চেতেশ্বর পূজারার পর বেশ কয়েক বছর পার। যদিও শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। উলটে তিন নম্বর পজিশন নিয়ে ভারতীয় দলের চলতি ‘মিউজিক্যাল চেয়ার’ পদ্ধতি সমস্যা বাড়াচ্ছে। গৌতম গম্ভীরদের উচিত এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা। বক্তা শুভমান গিলদের প্রাক্তন সতীর্থ আজিঙ্কা রাহানে।

ভারতীয় দলের নেতৃত্বের গুরুভার সামলেছেন একসময়। পাঁচ নম্বরে দীর্ঘদিন

> তিন নম্বর ব্যাটারদের আলাদা স্কিল প্রয়োজন। ৬-৭ নম্বরে আলাদা। ওয়াশি (সুন্দর) নিঃসন্দেহে ভালো। দুর্দান্ত প্রতিভা। কিন্তু তিন নম্বরে ব্যাটিং ওর জন্যও ঠিক নয়।
>
> **আজিঙ্কা রাহানে**

দলকে ভরসাও জুগিয়েছেন। সেই রাহানে বিরক্ত যেভাবে ব্যাটিং অর্ডার, বিশেষত টপ অর্ডারের কম্বিনেশনে বারবার রদবদল করা হচ্ছে। ইংল্যান্ড সফরের প্রথম দিকে করুণ নায়ার, তারপর বি সাই সুদর্শন। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে সুদর্শনকে বসিয়ে তিনে আবার ওয়াশিংটন সুন্দর!

গম্ভীরদের যে ভাবনা নিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের ইউটিউব চ্যানেল ‘অ্যাশ কি বাত’-এ রাহানে সুদর্শনকে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন। যুক্তি, গত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সাফল্য পাওয়ার পরও সুদর্শনকে বাদ দিয়ে সুন্দরকে তিনে খেলানোর যৌক্তিকতা তিনি অন্তত খুঁজে পাচ্ছেন না। রাহানের দাবি, এর ফলে সুন্দরকেও সমস্যায় ফেলা হচ্ছে।

রাহানে বলেছেন, ‘তিন নম্বর ব্যাটারদের আলাদা স্কিল প্রয়োজন। ৬-৭ নম্বরে আলাদা। ওয়াশি (সুন্দর) নিঃসন্দেহে ভালো। দুর্দান্ত প্রতিভা। কিন্তু তিন নম্বরে ব্যাটিং ওর জন্যও ঠিক নয়। ও বোলিং অলরাউন্ডার। ৬-৭ নম্বরে খেলে। সেখানে তিন নম্বরে মানিয়ে নেওয়া! হঠাৎ যে পরিবর্তন ওর ব্যাটিং ভাবনাকে গুলিয়ে দেবে। অন্যদিকে সুদর্শন শেষ টেস্টে ভালো খেলেছে। ৮৭ ও ৩৯ করেছে। তারপর কেন পরিবর্তন, বোধগম্য নয় আমার।’

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ী অধিনায়কের মতে, ওয়াশিংটন বা সুদর্শন, যেই তিন নম্বরে অগ্রাধিকার পাক না কেন, তা আগেভাগে ঠিক করা উচিত। তাহলে দুইজনে সেভাবে প্রস্তুতি সারতে পারবে। রাতারাতি পরিবর্তন করলে আখেরে দলেরই ক্ষতি। কারণ, ৬-৭ নম্বর আর তিন নম্বরে খেলার প্রস্তুতি, ভাবনা, পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা।

অনুশীলনে বি সাই সুদর্শন। শনিবার প্রথম একাদশে তাঁর জায়গা হয় কিনা সেটাই দেখার।

বেঙ্গালুরুতে বৃহস্পতিবার এক টেক সামিটে টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে বিশ্বকাপ জয়ী শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ (বাঁয়ে)। সঙ্গী মায়ান্তি ল্যাঙ্গার।

রিচাকে পরামর্শ সানিয়ার

সমাজমাধ্যমকে বেশি গুরুত্ব নয়

> রিচার বয়স কম। বর্তমান সময়ে ওকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেরও মুখোমুখি হতে হবে। রিচাকে একটাই কথা বলব, এই চাপ সামলে নিজের খেলায় মনঃসংযোগ না করতে পারলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যাবে না। -সানিয়া মির্জা

বেঙ্গালুরু, ২১ নভেম্বর : রিচাকে সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে পাত্তা না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন সানিয়া মির্জা।

বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও বিশ্বকাপজয়ী বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ। সেখানেই ছয়বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা বলেছেন, 'রিচার বয়স কম। বর্তমান সময়ে ওকে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেরও মুখোমুখি হতে হবে। রিচাকে একটাই কথা বলব, এই চাপ সামলে নিজের খেলায় মনঃসংযোগ না করতে পারলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যাবে না।'

পরে সানিয়া আরও বলেছেন, 'এখন তো সমাজমাধ্যমে একজন ক্রীড়াবিদের জীবনের সবকিছু তুলে ধরা হয়। ম্যাচ হেরে রাতে কোথাও ডিনার করতে গেলেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। আমি অবাক হয়ে যাই, এমন সব ব্যক্তি সমালোচনা করছেন যাঁরা কোনওদিন ক্রিকেট ব্যাট কিংবা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নেননি। তাই আমার মনে হয়, সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।'

সমাজমাধ্যমের সমালোচনাকে ইতিবাচক দিক হিসেবে মনে করেন রিচা। তিনি বলেছেন, 'আমি সমাজমাধ্যমের এই সমস্ত সমালোচনাকে মহিলা ক্রিকেটের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে মনে করি। আগে মহিলা ক্রিকেটারদের এত ফলোয়ার ছিল না। এখন ফলোয়ার যেমন বাড়ছে তেমন সমালোচনাও বাড়ছে। এর মানে আগের থেকে আরও বেশি মানুষ মহিলাদের ক্রিকেট দেখছে।'

প্রথম দিনেই পড়ল ১৯ উইকেট!

ইতিহাস স্টার্কের, পালটা স্টোকসের

ইংল্যান্ড-১৭২
অস্ট্রেলিয়া-১২৩/৯
(প্রথম দিনের শেষে)

পারথ, ২১ নভেম্বর : কথা দিয়েছিলেন। কথা রাখলেন মিচেল স্টার্ক।

প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে সিনিয়ার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথা আর কাজে তফাত হয়নি। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই আগুনে বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের বাজবলকে কার্যত গুঁড়িয়ে দিলেন। ১২.৫ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৫৪ রানে স্টার্কের ঝোলায় সাত-সাতটি উইকেট।

কোনওক্রমে দেড়শোর গণ্ডি পেরিয়ে ১৭২-এ ইতি পড়ে ইংল্যান্ডের ইনিংস। অভিষেককারী ব্রেন্ডন ডগেট আউট করেন হ্যারি ব্রুক ও ব্রাইডন কার্সকে। স্টার্কের আগুনে বোলিংয়ের পরও অবশ্য প্রথম দিনের শেষে অস্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া! সৌজন্যে বেন স্টোকসের (২৩/৫) নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড বোলারদের প্রত্যাঘাত। যার সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে অজি ব্যাটিং। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের ১৭২-এর জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১২৩/৯। ক্রিজে শেষ জুটি। এখনও ৪৯ রান পিছিয়ে!

স্টার্ক-স্টোকসের দাপট ছাপিয়ে প্রথম দিনেই ১৯ উইকেট পড়া! অ্যাসেজের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম দিনে এত উইকেট কখনও পড়েনি! ১৯০৯ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের পর প্রথমবার আঠারোর বেশি উইকেট পড়ল! বাউন্স ও গতি থাকবে, পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন অপটাস স্টেডিয়ামে পিচ প্রস্তুতকারক আইজ্যাক ম্যাকডোনাল্ড। যদিও টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ নিতে পিছপা হননি স্টোকস।

সাহসী সিদ্ধান্ত অবশ্য বুমেরাং স্টার্কের দুরন্ত প্রথম স্পেলেই। স্কোরবোর্ডে কোনও রান ওঠার আগেই প্রথম ওভারের শেষ বলে জ্যাক ক্রলি সাজঘরে। অ্যাসেজে প্রথম দিন, প্রথম ওভারে চতুর্থবার উইকেট নিলেন স্টার্ক। পিছনে ফেললেন জ্যাক গ্রেগোরি, ডেনিস লিলিকে (তিনবার করে)। বেন ডাকেট (২১), জো রুটও (০) সামলাতে পারেননি স্টার্ককে। ৩৯/৩ থেকে ওলি পোপ (৪৬), ব্রুক (৫২) খেলাটা অবশ্য ধরার চেষ্টা করেছিলেন।

পোপকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্যামেরন গ্রিন। অভিষেককারী ডগেটের প্রথম শিকার ব্রুক। প্রত্যাবর্তন স্পেলে বাকি কাজ সারেন স্টার্ক। যার সামনে লোয়ার মিডল অর্ডারে জেমি স্মিথ (৩৩) ছাড়া কেউ রান পাননি। ৬ রানের মাথায় স্টোকসের উইকেট ছিটকে দেন স্টার্ক। শেষপর্যন্ত লাঞ্চের পর ১৭২ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

স্টার্কের হাত ধরে ফুরফুরে মেজাজ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি অজি শিবিরে। ইংল্যান্ডের মতো প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় তারা। তখনও স্কোরবোর্ডে কোনও রান ওঠেনি। অ্যাসেজের ইতিহাসে এটাও প্রথমবার! শুরুর ধাক্কা জোফ্রা আর্চারের। অভিষেককারী জেক ওয়েদারাল্ডের (০) পর অপর ওপেনার মার্নাস লাবুশেনও (৯) আর্চারের শিকার।

নিয়মিত ওপেনার উসমান খোয়াজার বদলে এদিন লাবুশেন ওপেন করেন। পিঠের সমস্যার কারণে ফিল্ডিংয়ে অনেকটা সময় মাঠের বাইরে কাটান। তাই শুরুতে ব্যাট করতে পারেননি। বদলে ওপেনিংয়ে লাবুশেন। আর্চারের সৌজন্যে যা সুখকর হয়নি। দিনের শেষে স্টার্ক বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দেন।

চার নম্বরে নেমে ব্যর্থতা দলেই খোয়াজা (২)। ব্রাইডন কার্সের শিকার। খোয়াজার আগে কার্সের ঝোলায় অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথও (১৭)। বাকি সময়ে অধিনায়ক স্টোকসের ৬ ওভারের স্পেলে অজি ব্যাটারদের প্যাভিলিয়নে ফেরার লাইন। ট্রাভিস হেড (২১), ক্যামেরন গ্রিন (২৪), অ্যালেক্স ক্যারি (২৬) ক্রিজে থিতু হয়েও লম্বা ইনিংস খেলতে ব্যর্থ। নিটফল, ১২৩ তুলতেই ৯ উইকেট খুইয়ে বসেছে অজিরা।

৫ উইকেট নেওয়ার বল হাতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। পারথে শুক্রবার।

৭ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে দিয়ে হুংকার অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্কের।

নজরে পরিসংখ্যান

১৯ পারথে এদিন ১৯টি উইকেট পড়ল। অ্যাসেজে ১৯০৯ সালের পর থেকে প্রথমদিনে উইকেট পড়ার নিরিখে যা সর্বাধিক।

৫৮/৭ টেস্টে মিচেল স্টার্কের সেরা বোলিং ফিগার। পারথ স্টেডিয়ামেও যা সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।

২ স্টার্ক দ্বিতীয় বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজের কোনও টেস্টের প্রথমদিনে ৭ উইকেট নিলেন। এর আগে এই কীর্তি ছিল ক্রেগ ম্যাকডারমটের (১৯৯০-'৯১)।

১৭ টেস্টে ১৭ বার এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের মধ্যে যা তৃতীয় সর্বাধিক। সামনে গ্লেন ম্যাকগ্রাথ (২৯) ও ডেনিস লিলি (২৩)।

১০ টেস্টে ১০ বার বেন স্টোকসকে আউট করলেন স্টার্ক। পেসারদের মধ্যে যা সর্বাধিক।

১৯৭ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে বলের সংখ্যা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাসেজে বলের নিরিখে যা তৃতীয় ক্ষুদ্রতম ইনিংস।

৪৩ স্টোকস ৪৩ বছর পর প্রথম ইংরেজ অধিনায়ক হিসেবে অ্যাসেজের কোনও টেস্টে ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন।

০/১ অ্যাসেজে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম ইনিংসে খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারাল।

রোমানিয়ায় খেলতে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির পুনিত বিশ্বাস।

বিশ্ব যুব টিটিতে সুযোগ পুনিতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : রোমানিয়ার ক্লুজ নাপোকাতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব যুব টেবিল টেনিস। যার জন্য ১২ সদস্যের ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুড়ির পূর্ব বিবেকানন্দপল্লির পুনিত বিশ্বাস। রবিবার থেকে শুরু প্রতিযোগিতায় তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে টিম ইভেন্ট ছাড়াও সিঙ্গলসে নামবেন।

পুনিতের কোচ শুভজিৎ সাহা বলেছেন, 'এর আগে ডব্লিউটিটি টুর্নামেন্ট ও প্রো টুরে খেললেও বিশ্ব টেবিল টেনিস সংস্থার প্রতিযোগিতায় এই প্রথম নামছে পুনিত। তাই তিন ইভেন্টের কোনও একটিতে পদক আনলেই আমি খুশি হব। না পেলেও ভেঙে পড়ার কারণ দেখছি না। এই প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা ওর আগামী দিনের পুঁজি হবে।' ২০১৯ সাল থেকে শুভজিতের প্রশিক্ষণে আছেন পুনিত। শুভজিৎ বলেছেন, '১৭ বছরেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে জাতীয় র‍্যাংকিংয়ে প্রথম চারে ও জায়গা করে নিয়েছে। সেই সুবাদেই এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলে ওর ডাক এসেছে।'

পুনিতের মা টুনটুন বিশ্বাস বলেছেন, 'ও খেলার মধ্যেই রয়েছে। ইন্দোর-পঞ্চকুলাতে খেলে এসেছে জোনাল প্রতিযোগিতায়। অফিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলসে খেলেছে সেমিফাইনালে। নয়াদিল্লিতে প্রতিযোগিতার চারদিন জাতীয় শিবিরেও ছিল। সেখান থেকে আজই পুনিত রোমানিয়ায় পৌঁছেছে।'

আইএসএল করতে এগিয়ে এল কেন্দ্র

শীর্ষ আদালতকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধান জানানোর আশ্বাস

> আমরা নিশ্চিত করছি যে ফুটবলাররা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না স্পনসরশিপ বা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার জন্য। মন্ত্রী গোটা বিষয়টি জানেন। আইএসএল হবেই।
>
> **তুষার মেহতা,** সলিসিটার জেনারেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হবেই। আর এই লিগ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুক্রবার শীর্ষ আদালতে পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের আইএসএল করার বিষয়ে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি নিজেই বিচারপতিদ্বয়কে নিশ্চিত করেন যে ফুটবলাররা কোনও সমস্যায় পড়বেন না। পুরো বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অবগত আছেন এবং অবশ্যই আইএসএল হবে। আর্থিক বিষয়, স্পনসরশিপ, ক্লাব মালিকানা, লিগ সংক্রান্ত কার্যাবলি, সব বিষয়ের উপরই সরকার নজর দেবে। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্র শীর্ষ আদালতকে জানায়, আইএসএল নিয়ে তৈরি হওয়া যাবতীয় সমস্যার কথা তাদের জানা। ৮ ডিসেম্বর এআইএফএফ এবং এফএসডিএলের চুক্তি যেমন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তেমনি শেষ হচ্ছে এফএসডিএল এবং ক্লাবগুলির চুক্তিও। তার আগেই যেহেতু সমস্যার সমাধান করতে হবে তাই এদিন ঠিক হয় দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বিচারপতিদের এই বিশেষ বেঞ্চকে জানানো হবে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিন দুই বিচারপতিকে নিশ্চিত করে বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত করছি যে ফুটবলাররা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না স্পনসরশিপ বা ক্লাবের আর্থিক সমস্যার জন্য। মন্ত্রী গোটা বিষয়টি জানেন। আইএসএল হবেই।' একই সঙ্গে ফিফার যাবতীয় নিয়মকানুন মেনেই যে সবকিছু করা হবে, এই বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। তবে শীর্ষ আদালত অবশ্য কোনওরকম হস্তক্ষেপের বিষয়েও খুব সতর্ক। দুই বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, 'আমরা এরকম কোনও কিছু দেখাতে চাই না যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে চলেছে। এটা শুধুই পরিস্থিতির বিচারে কাজ করা।' আইএসএল স্টেকহোল্ডাররা যখন আলোচনায় বসবেন তখন এল নাগেশ্বর রাওয়ের রিপোর্টও তার জন্য একটি 'সঠিক পথনির্দেশিকা নীতি' বলে উল্লেখ করেন দুই বিচারপতি। এদিন ক্লাবগুলির পক্ষে সওয়াল করেন বিখ্যাত আইনজীবী কপিল সিব্বাল।

এদিন বিশেষ সাধারণ সভা বা নতুন সংবিধানের প্রসঙ্গ উঠলেও বিচারপতিরা মূলত আইএসএল করার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেন। অ্যামিকাস কিউরি সিনিয়ার অ্যাডভোকেট গোপাল শংকরনারায়ণ মনে করিয়ে দেন, ছয়-সাত মাসই ফুটবলার, ক্লাব ও কর্মীদের বাঁচিয়ে রাখে। ইতিমধ্যেই এই দেরি কিন্তু সবার মনে আশঙ্কা তৈরি করে দিয়েছে। আগেও দেখা গেছে বেতন না পাওয়ার ক্ষেত্রে ফিফার শাস্তি নেমে এসেছে। তাই আলোচনায় যেন ক্লাবগুলিকে রাখা হয় বলে তিনি আবেদন করেন। শুধু ক্লাবই নয়, দরপত্র দিতে ইচ্ছুক চার কোম্পানি এবং অন্যান্য দরপত্র দিতে চাওয়া কোম্পানিগুলিকেও যেন এই আলোচনায় শামিল করা হয়। সবশেষে বিচারপতিরা সলিসিটর জেনারেলকে জানিয়ে দেন, আলোচনা করে দুই সপ্তাহ পরে ফের সবাই মিলিত হবেন তাঁরা। এর মাঝে তুষার মেহতা যেন তাঁদের নিয়মিত তথ্য দিতে থাকেন। এদিনের এই শুনানির পর শুরুতে খানিকটা বিভ্রান্তি থাকলেও পরে খানিকটা আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। বিশেষ করে সলিসিটর জেনারেল নিজে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় সমস্যা মেটানোর দায়িত্ব নেওয়া এবং জোর দিয়ে 'আইএসএল হবেই' বলার পর স্বাভাবিকভাবেই খুশি সংশ্লিষ্ট সব মহল। অনেকেই মনে করছেন, হয়তো এবার জট খুলবে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপরে আর আস্থা না রেখে কেন্দ্রই যে দায়িত্ব নিতে চলেছে, এই পদক্ষেপও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এফএসডিএল এবং দরপত্র জমা দিতে চাওয়া অন্য কোম্পানিগুলির সঙ্গে আলোচনায় কোন রাস্তা বেরিয়ে আসে এখন সেটাই দেখার। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, শীর্ষ আদালতে হওয়া এই সিদ্ধান্তের পরই স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ সব ক্লাবের হয়ে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে দ্রুত সব স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনায় বসার আর্জি জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন।

প্লে-অফে ইতালির সামনে উত্তর আয়ারল্যান্ড

জুরিখ, ২১ নভেম্বর : ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ৪৮ দলের। তার মধ্যে ৪২টি দেশ ইতিমধ্যেই টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে। সেই তালিকায় নেই ইতালি। সরাসরি যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুধু তাই নয়, ২০১৮, ২০২২ সালের পর টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার আশঙ্কা ঘিরে ধরেছে আজুরিদের। বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেতে প্লে-অফ খেলতে হবে তাদের। সেই পরীক্ষায় ইতালির প্রথম প্রতিপক্ষ উত্তর আয়ারল্যান্ড।

মার্চ-এপ্রিলে প্লে-অফ পর্ব থেকে '২৬ বিশ্বকাপের বাকি ছয় দল নিশ্চিত হবে। বৃহস্পতিবার সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে তারই ড্র। ইউরোপিয়ান প্লে-অফ থেকে চারটি ও আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফ থেকে আরও দুটি দল বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাবে। সূচি অনুযায়ী প্লে-অফের প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ইতালি। ওই ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে হারাতে পারলে ওয়েলস বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে প্লে-অফ ফাইনাল খেলবে আজুরিরা। টানা তৃতীয়বার বিশ্বকাপ খেলতে না পারার লজ্জা থেকে বাঁচতে ওই দুই ম্যাচ জেতা ছাড়া কোনও পথ নেই ইতালির সামনে।

ইউরোপিয়ান প্লে-অফ
ইতালি বনাম উত্তর আয়ারল্যান্ড
ওয়েলস বনাম বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা
ইউক্রেন বনাম সুইডেন
পোল্যান্ড বনাম আলবানিয়া
তুরস্ক বনাম রোমানিয়া
স্লোভাকিয়া বনাম কোসোভো
ডেনমার্ক বনাম উত্তর ম্যাসিডোনিয়া
চেকিয়া বনাম রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড

ফাইনালে গরুবাথান এফসি

চালসা, ২১ নভেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস ও ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল গরুবাথান এফসি। ফাইনাল রবিবার। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গরুবাথান ৩-১ গোলে ভুটানের ড্রুক একাদশকে হারিয়েছে। গরুবাথানের বিশাল তামাং, আকাশ রাই ও ম্যাচের সেরা নিতেশ রাই গোল করেন। ড্রুকের গোলটি শ্যাম রাইয়ের।

সেমিফাইনালে লক্ষ্য, বিদায় সাত্ত্বিক-চিরাগের

ক্যানবেরা, ২১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার লক্ষ্য সেন। তবে পুরুষদের ডাবলস থেকে বিদায় ভারতের 'সাতচি' জুটির।

শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য হারান ভারতেরই আরেক শাটলার আয়ুষ ছেত্রীকে। ম্যাচের ফলাফল ২৩-২১, ২১-১১। প্রথম গেমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও দ্বিতীয় গেমে আয়ুষকে দাঁড়াতেই দেননি লক্ষ্য। শনিবার তিনি সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই চাইনিজ তাইপেইয়ের চাও তিয়েন চেনের।

এদিকে পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই ভারতের সাত্ত্বিক সাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি ইন্দোনেশিয়ার ফজর আলফিয়ান-মহম্মদ শোহিবুল ফিকরির কাছে ২১-১৯, ২১-১৫ ফলে হেরে বিদায় নিয়েছেন। 'সাতচি' জুটির বিদায়ের ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র ভরসা লক্ষ্য সেন।

প্রস্তুতি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদেরই রিজার্ভ দলকে ৫-২ গোলে হারাল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদ সিনিয়ার দলের হয়ে জোড়া গোল করেন হামিদ আহদাদ। একটি করে গোল করেছেন হিরোশি ইবুসুকি, বিপিন সিং ও মিগুয়েল ফিগুয়েরো। উলটোদিকে লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের হয়ে দুইটি গোল করেন শ্যামল বেসরা ও দেবজিৎ রায়। এই ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের জন্য যেমন সুপার কাপ সেমিফাইনালের প্রস্তুতি, তেমন লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কাছেও সিকিম গভরনর্স গোল্ড কাপের মহড়া।

আজ নামছে বিবিয়ানোর ভারত

আহমেদাবাদ, ২১ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করছে ভারতের যুব ফুটবল দল। শনিবার আহমেদাবাদে বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ প্যালেস্তাইন। ২৬ নভেম্বর চাইনিজ তাইপেই, ২৮ নভেম্বর লেবানন ও ৩০ নভেম্বর ইরানের বিপক্ষে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ভারত।

জয়ী গঙ্গারামপুর মিউনিসিপ্যাল

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : টাউন ক্লাবের শম্ভু বিশ্বাস ও অমূল্যনাথ অধিকারী ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার বিহার ইলেভেন ৯৫ রানে কালিম্পংয়ের লায়ন্স ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউনের মাঠে বিহার ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। গুলশান কুমার ৬১ রান করেন। নিশীথ কমল কুমারের অবদান ৪৭। অতুল সিং সুরওয়ার ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে লায়ন্স ১৫ ওভারে ১১৯ রানে অল আউট হয়। অতুল সিং ৭৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা গৌতম সুধীর যাদব ১৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন অমিত দুর্গেশ কুমারও (২৩/৪)।

একই মাঠে বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গারামপুর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৪ উইকেটে শিলিগুড়ির সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। টাউনের মাঠে সরোজিনী ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২০ রান তোলে। আনন্দকুমার ছেত্রী ৪১ রান করেন। কৃষ্ণ বাসফোর ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সুরজিৎ রায়ও (১৬/২)। জবাবে গঙ্গারামপুর ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১২১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ঋক দাস ২৭ ও সুকান্ত বিশ্বাস ২৫ রান করেন। মহম্মদ সরফরাজ ২৩ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হয়ে ঋক দাস (উপরে) ও গৌতম সুধীর যাদব। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

৩ উইকেট শুভমের

আলিপুরদুয়ার, ২১ নভেম্বর : জংশনের রয়্যাল চ্যালেঞ্জারের অনূর্ধ্ব-১৯ আলিপুরদুয়ার জংশন টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার আরসিএ একাদশ ৩ উইকেটে বিজয় স্পোর্টসকে হারিয়েছে। রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে টসে হেরে বিজয় ২০ ওভারে ১২০ রানে অল আউট হয়। দীপঙ্কর দাস ২৫ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভম দাস ৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে আরসিএ ১৫.৪ ওভারে ৭ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। দীপ মিজার ৩৫ রান করে। সায়ন দাস ২৪ রানে নিয়েছে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে কোকরাঝাড় বিসিএ ৫ উইকেটে জলপাইগুড়ির জেএসএমের বিরুদ্ধে জয় পায়। জেএসএম টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। শিবা সরকার ৩০ করে। চিন্ময় দাস ৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বিসিএ ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। সুমিত সেন ৩৯ রান করে। রনি ইকবাল ১৯ রানে নেয় ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন শুভম দাস। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হার দক্ষিণ দিনাজপুরের

বালুরঘাট, ২১ নভেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর ১০ উইকেটে মুর্শিদাবাদের বিরুদ্ধে হেরেছে। শিলিগুড়ির সিয়াম কলেজ মাঠে দক্ষিণ দিনাজপুর ১২.২ ওভারে ২০ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অনন্যা হালদার ১ রানে নেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন পূজা বৈরাগী (৩/৩)। জবাবে মুর্শিদাবাদ ৩.২ ওভারে বিনা উইকেটে ২১ রান তুলে নেয়। অনন্যা ১১ রান করেন।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে কালীপদ, ক্ষুদিরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে ফাইনালে উঠল বাগডোগরার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় ও কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। ফাইনাল শনিবার। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে কালীপদ ৩-০ গোলে শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে নীতেশ গোরে জোড়া গোল করেন। কালীপদর অন্য গোলটি চঞ্চল বর্মনের।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ক্ষুদিরাম টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ক্ষুদিরামের সুমনকুমার পাল ও ফালাকাটার মিগ রসাইলি গোল করেন।